'ফেইসবুক আদাবুহু ওয়া আহকামুহু' গ্রন্থের অনুবাদ

ফেইসবুক

ক্ষতি নয় কল্যাণ বয়ে আনুক

শাইখ আলী মুহাম্মাদ শাওক্বী
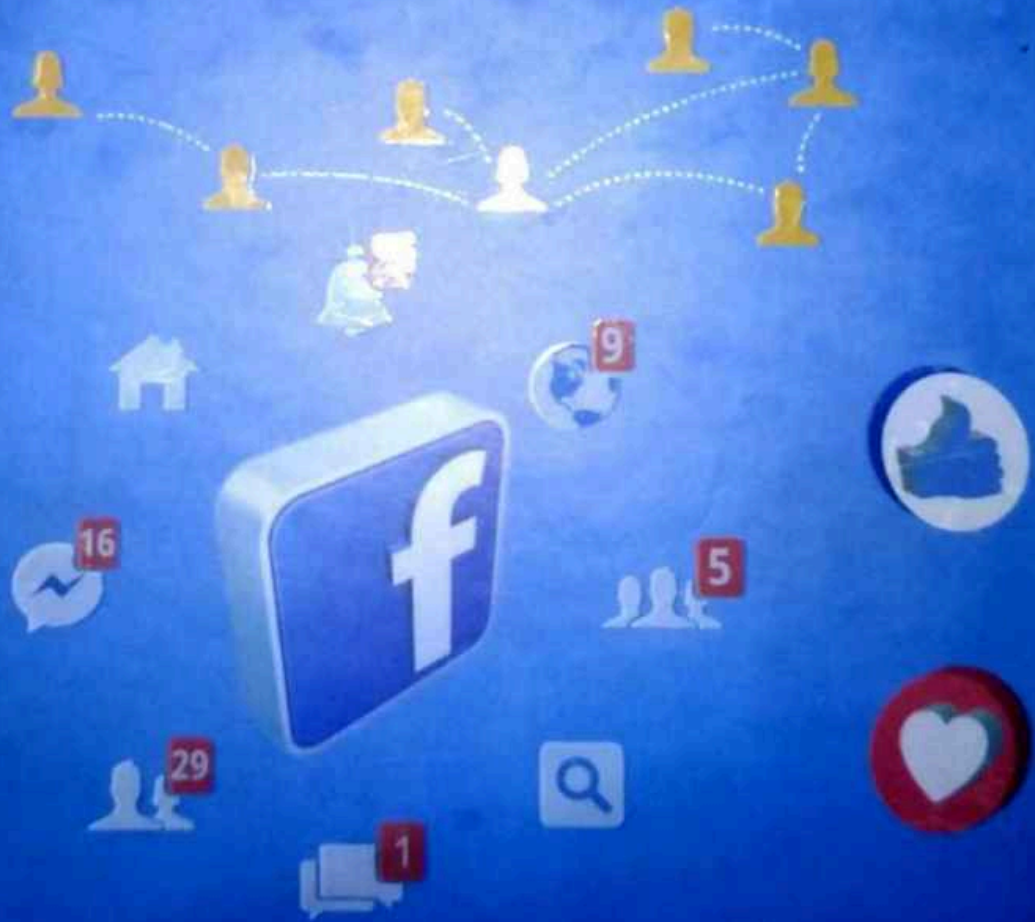
অনুবাদ : হামদুল্লাহ্ লাবীব

ফেইসবুক

ক্ষতি নয় কল্যাণ বয়ে আনুক

মূল

শাইখ আলী মুহাম্মাদ শাওক্বী

অনুবাদ

মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব

মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল মুহাজিরীন আল ইসলামিয়া,
দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০

সম্পাদনা

মুফতী হানিফ আনওয়ার

উস্তায, ইলমুল কুরআন মডেল একাডেমি ঢাকা

কিছু কথা

ফেইসবুক ক্ষতি নয়, কল্যাণ বয়ে আনুক যেদিন আপনার হাতে এসেছে, ততদিনে মধ্যপ্রাচ্য সহ ইউরোপ আফ্রিকার লাখো পাঠক বইটির সুখপাঠ সমাপ্ত করেছেন। বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে তারিফ কুড়িয়েছে বোদ্ধামহলের।

ফেইসবুক মানবব্যাধির রূপ নিয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশে এ রোগ নিরাময়ের অল্প কিছু পদক্ষেপ চোখে পড়লেও বাংলাদেশে তেমন কিছু করা হয়নি। বর্তমানে এ রোগ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। যুবশক্তিকে খুবলে খাচ্ছে। প্রতিনিয়ত দুর্বল করে যাচ্ছে আমাদের চেতনার ভিতকে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইসলামি তাহযিব তামাদ্দুন ও সভ্যতা।

এসব হচ্ছে ফেইসবুকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে এবং ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা আমাদের সামনে না থাকার দরুন। অন্যথায় জনশক্তির বিচারে এতদিনে আমরা বিজয়ের হাসি নিয়ে মুখে পান সুপারি চিবুতে ফুরসত পেতাম। বহু অপকর্মের সলীল সমাধি হয়ে যেত। ফেইসবুকের নীল সরোবর থেকে আমাদের যুব সমাজ ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক রসদ তুলে আনতে সক্ষম হত।

বইটি একটু দেরিতে হলেও সবাই নড়েচড়ে বসছেন। পথ খুঁজছেন উত্তরণের। আমরা আশাবাদী, *ফেইসবুক ক্ষতি নয়, কল্যাণ বয়ে আনুক* সমাজকে উত্তরণের সঠিক পথনির্দেশ করবে। পৌঁছে দেবে চির আধুনিক ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর ভূবনের অবারিত ফটকে...

হামদুল্লাহ লাবীব

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় **পৃষ্ঠা**

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم، ورضي الله عن الصحابة و التابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

আমরা জানি, বহু বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও গবেষণা কালের পরিক্রমায় মানুষের মাঝে উদয় হয়। উদ্ভাসিত হয় স্বতন্ত্র ও আলোকিতরূপে। মানুষের হৃদয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকে।

সম্মানিত পাঠক, আপনার হাতের এ বইটিও একটি বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণার ফসল। যাতে আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামি শরিয়তের আদব ও শিষ্টাচার এবং বিধিবিধানগুলো তুলে ধরতে আমার সাধ্য ও সামর্থ্য মোতাবেক চেষ্টা করেছি। সঙ্গে বিভিন্ন শব্দের ব্যাপকতা, সেগুলোর তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্যের গভীরতা নিয়েও পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে এতে। তাছাড়া প্রতিটি যুগে, সব জায়গায় সৃষ্ট বিষয়াবলীর ভালো দিকগুলো গ্রহণ করা এবং প্রথাগত স্থবিরতা ও ব্যবস্থাপনার কাঠিন্যগুলো এড়িয়ে চলার বিষয়েও বিভিন্ন অলোচনা যুক্ত হয়েছে বইটিতে।

ফেইসবুকের সমস্যাগুলো নিয়ে কিছু সমাধান লেখার প্রয়োজন অনুভব হয় একবার। ফেইসবুক পেইজগুলোতে পরস্পর যে আক্রমণ চলে, একে অন্যের ওপর বিজয়ী হওয়ার যে প্রতিযোগিতা করা হয়, এসবের যাতে একটা বিহিত হয়ে যায়। কারণ এ সমস্যা দেশে দেশে প্রকট আকার ধারণ করেছে। সম্মানিত পাঠক, এ চিন্তা

থেকেই মূলত আপনার হাতের *আল ফেইসবুক আদাবুহু ওয়া আহকামুহু-ফেইসবুক ক্ষতি নয়, কল্যাণ বয়ে আনুক* বইটির জন্ম।

বর্তমান সময়ে ইসলাম প্রচারক এবং সমাজ সংস্কারকদের উচিত কোমল ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথে অগ্রসর হওয়া। সংস্কার কাজে নির্ধারণ করা শক্তিশালী কর্মপন্থা। এক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতির হিসেবটাই মুখ্য। যেমন দেখুন, খাদির আলাইহিস সালামের কর্মপদ্ধতি। ওই যে, তিনি দরিদ্র জেলের নৌকো ফুটো করে দিয়েছিলেন। অথচ তাতেই ছিল তার কল্যাণ। নৌকো একেবারে হাতছাড়া করার চে ফুটো নৌকোই তো ভালো!

সমাজ সংস্কারে এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। নতুন ভাবনা। যা ইসলামি কর্মীদের মাঝে বিদ্যমান ফাটলগুলো ঘুচাতে সক্ষম হবে। দাওয়াতের নতুন পথগুলোকে প্রাচীন ভাবনাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে, অথবা পুরোপুরি নতুন কোন পথ বেছে নিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, ফেইসবুক এবং অন্যান্য নেটওয়ার্কগুলোকে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার প্রসারের কাজে ব্যবহার করতে হবে। নতুন যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এর জন্য বড় একটি সুযোগ। যা অমুসলিমরা তাদের আকিদা-বিশ্বাস এবং তাদের ধ্যান-ধারণার প্রচারে ব্যবহার করছে। তবে মুহাম্মাদি বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্যও এগুলো অনেক বড় হাতিয়ার।

আমি তো বিশ্বাস করি, নতুন আবিষ্কৃত যোগাযোগ মাধ্যমগুলো নবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ। তাছাড়া এগুলো মানুষের কাছে মুহাম্মাদি পয়গাম পৌঁছে দেয়ারও এক একটি সুবর্ণ সুযোগ।

এগুলোকে নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ বলছি, কারণ হচ্ছে আমাদের নবিজিকে সারা পৃথিবীর জন্য নবি হিসেবে পাঠানো হয়েছে। অথচ পূর্বকালে এককেটি অঞ্চলের জন্য একজন করে নবি পাঠানো হতো। এতে প্রমাণ হয়, যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন, নির্দিষ্ট কোন কওম বা জাতির জন্য প্রেরণ করেননি, তিনি ওই মহান স্রষ্টা, যিনি আগে থেকেই জানতেন, সমগ্র পৃথিবী একদিন একটি গ্রামের মতন হয়ে যাবে। তখন আর ভিন্ন ভিন্ন রাসুল প্রেরণের প্রয়োজন পড়বে না। পৃথিবীর প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাছে একের পর এক রাসুল প্রেরণের দরকারও আর থাকবে না। শেষ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর ভূখণ্ডগুলোর পরস্পর দূরত্ব ঘুচিয়ে আসার সূচনা হয়। দিন দিন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। এক সময় সে অগ্রযাত্রা আজকের এ পর্যায়ে এসে পৌঁছোয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশমান এ যাত্রা দিন দিন আরো অগ্রসর হবে। মানুষ পরস্পর আরো কাছাকাছি হবে।

তাই, একমাত্র মহান স্রষ্টা ছাড়া ওই সময় আর কার পক্ষে সম্ভব ছিলো যে, পৃথিবীটা অচিরেই আজকের এ রূপ ধারণ করতে যাচ্ছে, এটা জানবে?

বিশ্বমানবগোষ্ঠীগুলোর মাঝে পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন, যা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে, এটি একজন মুসলমানের কাছে শুধুমাত্র ইহকালীন কোন বিষয় নয়, এটি তার বিশ্বাসের সাথেও যুক্ত। কেননা এতে আছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতার দলিল।

যোগাযোগের এ মাধ্যমগুলো দাওয়াতের এক একটি রাজপথ, এটি বলার অপেক্ষা রাখে না। আগের চেয়ে বইপত্র এখন কত দ্রুত সময়ে লেখা হয়। কত সহজ পদ্ধতিতে, আগের চেয়ে কী বিশাল পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ে এগুলো। লেখার কাজ শুধু কাগজ-কালিতেই হয় না, অল্প সময়ে পিডিএফ আকারে মিলিয়ন মিলিয়ন বই প্রকাশিত হচ্ছে এখন। যেগুলো বহন করাও খুব সহজ। বক্তৃতাও আর আগের মতো মুখ থেকে বের হবার সাথে সাথে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় না এখন। অডিও ভিডিও রেকর্ডের আছে অসংখ্য

মাধ্যম। চিঠিপত্র প্রেরণের জন্য আগের মতো দরকার হয় না উট, গাড়ি বা বিমানেরও। ম্যাসেঞ্জার, ওয়াটসঅ্যাপ ও অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমগুলোতে মুহূর্তে এসব পৌঁছে দেয়া যায়।

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া, দাঈ, উলামা এবং তালিবে ইলমগণ এসবের সদ্ব্যবহার করছেন। তারা যথেষ্ট উপকার হাসিল করেছেন এগুলোর মাধ্যমে।

সারকথা, ফেইসবুক দুনিয়াকে ইসলামের কল্যাণে কাজে লাগানো উচিত। এ দৃষ্টিকোন থেকে ফেইসবুকে কল্যাণমূলক বহু কাজ করা সম্ভব। ইসলামি কিছু অফিসিয়াল সংস্থা কাজগুলো আঞ্জামও দিচ্ছে।

পরিশেষে নিবেদন, এখানে আরো অনেক বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিলো। হয়ে ওঠেনি। তারপরও আমি মনে করি, পঠকের কাছে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে গেছে। যদিও হুটহাট বলা হয়েছে কথাগুলো।

আল্লাহ তায়ালা এ বইটিকে উপকারী সাব্যস্ত করুন। একান্তই তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বইটি রচিত হয়েছে বলে গ্রহণ করে নিন। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার এবং সকল সাথীবর্গের ওপর বর্ষণ করুন দুরূদ ও সালাম।

আলি মুহাম্মাদ শাওক্বী
দাকাহলিয়া, মিসর

প্রথম অধ্যায়

ফেইসবুক ব্যবহারের সাধারণ কিছু শিষ্টাচার

ফেইসবুক ব্যবহারের আছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব ও শিষ্টাচার। যেগুলো মেনে চলা আবশ্যক। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হল :

১। সৎ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করুন :

সুতরাং আপনার সঙ্গে ফেইসবুকে যারা অ্যাড আছে, বিশেষ করে তাদেরকে এবং অন্যান্য সবাইকে সৎ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করা আপনার কর্তব্য। পাপ ও সীমালংঘনে কোন সহযোগিতা নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

সৎকাজ ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না।[১]

- সৎকাজ : এটি একটি ব্যাপক শব্দ। যা শরিয়ত নির্দেশিত সকল কাজকেই বোঝায়। যেসব কাজে হৃদয়-মন প্রশান্তি লাভ করে।
- তাক্বওয়া : শরিয়ত নির্দেশিত কাজগুলো করা এবং নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা।
- পাপ : অন্যায়-অপরাধ। প্রত্যেক এমন কাজ, যা করতে মনে দ্বিধা সৃষ্টি হয়। মানুষ কাজটি সম্পর্কে জেনে ফেলুক, এতে আপনার লজ্জা বোধ হয়।
- সীমালংঘন : আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা।[২]

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ২।

[২] তাফসীরুল মুনীর, ড. ওয়াহ্বাতুয্ যুহাইলী : ৬/৬৫।

২। দেশী-বিদেশী সবার উপকার করুন :

ফেইসবুক আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য নিয়ামত ও অনুগ্রহের মধ্য হতে একটি। একজন সচেতন ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। এর মাধ্যমে আপনি পুরো পৃথিবীর মানুষের সেবা করতে পারেন। শিক্ষামূলক কোনো সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে। সদুপদেশ দিয়ে। অথবা নবিজির অবহেলিত কোনো সুন্নতকে মানুষের মাঝে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। এ কাজগুলো করার সুযোগ পাওয়া আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে অনেক বড় অনুগ্রহ। যে তাওফিক আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবি এবং সৎ বান্দাদেরকে দিয়ে থাকেন। ঈসা ইবনু মারয়াম আলাইহিস সালামের যবানিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكاً أَيْنَمَا كُنْتُ … .

তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন।[১]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : 'আমাকে বরকতময় করেছেন' এর অর্থ শিক্ষক ও শিষ্টাচার শিক্ষাদাতারূপে তাঁকে আল্লাহ তায়ালা মনোনিত করেছেন।[২]

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন : 'তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন' এর অর্থ আমাকে তিনি কল্যাণ শিক্ষাদানকারী বানিয়েছেন, আমি যেখানেই থাকি না কেন।[৩]

অর্থাৎ, তিনি যেখানেই অবস্থান করবেন, আল্লাহ তায়ালা সেখানে বারাকাত দান করবেন। তিনি কল্যাণের শিক্ষা দেবেন। মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করবেন। যে ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে আসবে, তাঁর দলে আসবে, সে তার বারাকাত লাভ করবে। সুবাসিত হবে।[৪]

---

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৩১ ।

[২] শরহু মাযাহিবি আহলিস সুন্নাহ, ইবনু শাহীন : ১/৫২।

[৩] জামিউল বায়ান আন তা'ওয়ীলি আয়িল কুরআন, ইবনু জারীর : ১৫/৫৩১।

[৪] তাইসীরুল কারীমির রাহমান ফি তাফসীরি কালামিল মান্নান, আল্লামা সা'দী : ৪৯২।

সুতরাং, জনাব আপনিও আপনার ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে মানুষের উপকার করতে সচেষ্ট হোন। হয়ত আপনিও পাবেন, যা পেয়েছিলেন ঈসা আলাইহিস সালাম। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা! আর তাঁর চেয়ে পরাক্রমশালী নেই কেউ।

▪ কবি খুব সুন্দর বলেছেন :

لله قَوْمٌ إِذَا حَلُّوا بِمَنْزِلَةٍ حَلَّ النَّدَى وَ يَسِيْرُ الْجُوْدُ إِنْ سَارُوْا.

আল্লাহর শপথ, তাঁরা যখন কোন মনযিলে অবতরণ করেন, সেখানে আকাশ হতে শিশির ধারা নেমে আসে। তাঁদের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে বদান্যতাও বিদায় নেয়।

▪ বন্ধুর সতর্কবাণী :

ফেইসবুক যেন কিছুতেই আপনার ইবাদাত এবং আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ব্যাপারে শৈথিল্যের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। কেননা আল্লাহ তায়ালার কাছে সমর্পিত হওয়ার ক্ষেত্রে অবহেলার চেয়ে নিকৃষ্টতম কাজ আর নেই। যদি এমন কিছু হয়, তবে এর চেয়ে বড় আফসোস আর থাকবে না। আপনি পড়েছেন নিশ্চয় কুরআনের এ আয়াত দুটি :

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتۡهُمُ السَّاعَةُ بَغۡتَةً قَالُوۡا يٰحَسۡرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطۡنَا فِيۡهَا...

এমনকি যখন কিয়ামত অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে,
হায় আফসোস! সেখানে আমরা যে অবহেলা করেছি তার ওপর।[১]

اَنۡ تَقُوۡلَ نَفۡسٌ يّٰحَسۡرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطۡتُّ فِىۡ جَنۡۢبِ اللّٰهِ...

যাতে কারোও বলতে না হয়, হায় আফসোস! আল্লাহর হক
আদায়ে আমি যে শৈথিল্য করেছিলাম তার জন্য।[২]

---

[১] সূরা আন'আম, আয়াত : ৩১।
[২] সূরা যুমার, আয়াত : ৫৬।

▪ ফেইসবুক কিছুতেই যেন আপনার নামাযে অলসতার কারণ না হয়। এতে আপনি বিপদগ্রস্ত হবেন। এমন বিপদ, যাতে আপনার দ্বীন-দুনিয়া, দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ۝

অতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ,
যারা নিজেদের সালাতে অমনোযোগী।[১]

হাফিয ইবনু কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন : 'সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ' এর অর্থ হল, যারা নামাযী ঠিক, কিন্তু তারা নামায আদায়ে অবহেলা করে। কখনো হয়ত নামায একেবারে ছেড়ে দেয়। আবার কখনো শরিয়ত কতৃক নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করে না। কাযা করে ফেলে।[২]

আতা ইবনু ইয়াসার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (وَيْلٌ) শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন : এটি জাহান্নামের এমন একটি উপত্যকা, যদি সেখানে পাহাড়গুলোকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়, সেগুলো গলে যাবে।[৩]

▪ খুব সতর্ক হোন। ফেইসবুক যেন কুরআন থেকে উদাসীনতার কারণ না হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا۝

আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না , যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।[৪]

---

[১] সূরা মা'উন, আয়াত : ৩, ৫।
[২] তাফসীরুল কুরআনিল আযিম, হাফিয ইবনু কাসীর রহ. : ৮/৪৯৩।
[৩] জামিউল বায়ান, ইবনু জারীর : ২/১৬৮।
[৪] সূরা কাহ্ফ, আয়াত : ২৮।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا غٰفِلُوْنَ.

আর যারা আমার নিদর্শনাবলী হতে গাফেল।[১]

▪ সাবধান! ফেইসবুক যেন আপনার সময় নষ্ট করার মাধ্যম না হয়। আপনি আপনার যৌবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। জীবনের হিসাব আপনাকে দিতে হবে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا تَزُوْلُ قَدَمُ ابْنُ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّه حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ. عَنْ عُمُرِه فِيْمَ أَفْنَاهُ. وَعَنْ شَبَابِه فِيْمَ أَبْلَاهُ.

কোন বান্দার পদদ্বয় (কিয়ামত দিবসে) এতটুকুও সরবে না, যাবত না তাকে এ কয়টি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে : কিভাবে তার জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে; কোথা হতে তার ধন-সম্পদ উপার্জন ও কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং কি কি কাজে তার শরীর বিনাশ করেছে।[২]

▪ যদি নিজেকে উল্লেখিত নীতিমালার ভেতর বেঁধে রাখতে সক্ষম না হন, তবে জনাব জেনে রাখুন, আপনি এমন একটি বিষয়ে আপোস করছেন, যা আপনাকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করছে। ফলে যাদেরকে আল্লাহ নিন্দা করেছেন, আপনি তাদের দলভুক্ত হয়ে যাচ্ছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

...وَرَضُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا ....

এবং তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে ও তা নিয়ে পরিতৃপ্ত রয়েছে...।[৩]

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৭।
[২] জামে তিরমিযী : ২৪১৭।
[৩] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৭।

অর্থাৎ, আখেরাতের সাওয়াবের বিপরীতে দুনিয়ার ভোগবিলাসকে তারা গ্রহণ করে নিয়েছে। 'তা নিয়ে পরিতৃপ্ত রয়েছে' অর্থ, দুনিয়ার ভোগবিলাস পেয়েই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে। এতেই তাদের মানসিক প্রফুল্লতা লাভ হয়েছে। আর তারা প্রাধান্যও দিয়েছে পার্থিব এ জীবনকেই। এ নিয়েই তারা আনন্দিত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَرَضِيتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأٰخِرَةِ....

তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে
পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হলে ?[১]

অর্থাৎ, আখিরাতের চিরস্থায়ী প্রতিদানের পরিবর্তে তোমরা ধ্বংসশীল পার্থিব এ জগতের লাভ নিয়েই সন্তুষ্ট হলে? ![২]

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

رَضُوْا بِأَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِم ....

আর তারা পেছনে থাকা লোকদের সঙ্গ বেছে নিয়েছে। আর আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন।[৩]

'পেছনে থাকা লোক' এর ব্যাখ্যা করা হয়, নিকৃষ্ট ও ইতর শ্রেণীর মানুষ।[৪]

আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনাকে হিফাজত করুন, যেমন তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের হিফাজত করে থাকেন।

---

১ সূরা তাওবা, আয়াত : ৩৮।
২ আন নুকাত ওয়াল উয়ূন, মাওয়ারদি : ২/৩৬২।
৩ সূরা তাওবা, আয়াত : ৯৩।
৪ মা'আলিমুত তানযীল ফি তাফসীরিল কুরআন, বাগাওয়ী : ২/৩৭৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তিগত পেইজের বিবরণ সম্পর্কিত শিষ্টাচার

ফেইসবুকের ব্যক্তিগত পেইজ সংশ্লিষ্ট বিষয়েও পূর্ণাঙ্গধর্ম ইসলামে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন পেইজের নামকরণ করা। ছবি যুক্ত করা, ইত্যাদি। আল্লাহর তাওফিকে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

▪ প্রথম পরিচ্ছেদ. পেইজের নামকরণ সম্পর্কিত শিষ্টাচার :

সন্দেহ নেই, কোন কিছুর নাম দেয়া শরয়ি নির্দেশনারই অন্তর্গত। এ ব্যাপারে ইসলামি শরিয়তে বেশ জোর দেয়া হয়েছে। কিছু নীতিমালাও আছে এ প্রসংগে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। তেমনি যে নামে পবিত্রতা বা প্রশংসা বুঝায়, যেমন-বার্‌রাহ্‌, তাকিয়্যাহ্‌ -এমন নাম রাখতেও নিষেধ করেছেন। আবার কিছু নাম রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। যেমন আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান। এমন কিছু নামও আছে, যেগুলো দিয়ে নামকরণ করা হলে নবিজি অপছন্দ করতেন। যেমন হার্‌ব, মুর্‌রাহ।

এ বিষয়ে শরিয়তের এত গুরুত্ব দেয়ার কারণ এই যে, শরিয়তের মেজায হচ্ছে, একজন মুসলমান সর্ব বিষয়ে বৈচিত্রময় হবে। তার জীবনের প্রতিটি বাঁকেই থাকবে ভদ্রতার ছাপ। এমনকি ফেইসবুকের মতো সাধারণ বিষয়েও। যে বিষয়টিকে অনেকেই হালকা মনে করেন।

ফেইসবুক পেইজের নামকরণের ক্ষেত্রে কিছু আবশ্যকীয় নীতিমালা রয়েছে, যেগুলো লক্ষ রাখতে হবে :

১। আল্লাহর নামসমূহ ছাড়া অন্যকোন নামের শুরুতে আবদ শব্দ ব্যবহার করা হারাম :

ইবনু হাযাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন : আল্লাহর নামসমূহ ছাড়া অন্য কোন নামের শুরুতে আবদ শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে ফকিহগণ একমত পোষণ করেছেণ। যেমন, আবদুল উযযা, আবদু হুবাল, আবদু আমর, আবদুল কা'বা, ইত্যাদি। তবে আবদুল মুত্তালিব ছাড়া।[১]

সুতরাং তাঁর একথা থেকে বুঝা গেল, আল্লাহর নামসমূহ ছাড়া অন্যকোন নামের শুরুতে আবদ শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। এ বিষয়ে আলেমগণ একমত। তাই কারো নাম আবদুন নাবি, আবদুল কা'বা ইত্যাদি রাখা যাবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর নামসমূহের শুরুতেই আবদ শব্দ ব্যবহার করা যাবে।

২। আল্লাহ নামে কোন পেইজের নামকরণ করা হারাম :

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলূদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যেসমস্ত নাম কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই নির্ধারিত, যেমন আল্লাহ, আর রহমান, আল হাকাম, আল আহাদ, আস সামাদ, আল খালিক, আর রাযযাক, আল জাব্বার, আল মুতাকাব্বির, আল আওয়াল, আল আখির, আল বাতিন ও আল্লামুল গুয়ূব-ইত্যাদি নাম ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।[২]

তাছাড়া কারো নাম মালিকুল মুলূক-রাজাধিরাজ রাখাও নিষিদ্ধ। যেমন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে ওই লোকের নাম সবচেয়ে ঘৃণিত, যে তার নাম রেখেছে রাজাধিরাজ। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ছাড়া কোন রাজাধিরাজ নেই।[৩]

---

[১] মারাতিবুল ইজমা', ইবনু হাযাম : ১৫৩।
[২] তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলূদ : ১২৫।
[৩] সহীহ বুখারী : ৬২০৫, সহীহ মুসলিম : ২১৪৩।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا.

তুমি কি তার সমগুণসম্পন্ন কাউকে জান?[১]

যেসব নাম আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার উপযোগী, সে নামগুলো ব্যবহার করা যাবে। যেমন, আলী, লাতীফ ও বাদী'। তবে এগুলো দিয়ে আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্য নেয়া হয়, সে উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্যকোন অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হবে।[২]

৩। যে নামগুলো বিশেষভাবে কাফেররাই ব্যবহার করে এবং যেগুলো দিয়ে কেবল তাদেরকেই বুঝানো হয়, এমন নাম ব্যবহার করা হারাম :

যেমন আবদুল মাসিহ, পেত্রাওস, জর্জস, ইত্যাদি। যে নামগুলো কেবল কাফের সম্পদ্রায়ভুক্ত কোন ব্যক্তিকেই বুঝায়।

৪। কোনো মূর্তি বা দেবতার নামে পেইজের নাম দেওয়া হারাম:

যেমন হুবাল, শাইতান ইত্যাদি নাম দেওয়া।

৫। যে নাম মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এমন নাম রাখা মাকরূহ :

যেমন, যুদ্ধ, মেশিনগান, হুইয়াম ইত্যাদি নাম রাখা। হুইয়াম একটি রোগের নাম। যা উটের মাঝে দেখা দেয়।

৬। কামুকতা আছে এমন নাম রাখা মাকরূহ :

এই সমস্যাটি বেশি হয় নারীদের পেইজের ক্ষেত্রে। যেমন কিছু নাম আছে যেগুলো যৌনতা সহ অন্যান্য মন্দ অর্থ বুঝায়। আজকাল মানুষ ফেইসবুকে এমন অনেক পেইজ দেখতে পায়।

---

[১] সূরা মারয়াম, আয়াত : ৬৫।

[২] দুররুল মুখতার শরহু তানবীরুল আবসার, মুহাম্মাদ বিন আলি আল হাসকাফি : ১৬৬৬।

৭। পাপাচারী গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীর নামে ফেইসবুক পেইজের নাম দেওয়া মাকরূহ :

তাদের কারো যদি ভালো নাম থাকে, তবে সে নামটি ব্যবহার করা জায়েয হবে। ভালো অর্থের কারণে। তার সঙ্গে সাদৃশ্য ও অনুকরণের জন্য নয়।

৮। যে নামের ভেতর কোন পাপাচারের অর্থ আছে, এমন নাম দেওয়া মাকরূহ :

যেমন নাম রাখা চোর। যালিম, অত্যাচারী। অথবা কোন অত্যাচারীর নামে নামকরণ করা। যেমন ফির'আওন, হামান নাম রাখা।

৯। মন্দ কোন স্বভাবের জন্য প্রসিদ্ধ, এমন প্রাণীর নামে নাম রাখা মাকরূহ :

যেমন গাধা, কুকুর, বানর ইত্যাদি নাম রাখা।

১০। দ্বীন বা ইসলাম শব্দের সাথে যুক্ত কোন উপনামে পেইজের নাম দেওয়া মাকরূহ :

যেমন, নূরুদ্দীন-দ্বীনের আলো, শামসুদ্দীন-দ্বীনের সূর্য। এমনিভাবে নূরুল ইসলাম-ইসলামের আলো, শামসুল ইসলাম- ইসলামের সূর্য। কারণ এতে ব্যক্তিকে তার অবস্থান থেকে অধিক মর্যাদা দেয়া হয়। পূর্ববর্তী আলেমগণ এসব উপনাম দেওয়াকে অপছন্দ করতেন। ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ তাকে মুহিয়ুদ্দীন-দ্বীনের পুনর্জীবনদানকারী -এ উপনামে সম্বোধন করা অপছন্দ করতেন। এমনিভাবে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাকে তাক্বিয়ুদ্দীন-দ্বীনদার -এ উপনামে ডাকা অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে এ নামে ডাকতো। ফলে নামটি প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

কিছু সংখ্যক আলেম এসব উপনাম ব্যবহার হারাম হওয়ার কথা বলেছেন। তবে অধিকাংশের মতামত হল মাকরূহ। কেননা এগুলো থেকে এমন অশুদ্ধ অর্থও কল্পনায় আসে, যে অর্থে এগুলোর ব্যবহার জায়েয নেই।[১]

১১। কুরআনের কোন সূরার নামে পেইজের নাম দেয়া মাকরূহ:
অর্থাৎ, যেসব নাম দ্বারা কুরআনের শব্দ ছাড়া অন্যকোন উদ্দেশ্য হয় না, যার সত্তাগত কোন অর্থও নেই। যেমন হুরূফে মুকাত্তাআহ্ বা কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে যেসব বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা রয়েছে। ওগুলো শ্রবণের সময় কেবল কুরআনের সূরা বা হরফের কথাই স্মৃতিতে আসে। উদাহরণত : হামীম, সদ। এমনিভাবে যেসব নাম ব্যবহার সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত আছে। যেমন ত্বহা, ইয়াসীন, ইত্যাদি। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন, ইয়াসীন কারো নাম রাখা মাকরূহ।[২]

তাছাড়া আরবি যেসব শব্দের নাম রাখার মতো উপযোগী অর্থ আছে, ওগুলোর দ্বারা নাম রাখা বৈধ হবে। যদিও কুরআনের কোন সূরার নাম হয়। যেমন শামস, ক্বামার, নাজম, তারিক্ব, ফাজ্র, ফাত্হ, জুমুআহ্, নাস্র। এ বিষয়টি সুনিশ্চিত, কারণ কুরআনের অনেক সূরা আছে যেগুলোর মাধ্যমে নাম রাখা সর্বসম্মতিক্রমে মুসতাহাব। যেমন ওসব সূরার নাম, যেগুলোকে নবিদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, মুহাম্মাদ, ইবরাহীম, নূহ, ইউসুফ, ইউনুস, হূদ। অথবা অন্যান্য নেককারদের নাম যেমন, লুকমান ও মারয়াম।

▪ ছদ্মনামে ফেইসবুক পেইজের নামকরণের হুকুম :
ছদ্মনামে নামকরণ যেমন আবু সুফিয়ান-সুফিয়ানের বাবা অথবা উম্মে আবদুল্লাহ-আবদুল্লাহর মা, ইত্যাদি উপনাম রাখা জায়েয। এতে কোন সমস্যা নেই। এর কারণগুলো নিম্নরূপ :

---

[১] মু'জামুল মানাহীল লফজিয়্যাহ্, বাকার আবু যায়েদ : ৫৪৪।
[২] তুহফাতুল মাওলূদ, ইবনুল কাইয়্যিম : ৫৪৪।

১। সাধারণত ফেইসবুক ব্যবহারকারীগণ জানেন, এটি আসল নাম নয়। এটি তার সঙ্কেত বা ব্যবহারকারীর দিকে ইঙ্গিতবাহী কোন নাম।

২। এটিকে মিথ্যাও গণ্য করা হবে না। কেননা ফেইসবুক পেইজ অথবা গ্রুপ কোথাও এই শর্ত করা হয় না যে, সেখানে আসল নাম ব্যবহার করতে হবে।

৩। মানুষের জন্য কোন উপনাম বা ডাক নাম ব্যবহার করতে তো কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। সুতরাং কেউ যদি ফেইসবুকে উপনাম ব্যবহার করে, তবে এটিই তার মূল নামের মতো হবে। এটিকে মিথ্যা বলা হবে না।

৪। অনেকের জন্য আসল নামে ফেইসবুক ব্যবহার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কেউ শিয়াদের মাঝে বসবাস করে। তাদের দ্বারা সে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা আছে। অথবা কোন নারী ফেইসবুক ব্যবহার করবে। সেক্ষেত্রে তারা কোন ছদ্মনাম অথবা উপনাম ব্যবহার করবে।

▪ ফেইসবুক পেইজের নাম 'কুরআন ও সুন্নাহ', 'আল্লাহ আমার রব', 'কুরআন আমার নীতি' অথবা 'সুবহানাল্লাহ' ইত্যাদি যিকির দ্বারা নামকরণ করা :

কয়েকটি কারণে একাজ যথার্থ নয় বলে প্রতীয়মান হয় :
১। মাকরূহ নামসমূহ, যেগুলো আজকাল কোন কোন মুসলিম দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বীন বা ইসলাম শব্দের সঙ্গে যুক্ত নামসমূহ। যেমন নূরুদ্দীন, ইমাদুদ্দীন, নূরুল ইসলাম, ইত্যাদি। অধিকাংশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ছেলে-মেয়েদের এমন নাম রাখার বিষয়টি অপছন্দ করেছেন। কারণ এতে ব্যক্তির নামে অতিরিক্ত সাফাই গাওয়া হয়।

মুহাক্কিক আল্লামা বাকার বিন আবদুল্লাহ আবু যায়দ রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এর কারণ হল, দ্বীন ও ইসলাম খুব মর্যাদাপূর্ণ দুটি শব্দ। সুতরাং যখন এ দুটি শব্দযোগে নাম রাখা হয়, তাতে ত্রুটিপূর্ণ এমন দাবি করা হয়, যা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।[১]

ফেইসবুক ব্যবহারকারী এ ব্যক্তি 'কুরআন'ও নয় 'সুন্নাহ'ও নয়। বাস্তবিকভাবে তো নয়ই, রূপক অর্থেও নয়। এমনিভাবে 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' অথবা 'আলহামদুলিল্লাহ' ইত্যাদি যিকির দ্বারা ফেইসবুক পেইজের নাম দেয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

▪ আল লাজনাতুত্ দা-ইমাহ্ -এর আলেমদের কাছে এ ধরণের একটি ফতোয়া চাওয়া হয়েছে :

ফতোয়া প্রার্থী, সুবহানাল্লাহ মিয়াকিল।

দেশের বাড়ি পাকিস্তান।

অস্থায়ী ঠিকানা, মাম্‌লাকাতুল আরাবিয়া সৌদিয়া, জেদ্দা।

➢ জনাব, আমি ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়ে মুআয্‌যিন হিসেবে কর্মরত। হজ ও ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে আমার নামের ব্যাপারে আপত্তি তোলা হয়েছে। আপনাদের কাছে আমি আমার নামের ব্যাপারে ফতোয়া চাচ্ছি যে, ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে এ নাম রাখা জায়েয কি না? যদি নাজায়েয হয়, তবে আপনাদের পক্ষ থেকে কোন জায়েয নাম নির্বাচন করে দিন, যাতে আমি আমার নাম পরিবর্তন করে নিতে পারি। আপনাদের প্রতি রইলো অসংখ্য শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা।

➢ উত্তর : আপনার এ নাম পরিবর্তন করে নেয়া আবশ্যক। কেননা ব্যক্তি আপনি সুবহানাল্লাহ নন। সুবহানাল্লাহ একটি শরয়ি যিকির। তাই আপনার জন্য শরিয়ত সম্মত জায়েয কোন নাম যেমন মুহাম্মাদ, আহমাদ ইত্যাদি নাম গ্রহণ করা আবশ্যক।[২]

---

[১] মু'জামুল মানাহীল লফজিয়্যাহ , বাকার আবু যায়েদ : ৫৪৪।
[২] ফাতাওয়ায়ে লাজনাতুত দা-ইমাহ, আল মুজমুআতুল উলা : ১১/৪৭৮।

২। সে নামগুলোতে আরবি ভাষার ব্যবহারনীতি লঙ্ঘন হয়। কেননা এ শব্দগুলোকে শরিয়তের নির্দিষ্ট কিছু অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে। যেগুলো আরবি ভাষায় সুপরিচিত। আর আরবি ভাষায় 'আল্লাহুল মুসতাআন' অথবা 'আল্লাহু আ'লাম' অথবা 'আল্লাহু রাব্বী' বা 'আল্লাহু কারীম' এগুলো দ্বারা কারো নাম বা উপনাম রাখার বিষয়টি জানা যায় না।

৩। যারা এসব নাম বা উপনাম গ্রহণ করেন, তাদের সম্পর্কে কখনো এমন কোন অভিযোগ বা মন্তব্য করা হয়, যাতে কুরআন ও সুন্নাহ্র মর্যাদাহানী হয়। আল্লাহ তায়ালা মহিমান্বিত, মহা সম্মানিত। যেমন মানুষ বলে : হে (#আল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ)! তুমি ভুল করেছ। অথবা তুমি সঠিক করোনি হে(#আল কুরআন আমার পথ)! কোন ব্যক্তিকে এটা কিভাবে বলবে যে, ইয়া আল্লাহু রাব্বী- আল্লাহ আমার রব শুভ সকাল?!!

৪। তাছাড়া কখনো অনেককে নানা কারণে মানুষ গালমন্দ করে থাকে, এতে তো ওই নামের ব্যক্তিকে অসম্মান এবং লাঞ্ছিত করা হয়।

৫। কখনো আবার ওই নাম বা উপনামধারী ব্যক্তির মৃত্যুর কথা স্মরণ করা হয়। তখন কিভাবে বলা হবে? (#আল্লাহ আমার রব) এর ইন্তেকাল, এভাবে বলবে!! না হয় বলবে, আজ ইন্তেকাল করেছেন (কুরআন ও সুন্নাহ)!! সন্দেহ নেই, এসব খুবই গর্হিত কাজ। কঠিন হারাম কাজ।

▪ কুরআনের আয়াত দ্বারা ফেইসবুক পেইজের নামকরণের বিধান :

অনেক পেইজের নাম কুরআনের কোন আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা রাখা হচ্ছে। ওই শব্দগুলোর অপব্যবহার করা হচ্ছে। হীন কাজের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে সেগুলো দিয়ে। একারণে আমি মনে করি, কোন পেইজের নাম কুরআনের শব্দ দ্বারা রাখা যাবে না। বরং

এসব শব্দ পরিবর্তন করে যে কাজের জন্য পেইজটি খোলা হয়েছে, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন নাম নির্বাচন করবে। আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন।

▪ আসীরাতুল কুরআন বা কুরআনের বন্দী পেইজের নাম দেওয়ার বিধান :

এমন নাম দেওয়া উচিত নয়। কেননা এ শব্দ দ্বারা প্রশংসা ও নিন্দা উভয়টি বোঝার সম্ভাবনা আছে। কুরআনের বন্দী বলতে কুরআন তাকে বন্দী করে ফেলেছে। কুরআন তাকে বন্দী করার অর্থ কি? এটাকি কুরআনের বিধি-নিষেধের প্রতি তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ? যে কুরআনের ফলে সে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছে না? নাকি কুরআন মোতাবেক আমল করতে পেরে এমন সন্তুষ্টি প্রকাশ? সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি, এর মাধ্যমে যাই প্রকাশ করা হোক, সবটাই নিন্দনীয়। ভণিতা এবং মিথ্যা দাবি পরিহার করে চলা আবশ্যক। যা সীমালংঘন ও অতিরঞ্জনের দিকে ঠেলে দেয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

▪ আল্লাহ, নবি-রাসুলদের সাথে ইশ্‌ক্ব শব্দযোগে পেইজের নাম দেয়ার বিধান :

অনেক মানুষ বিষেশত নারীরা পেইজের এমন ছদ্মনাম ব্যবহার করেন, যাতে আল্লাহ ও নবি-রাসুলদের সাথে ইশ্‌ক্ব শব্দ যুক্ত থাকে। যেমন : আশিকাতুর রহমান, আশিকাতুল্লাহ, অথবা আশিকাতুর রাসুল বা মুরসালীন। এগুলো জায়েয নেই।

১। কারণ আভিধানিক অর্থে ইশ্‌ক্ব বলা হয়, ভালোবাসার আতিশয্যকে। অনেকে বলেছেন, প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের বিস্ময়কে ইশ্‌ক্ব বলা হয়। আবার কেউ বলেছেন, প্রেমের আধিক্যকে বলা হয় ইশ্‌ক্ব। এটা নিষ্কলুষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন হতে পারে, নির্লজ্জের ক্ষেত্রেও হতে পারে।[১] এও বলা হয়,

[১] লিসানুল আরব, ইবনু মানযুর : ১০/২৫১।

ইশক্ব হল প্রেমাস্পদের ত্রুটিগুলো উপলব্ধি করা থেকে ইন্দ্রিয় অন্ধ হয়ে যাওয়া।

২। আল্লাহ ও তার রাসুলের ক্ষেত্রে ইশক্ব হতে পারে না। আল্লাহ ও রাসুলের ব্যাপারে ইশক্ব শব্দ প্রয়োগ করা জায়েয নেই। কারণ ইশক্ব হয় নারী-পুরুষের মাঝে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কখনো ইশক্ব হতে পারে না।

কুরআন সুন্নাহয় আল্লাহ ও রাসুলের ব্যাপারে (হুব) ও (মাহাব্বাহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَن يَرتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ...

হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ দ্বীন হতে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে।[১]

كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ...

আল্লাহকে ভালবাসার অনুরূপ, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় তারা সুদৃঢ়।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فَوَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَ وَلَدِهِ

সেই আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানাদির চেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র হই।[৩]

---

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৫৪।
[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬৫।
[৩] সহীহ বুখারী : ১৪, সহীহ মুসলিম : ৪৪।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন : স্তর ও গুণাগুণের বিচারে ভালবাসা যেহেতু বিভিন্ন প্রকার, তাই এক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট ও যথাপোযুক্ত শব্দটিই আল্লাহর শানে ব্যবহৃত হবে। যেমন 'ইবাদাহ্', 'ইনাবাহ্', 'ইখবাত' এ জাতীয় শব্দ। 'ইশ্ক্ব', 'গারাম', 'সবাবাহ্', 'শাগাফ', 'হাওয়া' এ শব্দগুলো আল্লাহর শানে ব্যবহার করা যাবে না। কখনো আল্লাহর শানে 'মাহাব্বাহ্' শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী :

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ...

যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে।[১]

সারকথা, মুসলমানদের উচিত কুরআন ও সুন্নাহ্য় আল্লাহ তায়ালার শানে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, ওই শব্দগুলোই কেবল আল্লাহর শানে ব্যবহার করা। অন্য কোন শব্দ আল্লাহর শানে ব্যবহার করা জায়েয নয়।

▪ যা'আফরানুল জান্নাহ্, উসফুরাতুল জান্নাহ্ এভাবে জান্নাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে উপনাম রাখার বিধান :

সন্দেহ নেই, জান্নাতের আশা রাখা ওয়াজিব। কিন্তু জাহান্নামের ভয় করাও তো ওয়াজিব। এসব উপনামের মাধ্যমে নিজের সাফাই গাওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

নবিজির যামানায় একটি ছোট শিশুর ইন্তেকাল হলে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন :

طُوْبَى لَهُ عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ.

তার জন্য সৌভাগ্য। সে তো জান্নাতের চড়ুই পাখিদের থেকে এক চড়ুই পাখি।

---

১ সূরা মায়িদা, আয়াত : ৫৪।

নবিজি তখন বলেন :

أَوَ لَا تَدْرِينَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَ خَلَقَ النَّارَ. فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلاً وَلِهَذِهِ أَهْلاً.

তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তায়ালা জান্নাত এবং জাহান্নাম তৈরি করেছেন। এরপর তিনি এ জান্নাতের জন্য যোগ্য নিবাসী এবং জাহান্নামের জন্য যোগ্য নিবাসী তৈরি করেছেন।[১]

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : নবিজি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে অকাট্যভাবে কোন কিছু না জেনে সুনিশ্চিত করে বলতে নিষেধ করেছেন।[২]

▪ উমর ইবনুল খাত্তাব, ইমাম মালিক ও অন্যান্য সাহাবি বা উলামাদের নামে পেইজের নাম দেয়ার বিধান :

সাহাবিদের নামে বা আলেমদের নামে ছদ্মনাম গ্রহণ করা নিষিদ্ধের আওতা মুক্ত নয়। কেননা সাহাবি বা কোন আলেমের নাম ব্যবহারের ফলে কখনো তাদের অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে পেইজ ব্যবহারকারীর ভুলের কারণে বাক্যবাণ ছোটে ওই নামের দিকে। এতে সাহাবি বা আলেমের নামকে কলঙ্কিত করা হয়।

তাই সাহাবায়ে কেরাম এবং আলেমদের নামের অপব্যবহার করা, তাদের ছবি যুক্ত করা, তাদের উপাধি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা কাম্য। যেমন অনেকে পেইজের নাম দেন 'উমর আল ফারুক' ইত্যাদি।

▪ সুশ্রী, রূপবতী ইত্যাদি নামে পেজের নাম দেয়ার বিধান :

এটি আল্লাহ তায়ালা নারীদের যে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ পরিপন্থি কাজ।

---

[১] সহীহ মুসলিম : ৬৬৬০।

[২] আল মিনহাজ শারহু সহীহ মুসলিমিবনিল হাজ্জাজ, ইমাম নববী রহ. : ১৬/২০৭।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পর-পুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।[১]

নারীদের জন্য এটি। তারা কথা বলবে শালীন ভাষায়। যাতে কণ্ঠের কোমলতা ও সূক্ষ্মতা থাকবে না। উদ্দেশ্য হল, মুমিনদের হৃদয় অশ্লীলতার কদর্যতা থেকে পবিত্র করা। ওই নারীদেরকে সতর্ক করা, যাদের অন্তর অসুস্থ। সুতরাং মুসলিম নারীর কর্তব্য, ভদ্রতা, গাম্ভীর্য ও শালীনতা বজায় রাখা। এমন নাম ও উপনাম ব্যবহার করা, যা থেকে এ বিষয়গুলো ফুটে ওঠে। তাছাড়া এমন বিষয় থেকেও যোজন যোজন দূরে থাকবে, যেগুলো থেকে সন্দেহ সংশয় জন্মে। যেসব শব্দ অন্তরকে আকর্ষণ করে, শয়তান সুশোভিত করে তোলে।[২]

▪ শয়তান, জিন–ভূত ইত্যাদি মন্দ ছদ্মনাম ব্যবহার করার বিধান : শয়তান, জিন ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করা মুসলমানদের জন্য নিম্নোক্ত কারণে হারাম :

১। ইসলামি শরিয়ত মানুষকে শয়তান এবং শয়তানের অনুসারীদের পথ অনুসরণ করতে নিষেধ করেছে। এমনকি সাদৃশ্য অবলম্বন করতেও নিষেধ করেছে। যেমন আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

---

[১] আহযাব, আয়াত : ৩২।

[২] ইগাসাতুল লাহ্ফান মিন মাসায়িদিশ শাইতান, ইবনুল কাইয়্যিম : ১/১৪।

যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায়। আর যখন পানি পান করে, সে যেন ডান হাতে পান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে।[১]

সুতরাং পানাহারে যেহেতু শয়তানের সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে শয়তানের নাম, যা তার পরিচয়ের সবচে সহজ মাধ্যম, সেটি আরো আগেই নিষেধ হবে বৈকি!

২। ছদ্মনাম ব্যবহারের অজুহাতে শয়তানের নাম ছড়িয়ে পড়লে শরিয়তবিরোধী কাজে মানুষ সাহস পেয়ে যাবে। শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ এবং তার পথ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি হালকা হয়ে যাবে। ফলে এটি ইন্ধন দেবে শয়তানের অনুচরদের।

৩। জিন ও দৈত্য-দানবের নামে নামকরণ। যাতে ঔদ্ধত্য-অহংকার, নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি ফুটে ওঠে। এ কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো নাম 'মালিকুল আমলাক' বা রাজাধিরাজ রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন :

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ.

আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম নাম সেই ব্যক্তির, যে নিজের নাম রাখে রাজাধিরাজ।[২]

▪ নবিজির উপনাম 'আবুল কাসিম' কারো উপনাম রাখার বিধান :

হাদিসে এসেছে :

تَسَمَّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ.

তোমরা আমার নামে নাম রাখো, তবে আমার উপনামে তোমরা উপনাম ধারণ করো না।[৩]

[১] সহীহ মুসলিম : ৫১৬০।
[২] রিয়াদুস সলিহীন : ১৭৩৩।
[৩] সহীহ মুসলিম : ২১৩১।

এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মাযহাব পরিলক্ষিত হয়। ইমাম শাফিয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আহলুয যাওয়াহিরদের মাযহাব হল, কারো জন্যই আবুল কাসিম উপনাম গ্রহণ করা জায়েয নেই। চাই তার মূল নাম মুহাম্মাদ, আহমাদ -যাই হোক না কেন। তাদের দলিল উল্লেখিত হাদিসের বাহ্যিক অর্থ।

জমহুর উলামায়ে কেরামের মাযহাব হল, এ নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। তাই তারা বলেন, এখন আবুল কাসিম কারো উপনাম রাখতে কোন বাঁধা নেই। চাই তার আসল নাম মুহাম্মাদ, আহমাদ - যাই হোক না কেন।[১]

▪ ফেইসবুকে পুরুষ মহিলা নামে, অথবা মহিলা পুরুষ নামে অংশগ্রহণের বিধান :

মহিলা পুরুষ নাম ধারণ করা, পুরুষ মহিলা নাম ধারণ করা নিম্নোক্ত কারণে জায়েয নেই :

১। কেননা এতে মিথ্যা ও প্রতারণা করা হয়। পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

২। এতে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। নবিজি পুরুষের বেশধারী নারীকে অভিসম্পাত করেছেন।[২] অর্থাৎ যেসব নারী পুরুষের মতন পোশাক পরে। অন্য এক হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব পুরুষ নারীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং যেসব নারী পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে, তাদের প্রতি তিনি লা'নত বা অভিশাপ দিয়েছেন।[৩]

ড. মুস্তফা আল বুগা এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন : পুরুষ নারীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা, চালচলন ও কাজকর্মে নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা।

---

[১] আল মিনহাজ শারহু সহীহ মুসলিমিবনিল হাজ্জাজ, ইমাম নববী : ১৪/১১২।
[২] সুনানে আবু দাউদ : ৪০৯৯।
[৩] সহীহ বুখারী : ৫৮৫৮।

যদি বলা হয়, আমরা রসিকতা করে এমনটি করি। ফেইসবুকে যারা এসব কাজ করে, সাধারণত তারা এ কথা বলে। আমি বলব, রসিকতার ছলে মিথ্যে বলার বিষয়ে কঠিন ধমকি এসেছে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ.

ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস।[১]

কেউ যদি বলে, আমি একটি নারী নাম নির্বাচন করেছি নারীদের আল্লাহর পথে আহ্বান করার জন্য। আমি তাকে বলব, ভাই, মানুষকে হিদায়াত করার জন্য মিথ্যা বলতে আপনি তো বাধ্য নন। হিদায়াত তো আগে আপনার নিজের প্রয়োজন। নিজ আত্মার সংশোধন প্রয়োজন প্রথমে। যা আপনি দুই পাঁজরের মাঝখানে সর্বদা বয়ে বেড়াচ্ছেন। এটিকে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে পরিচালিত করুন। আর জেনে রাখুন, মানুষের ক্বল্‌ব বা হৃদয় আল্লাহর হাতে। তিনিই মানুষকে হিদায়াত দিতে সক্ষম। সততার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা হিদায়াতের দ্বার খুলে দেবেন। ফলে আপনার কথা মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে দেবে। মানুষকে আলোকিত পথে পৌঁছে দেবে। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি সততার পথ আঁকড়ে থাকুন। এটিই সফলতার পথ।

তাছাড়া কখনো শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রনার কারণে এসব মাথায় আসে। ফলে মানুষ তার ফাঁদে পা দেয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এ থেকে হিফাজত করুন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[২]

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৯০।
[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬৮।

▪ ফেইসবুকে অপরের চরিত্র গ্রহণ করার বিধান :

অপরের চরিত্র নকল হয়তো সে ব্যক্তির মর্যাদাহানি করার মাধ্যমে হবে, অথবা এমন কোন পন্থায় হবে, যা ওই ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হয়, অথবা এমন কোন পদ্ধতিতে হবে, যারফলে ছদ্মবেশধারী সে ব্যক্তি লাভবান হয়, অথবা এমন কোন প্রক্রিয়ায় হবে, যাতে হারাম কাজে লিপ্ত হতে হয়, অথবা এর অন্য কোন সুরত হবে।

১। যদি মর্যাদাহানি করার মাধ্যমে হয়, তবে এটি গীবত বা পরনিন্দার পর্যায়ে পড়বে। আর এটি হারাম। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, সাফিয়্যাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) -এর ব্যাপারে আপনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে এরূপ অর্থাৎ খাটো। তিনি বললেন, তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যা সমুদ্রে মিশিয়ে দিলে তাতে সমুদ্রের রং পাল্টে যাবে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেন, আমাকে এতো এতো সম্পদ দেয়া হলেও আমি কারো অনুকরণ পছন্দ করব না।[১]

আওনুল মা'বূদ গ্রন্থকার 'আমি কারো অনুকরণ পছন্দ করব না' হাদিসের এ অংশের ব্যাখ্যায় বলেন : অর্থাৎ নবিজি বলেছেন, কারো দোষ বর্ণনা করা আমাকে আনন্দিত করবে না। অথবা কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে তার কাজকর্মের নকল করা বা কথার নকল করা আমাকে আনন্দিত করবে না।

২। আর যদি এই নকল করা ওই ব্যক্তির জন্য ক্ষতির কারণ হয়, সেক্ষেত্রেও এটি হারাম হবে। কারণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহাও যাবে না।[২]

---

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৭৫, জামে তিরমিযী : ২৫০৩।

[২] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৩৪১।

একই বিধান, যখন নকলকারী এ কাজের মাধ্যমে এমন কোন লাভ অর্জন করে যার অধিকার তার নেই। এতে তার প্রতি যুলুম করা হয়। অথবা যদি এর মাধ্যমে কোন হারাম কাজে জড়াতে হয়, সেক্ষেত্রেও একই বিধান। কারণ যে কাজ অন্য একটি হারাম কাজের মাধ্যম হয়, তাও হারাম।

৩। যদি অন্যের নকল করা এসব সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়, তাতেও অন্তত মানুষকে মিথ্যা সংবাদ দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া এর দ্বারা বন্ধুদেরকে ধোঁকা দেওয়া হয়। মিথ্যা ও ধোঁকা, সবই হারাম।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

...، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[১]

অন্য এক হাদিসে নবিজি বলেছেন :

...وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক। কারণ মিথ্যা পাপাচারের দিকে ঠেলে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলতে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে তার নাম আল্লাহর দপ্তরে মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করা হয়।[২]

▪ ফেইসবুক পেইজ হ্যাক করা বা তথ্য হাতিয়ে নেয়ার বিধান

ফেইসবুক পেইজ হ্যাক একটি নতুন বিষয়। প্রথমত এতে কল্যাণ অকল্যাণের বিষয়টি ভাবতে হবে। তাছাড়া এর ব্যাপক কোনো হুকুম দেওয়াও ঠিক হবে না ।

[১] সহীহ মুসলিম : ১৮৪।
[২] সহীহ মুসলিম : ২৬০৭।

ফেইসবুক বিষয়ে গবেষণা করেন বা এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এমন ব্যক্তি মাত্রই লক্ষ করবেন, অসংখ্য ফেইসবুক পেইজ এবং গ্রুপ আছে, যেগুলো ফাসাদ ও বিশৃংখলা, নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের বিষবাষ্প মানুষের মাঝে ছড়িয়ে থাকে। এ কারণে আমি মনে করি, আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন, ইসলাম বিরোধী এসব পেইজ ও গ্রুপ স্পষ্ট ইসলামের শত্রু। এগুলোকে হ্যাক করা ও নষ্ট করে দেওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা এটি মন্দকে প্রতিহত করার নামান্তর। এমনিভাবে যেসব পেইজ অশ্লীলতা ছড়ায়, নগ্ন ছবি প্রকাশ করে, নির্লজ্জতা ও বেহাপনা উস্কে দেয়, ওই পেইজগুলো হ্যাক করা দোষনীয় নয়।

ব্যক্তিগত বা পাবলিক কোন পেইজে যদি অনুচিত কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে ওই পেইজ হ্যাক করা, অকেজো করে দেওয়া জায়েয হবে না। বরং ওগুলোর পরিচালকদেরকে উত্তম কোন পন্থায় বুঝাতে হবে।

আর যেসব ব্যক্তিগত বা পাবলিক পেইজ ইসলামি কোন বিষয়ে কাজ করে, শরয়ি ইলম, ফতোয়া, নসিহত ও ইসলামি সংবাদ প্রচার করে, উলামা বা তালিবে ইলমদের যেসব পেইজ দেখা যায়, ওগুলো হ্যাক করা এবং অকেজো করে দেয়া জায়েয নেই। কেননা সেক্ষেত্রে এটি এমন ফাসাদ ও গোলযোগ বলে গণ্য হবে, যা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ.

আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদেরকে ভালবাসেন না।[১]

---

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৪।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ.

আল্লাহ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না।[১]

▪ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ফেইসবুক পেইজে ছবি সংযুক্তকরণ সম্পর্কিত শিষ্টাচার :

এটি তো স্পষ্ট যে, অনেক মানুষ, বরং অধিকাংশ লোক ফেইসবুক পেইজে নিজের ছবি ব্যবহার করে। অথবা বন্ধুদের সাথে বা আত্মীয়স্বজনদের সাথে তোলা কোন ছবি দেয় পেইজে। ফেইসবুক পেইজে সংযুক্ত করা ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রকে অনেকে বৈধ বলেন। কেউ কেউ নিষিদ্ধ হবার কথাও বলে থাকেন। বরং অনেকে নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটিতে খুব শক্ত অবস্থান ব্যক্ত করে থাকেন। ফলে যারা ওই সমস্ত আহলে ইলমদের অনুসরণ করেন, যারা এটি জায়েয হওয়ার প্রবক্তা, তাদেরকে তারা এড়িয়ে চলেন। অবস্থা যখন এই, তখন তো লেখককে এ বিষয়ে প্রমাণাদি উপস্থাপন করতেই হয়। আল্লাহ উত্তম সাহায্যকারী।

▪ ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রের বিধান :

ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র একটি আধুনিক মাসআলা। নবউদ্ভাবিত বিষয়। তাই এর বিধান জানতে প্রথমে জানতে হবে এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত।

ছবি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন : নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় আলোকে ব্যবহার করা। যারফলে বস্তুর ছায়া প্রতিফলিত হয়। অতঃপর ফিল্মের ভেতর যাকে সংরক্ষণ করা হয়। আলোক চিত্রও বলা হয় এটিকে।

সুতরাং ছবি হল আলোর প্রতিফলন, যাকে ফিল্মের ভেতর সংরক্ষণ করা হয়।

---

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৮১।

এ হচ্ছে ফটোগ্রফি বা ছবির রহস্য। এর কিছু বিধানের ক্ষেত্রে সকলেই একমত, আর কিছু বিধান আছে এমন যেগুলোতে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করে থাকেন।

যে বিষয়গুলোতে সবাই একমত :

১। প্রয়োজনে ছবির ব্যবহার জায়েয। যেমন পাসপোর্ট ইত্যাদি প্রয়োজনে ছবি তোলা।

২। হারাম জিনিসের ছবিও হারাম। যেমন সম্মানের জন্য ছবি। অথবা পর-নারীর ছবি। ইত্যাদি।

৩। যে জিনিসের প্রাণ নেই, সেটির ছবি তোলা জায়েয। যেমন গাছ। তবে এ বিষয়ে সামান্য মতানৈক্য আছে।

যে বিষয়গুলোতে দ্বিমত আছে :

উল্লেখিত সুরত ছাড়া বাকি সুরতগুলোতে। এক্ষেত্রে সমকালীন ফুকাহায়ে কেরামের দুটি বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম বক্তব্য : ফটোগ্রাফি হারাম।

তাঁদের দলিলগুলো নিম্নরূপ :

১। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন প্রাণীর ছবি তৈরি করে, কিয়ামত দিবসে তাকে কঠোরভাবে হুকুম দেয়া হবে, ওই ছবিতে জীবন দান করতে বলা হবে। কিন্তু সে জীবন দান করতে সক্ষম হবে না।[১]

---

[১] সহীহ বুখারী : ৫৯৬৩, সহীহ মুসলিম : ২১১০।

২। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাবুক যুদ্ধের) সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি আমার কক্ষে পাতলা কাপড়ের পর্দা টাঙিয়েছিলাম। তাতে ছিল (প্রাণীর) অনেকগুলো ছবি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এটি দেখলেন, তখন তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন :

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ.

কিয়ামতের দিন সেসব লোকের সব চেয়ে শক্ত আযাব হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির(প্রাণীর)সদৃশ তৈরি করবে।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর আমরা ওটা দিয়ে একটি বা দুটি বসার আসন তৈরি করি।'

এছাড়াও তাঁরা আরো অনেক দলিল পেশ করে থাকেন। যেগুলোর বক্তব্যের ব্যাপকতা থেকে ছবি হারাম হওয়া বুঝা যায়।

দ্বিতীয় বক্তব্য : ফটোগ্রাফি জায়েয।

তাঁদের দলিলগুলো নিম্নরূপ :

১। তাঁরা এটিকে আয়নার সাথে তুলনা করে থাকেন। প্রতিফলনের দিক দিয়ে।

২। ফটোগ্রাফির মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ অনুপস্থিত।

গ্রহণযোগ্য বক্তব্য :

এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মত হল, ফটোগ্রাফি জায়েয। দুটি কারণে এটি নিষিদ্ধতার হাদিসের আওতায় পড়ে না।

এক, হাকিকতের বিবেচনায়। হাদিসসমূহে যে ছবির কথা বলা হয়েছে, তা হল আল্লাহর সৃষ্টির অবিকল আকৃতি তৈরি করা। ফটোগ্রাফির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির নকল তৈরি করা হয়।

ফটোগ্রাফি একটি প্রচলিত পরিভাষা। শরয়ি কোন পরিভাষা নয়। শরয়ি পরিভাষাকে প্রচলিত পরিভাষার ওপর প্রয়োগ বৈধ নয়।

দুই, ইল্লতের বিবেচনায়। ছবি হারাম হওয়ার ইল্লত যা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে 'মুদাহাত' বা সামঞ্জস্যতা। ফটোগ্রাফির মধ্যে এ ইল্লতটি পাওয়া যায় না।

সহিহ বুখারির একটি হাদিসের ভাষ্য এমন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ.

ওই ব্যক্তির চেয়ে বেশি অত্যাচারী আর কে, যে আমার সৃষ্টি সদৃশ কোন কিছু সৃষ্টি করতে চায়।[১]

ফটোগ্রাফির মধ্যে এ ইল্লত বা কারণটি অনুপস্থিত।

যারা ছবি মাত্রই শিরকের মাধ্যম হওয়ার কথা বলেন তাদের জবাব :

ছবি মাত্রই সেটি শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, ব্যাপারটি তেমন নয়। তবে কিছু কিছু ছবি মানুষকে শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। ছবি মাত্রই যে সেটি শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয় না, এ বিষয়ে আমরা ওই হাদিসটি দলিল হিসেবে পেশ করতে পারি, যে হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালিশে থাকা ছবির অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

إِلَّا رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ.

তবে কারুকাজ করা কাপড় বাদে।[২]

সুতরাং এ হাদিস থেকে প্রমাণ মেলে, কেবল ওই ছবিই মানুষকে শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যাতে তাযিম করার বিষয় থাকে। এটি সর্বসম্মতভাবে হারাম।

---

[১] সহীহ বুখারী : ৫৯৫৩।

[২] সহীহ বুখারী : ৫৯৫৮, সহীহ মুসলিম : ২১০৬।

ক্যামেরার ছবি যখন নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়লো না, হাকিকিভাবেও না, ইল্লতের দিক দিয়েও না, তখন সেটি জায়েয হবে বৈকি! তখন এটি এই মূলনীতির অন্তর্গত হয়ে যাবে :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ، إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ.

বস্তুরাজি মৌলিকভাবে বৈধ হওয়াই বিধান, তবে যখন সেটি হারাম হওয়ার বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে।তখন হারাম সাব্যস্ত হবে।

আর এখানে এমন কোন প্রমাণ বিদ্যামান নেই, যার দরুণ এই মূলনীতি থেকে সরে আসা যায়। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

▪ সেলফি ও নারী-ছবির বিধান :

জেনে রাখা ভালো, কোন কিছু হালাল হওয়ার জন্য তার মাঝে হারাম কোন বিষয়ের সংমিশ্রণ না থাকা শর্ত। বৈধ জিনিসও যখন মানুষকে হারাম কাজ পর্যন্ত পৌছে দেয়, সেটিও হারাম হয়ে যায়। কারণ উপায় উপকরণের হুকুমও মূল বস্তুর হুকুমের মতোই হয়।

অতএব :

১। মানুষ যখন ছবির ব্যবহার করবে, তাকে অবশ্যই সেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে হবে, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাকে মহিমান্বিত করেছেন। ওসব অভদ্র কাজ, এক শ্রেণির মানুষ যাকে সেলফি নাম দিয়েছে, বর্জন করতে হবে। কারণ, এটি এমন একটি কাজ, সুস্থ কোন বিবেক যাকে গ্রহণ করতে পারে না। চির আধুনিক কোন ধর্মীয় দৃষ্টিকোন তো বাদই দিলাম। কেননা সেটি তো মহান রবের ধর্ম। যিনি মহা সম্মানিত, মর্যাদাবান।

এটি তো জানা কথা, সেলফিতে নিজের ছবি নিজেই তোলা হয়। এতে আবার হারাম বা নিন্দার কি আছে? নিন্দার ব্যাপার তো হল, যিনি সেলফি ওঠান, তার উদ্ভট অঙ্গভঙ্গি। শরিয়ত যা ঘৃণা করে।

২। পেইজে শুধুমাত্র পুরুষের ছবি ব্যবহার জায়েয। তাও শর্ত হল নারীদের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা। আর নারীদের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, কোন মুসলিম সচ্চরিত্রবান পুতপবিত্র নারীর জন্য কখনোই ফেইসবুক পেইজে ছবি দেয়া জায়েয নেই। নিশ্চয় এটি রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন বলে গণ্য। যুবক ও দ্বীনদার শ্রেণিকে ফিতনায় ফেলার মাধ্যম। আল্লাহ তায়ালা মুমিন নারীদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى.

আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করো এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।[১]

▪ প্রোফাইলে শিশুদের ছবি দেয়া :

শিশুদের ছবি প্রোফাইল পিকচারে দেয়া থেকে বিরত থাকতে আমরা সকল বাবাদেরকে উৎসাহিত করি। বিশেষকরে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ছবি। এ কাজটি মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি মনে করি সন্তানদের প্রতি মমতাবোধ থেকেই এ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। এতে শিশু বদনজর এবং হিংসা থেকে হিফাযতে থাকবে। হযরত ইয়া'কুব আলাইহিস সালাম তার ছেলেদের যেমন বলেছিলেন :

يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ

হে আমার পুত্রগণ! তোমরা একই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না। ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে।[২]

অর্থাৎ, যাতে তোমাদের বদনজর না লাগে। কেননা বদনজর ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৩।
[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৬৭।

এ নিষেধাজ্ঞা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে সতর্ক থাকা মাত্র। তাই উপরোক্ত কথার পরেই ইয়া'কুব আলাইহিস সালাম বলেন :

وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না। বিধান আল্লাহ্‌রই। আমি তার ওপরই নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায়, তারা আল্লাহর ওপরই নির্ভর করুক।[১]

অর্থাৎ, আমার এ নির্দেশনার মাধ্যমে তোমাদেরকে আমি বিন্দুমাত্র তা থেকে রক্ষা করতে পারব না, যার ফায়সালা আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে করে রেখেছেন। এটা তোমাদের প্রতি আমার মমতাবোধ থেকে বললাম।

▪ প্রোফাইল পিকচারে বইয়ের প্রচ্ছদ দেয়া :

প্রোফাইল পিকচারে বইয়ের প্রচ্ছদের ছবি দেয়া, যে বই তিনি নিজেই রচনা করেছেন, আমার দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে এটি ভাল কাজ। তবে এতে যেন আল্লাহর সন্তুষ্টিই কাম্য হয়। লোক দেখানো বা প্রসিদ্ধি যেন কিছুতেই উদ্দেশ্য না হয়।

▪ তিন. প্রোফাইলে জন্ম তারিখে হেরফের করা :

এটি মিথ্যা বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন। যদি শরয়ি কোন প্রয়োজন থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনাধীন হতে পারে। আমার কাছে মনে হয় এক্ষেত্রে দুটি পন্থার যে কোন একটি বেছে নেয়া উত্তম : হয়ত সঠিক বয়স লেখা, না হয় সে জায়গাটি খালি রাখা।

---

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৬৭।

তৃতীয় অধ্যায়

ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট রিমোভ এবং ব্লক সম্পর্কিত শিষ্টাচার

এক, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট :

মুসলিম ভাই! জেনে রাখুন, ফেইসবুকের বন্ধুত্বের মাধ্যমে কখনো আল্লাহর তায়ালার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মুসলমানদের মাঝে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার সুন্নাহ্ও পালিত হয়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ.

মুসলমান মুসলমানের ভাই।[১]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন।[২]

মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের অর্থ হল, ঈমানী ভ্রাতৃত্বকে রক্ত সম্পর্কিত ভ্রাতৃত্বের মতো গণ্য করা। অর্থাৎ একজন মুসলমান ভাইকেও অনুরূপ সাহায্য সহায়তা, ইহসান ও অনুগ্রহ করা, যেমন

---

[১] সহীহ বুখারী : ২৪৪২, সহীহ মুসলিম : ২৫৬৪।

[২] সহীহ মুসলিম : ২৫২৮।

রক্ত সম্পর্কিত ভাইকে করা হয়। সৎকর্মশীল ভাইয়েরা পরস্পর যে আচরণ করে থাকে, মুসলমানদের মাঝেও অনুরূপ আচরণ বজায় রাখা।[১]

ফেইসবুকের এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কতইনা উত্তম, যদি এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়। লক্ষ্য হয় ইসলামের প্রচার প্রসার।

জেনে রাখুন, যখন কাউকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবে, বিশেষ করে কোন আলিম, তালিবে ইলম, অথবা অন্যকোন নেক্কার মানুষকে, তখন ইসলামি আদবের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন :

قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

মূসা তাকে বলল, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন, এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি ?[২]

'আমি আপনার অনুসরণ করব কি?' অর্থাৎ, আপনার সঙ্গী হতে, আপনাকে অনুসরণ করতে কি আমাকে অনুমতি দেবেন?

দেখুন, মূসা আলাইহিস সালাম খাদির আলাইহিস সালামের সঙ্গে কথোপকথনের ক্ষেত্রে নবিদের সাথে যেসব আদবের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়, সেগুলোর প্রতি যথার্থরূপে লক্ষ রেখেছেন। যেমন তিনি তাকে প্রশ্নবাচক শব্দযোগে সম্বোধন করেছেন। যাতে ভদ্রতার যথেষ্ট ছাপ আছে। আর নিজেকে তিনি তার কাছে শিক্ষকের সামনে একজন ছাত্ররূপে উপস্থাপন করেছেন। তাকে অনুসরণের জন্য

[১] শাজারাতুল মাআরিফ, ইয্ বিন আবদুস সালাম : ১৯৪।

[২] সূরা কাহাফ, আয়াত : ৬৬।

অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। যাতে তিনি তার কাছ থেকে সুপথ ও কল্যাণের শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হন।[১]

কেউ ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে সাড়া দিন। আত্মম্ভরিতা দেখাবেন না। তবে যদি শরয়ি কোন ওজর থাকে, সেটি ভিন্ন কথা। কারণ, যে ব্যক্তি আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে, এটি আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ থেকেই পাঠিয়েছে। বিশেষ করে যখন আপনার চে বয়সে বড়, বা আপনার চে জ্ঞানী কেউ ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তার রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করুন। তার প্রতি ইহতিরাম ও সম্মান বজায় রাখার জন্য। বয়সে যারা বড় এবং আলেমদের সম্মান বজায় রাখার জন্য আমাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হযরত উবাদাতুবনুস সমিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا.

যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের অধিকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[২]

কেউ যদি আপনার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট না করে, অথবা দেরি করে, তবে এক্ষেত্রে তার কোন অপারগতা আছে মনে করুন। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম হযরত খাদির আলাইহিস সালামের সঙ্গে যে আদব দেখিয়েছিলেন, সেদিকে লক্ষ রাখুন। তিনে বলেছিলেন :

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝

সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন, এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি ?[৩]

আপনিও তাই করুন।

---

১ আততাফসীরুল ওয়াসীত, মুহাম্মাদ সাইয়িদ তানতাবী : ৮/৫৫২।

২ আদাবুল মুফরাদ : ৩৫৫।

৩ সূরা কাহাফ, আয়াত : ৬৬।

প্রিয় ভাই, জেনে রাখুন, ফেইসবুকের বন্ধুত্বও সঙ্গ ও সাহচর্যের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ, এ ব্যক্তির মেসেজ, কমেন্ট ও শেয়ারগুলোর মধ্য দিয়ে আপনিও তার বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তাই খারপ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকুন। অসৎ কোন ব্যক্তির ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করবেন না। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَ نَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَ نَافِخُ الْكِيْرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً.

সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হল, কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরীওয়ালা হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে, কিংবা তার নিকট হতে তুমি কিছু খরিদ করবে, কিংবা তার নিকট হতে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, কিংবা তার নিকট হতে পাবে দুর্গন্ধ।[১]

এ হাদিসের উদ্দেশ্য হল, যার দ্বারা আপনার দ্বীন অথবা দুনিয়ার কোন ক্ষতি হয়, তার সংস্পর্শে যেতে নিষেধ করা এবং যার সাহচর্যে আপনার এতদুভয়ের কল্যাণ সাধিত হয়, তার স্পর্শে যেতে উৎসাহিত করা।[২]

সৎসঙ্গ আপনাকে কল্যাণের পথে আগুয়ান করবে, অসৎসঙ্গ বিপথে ঠেলে দেবে। যেমন বাতাস। যদি কোন সুগন্ধির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তবে সুগন্ধিই ছড়ায়। আর যদি কোন দুর্গন্ধের ওপর দিয়ে বয়ে আসে, সেক্ষেত্রে দুর্গন্ধই নাকে লাগে। কথিত আছে, তুমি যদি নির্বোধদের সঙ্গ দাও, তাদের নির্বুদ্ধিতার বোঝা তোমাকেও বহন করতে হবে। যদিও জ্ঞানী লোকদের সংস্পর্শে আসায় তোমার ওপর 'বিদ্বান' উপাধী চড়বে না। কেননা

[১] সহীহ বুখারী : ৫৫৩৪।
[২] আত্ তাইসীর বিশারহিল জামিয়িস সগীর, মুনাওয়ী : ১/৩৬৪।

মন্দের প্রভাব মানুষের দিকে দ্রুত ধেয়ে আসে, মুহূর্তেই চরিত্র ধ্বংস করে দেয়।

সারকথা, সাহচর্য মানুষকে প্রভাবিত করে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝١١٩

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অর্ন্তভুক্ত হও।[১]

এখানে আরো একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমীচীন মনে করছি। শুধু প্রোফাইল পিকচারে সুন্দর চেহারাছবি দেখেই অনেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে আলেম বা নেক্‌কারদেরকেও এড়িয়ে যায়। অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ . وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ .

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দেহাবয়বের প্রতি লক্ষ করেন না, কিন্তু লক্ষ করেন তোমাদের হৃদয়ের প্রতি।[২]

একথা বলে নবিজি আঙ্গুল দিয়ে তাঁর বুকের দিকে ইশারা করেছেন।

উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার কাছে মানুষের চেহারাছবির কোন মূল্য নেই। বিপরীতে এর উল্টো হলেই কেউ যে তাঁর কাছে অপ্রিয়, তাও না। আল্লাহ তায়ালা তো কেবল ভাল কাজ ও হৃদয়ের স্বচ্ছতাকেই গ্রহণ করেন। এ ছাড়া অন্য সবকিছু ফিরিয়ে দেন।[৩]

---

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ১১৯।
[২] সহীহ মুসলিম : ২৫৬৪।
[৩] কিফায়াতুল হাজাহ্ ফী শারহি সুনানিবনি মাজাহ, আবুল হাসান সানাদী : ২/৫৩৬।

তাছাড়া মুসলমানদের হতে হবে আল্লাহর রঙে রঙিন। আল্লাহর রীতিকেই আকড়ে ধরতে হবে। তাই কেবল সৌন্দর্যের বিবেচনায় কারো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট বা ডিলেট করা যাবে না।ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো বা একসেপ্ট তো করবে কাজের সৌন্দর্য দেখে। চেতনার শুদ্ধতা এবং ধর্মীয় স্বকীয়তার ভিত্তিতে।

▪পুরুষ নারীকে অথবা নারী পুরুষকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোর বিধান :

ফেইসবুক জগতে ফ্রেন্ড হওয়ার জন্য পরিচয়ের প্রয়োজন পড়ে না। কারো ফেইসবুকফ্রেন্ড হাজারেরও ওপরে। আপনার কি মনে হয়, সে এই হাজার মানুষকে চেনে? এটি কেবলই অনুসরণ মাত্র। বিষয়টি যখন এমনই, বাহ্যিকভাবে পুরুষ নারীকে অথবা নারী পুরুষকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো বৈধই মনে হয়। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ। কিন্তু এক্ষেত্রে পিতা, স্বামী সহ যারা অভিভাবক আছেন, তাদের অনুমতি শর্ত। তবে সন্দেহ নেই, তাকওয়া ও খোদাভীতির পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

কিন্তু এ বন্ধুত্ব যখন পরিচয় কিংবা বার্তা আদান-প্রদান পর্যন্ত পৌঁছবে, অসুস্থ হৃদয়ের অবস্থা সাধারণত যা হয়, সেক্ষেত্রে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট বা একসেপ্ট করা জায়েয হবে না। এটি চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও নির্মলতার পরিপন্থী। আল্লাহ তায়ালা নির্মল চরিত্রের পুরুষদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন :

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ

তারা প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারী নয়।[১]

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৫।

নিষ্কলুষ নারীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন :

مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ

তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভীচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়।[১]

তাই মুসলমান নারী-পুরুষদের নিজেদেরকে এমন গন্ডির ভেতর রাখা আবশ্যক, যা প্রকাশ্য অশ্লীলতা থেকে হিফাজত করে। অর্থাৎ, শরিয়ত গর্হিত স্পর্শ থেকে বিরত থাকা। সাথে সাথে গোপনীয়ভাবেও গর্হিত সম্পর্কে জড়ানো থেকে নিজেকে দূরে রাখা কর্তব্য। ফেইসবুক ফ্রেন্ডশীপের মাধ্যমেও এটি হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

▪ কাউকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোর সময় কখনো ফেইসবুকের প্রশ্ন থাকে, 'আপনি কি এ ব্যক্তিকে চেনেন? এর উত্তরে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে সেটি কি মিথ্যা বলে গণ্য হবে?

হ্যাঁ, এটি মিথ্যা বলে গণ্য হবে। যদি এমন কাউকে ফ্রেন্ড বানাতেই হয়, তবে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে তাকে একটি মেসেজ লিখুন, অথবা আগে তার সম্পর্কে জেনে নিন। এতে মিথ্যা থেকে বাঁচা সম্ভব হবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

দুই, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট ডিলেট অথবা রিমোভ করে দেয়া

প্রিয় মুসলিম! জেনে রাখুন, আমরা যেমন কল্যাণকর সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি, ঠিক তেমনি আমাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সুন্দর বিচ্ছেদের। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ

অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে।[২]

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ২৫।

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯।

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

হয়তো বিধি মোতাবেক রেখে দেবে অথবা বিধি মোতাবেক তাদেরকে ছেড়ে দেবে।[১]

এ আয়াতগুলো যদিও স্ত্রী-বিচ্ছেদ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, তারপরও শব্দের ব্যাপকতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। প্রেক্ষাপট যতই নির্দিষ্ট হোক। কারণ কুরআন ব্যাপক বার্তাবাহী। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত কথাটিও এ বিষয়ে প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি সদয় আচরণ ফরয করেছেন।[২]

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের ওপর প্রত্যেক বস্তুর প্রতি সদয় আচরণ ফরয করেছেন।

সুতরাং আপনার কোন ফ্রেন্ডের টাইমলাইনে যদি শরিয়ত ও ধর্ম বিরোধী কিছু চোখে পড়ে, তাকে গোপনে নসিহত করুন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ.

ধর্ম হল কল্যাণকামিতার নাম।[৩]

নসিহত অব্যাহত রাখুন। তাকে ব্লক বা রিমোভ করে দেবেন না। এক সময় সে আপনাকে সাড়া দেবেই। যদি পুনরায় ভুল পথে ফিরে যায়, তাকে আল্লাহ তায়ালার এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিন:

---

১ সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩১।
২ সহীহ মুসলিম : ৪৪০৫।
৩ সহীহ মুসলিম : ৫৫।

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ

মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন।[১]

নবিজির এ কথাটিও বলুন :

لَا تَكُونُ عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ.

ভাইয়ের বিরুদ্ধাচরণ করে তোমরা শয়তানের সহযোগিতা করো না।[২]

তাও যদি তাকে ভুল পথেই দেখা যায়, বরং সে আপনাকেই উল্টো তার পথে আহ্বান করে, সেক্ষেত্রে তাকে সুন্দরভাবে এড়িয়ে চলুন। ইসলামের সে মহান নীতি মোতাবেক কাজ করুন, যা কুরআনের ভাষ্য। হাদিসের নির্দেশনা। নবিজি ও তাঁর সাহাবিদের কর্ম পদ্ধতি। তাকে ত্যাগ করার মাধ্যমে আপনার বার্তাটি তার কাছে পৌঁছে দিন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ⑩

সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চল।[৩]

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ

সে বলল, তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব।[৪]

---

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৩।
[২] মুসনাদে আহমাদ : ৪১৬৮।
[৩] সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত : ১০।
[৪] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৪৭।

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۫ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ○

তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাহচর্য চাই না।[১]

'তোমার প্রতি সালাম' কথাটি এখানে সম্ভাষণ হিসেবে ব্যবহার হয়নি। এর দ্বারা সন্ধি বোঝানো উদ্দেশ্যে। যা একই সাথে হৃদ্যতা ও অনুকম্পার অর্থ প্রকাশ করছে। পরিভাষায় যদিও সম্ভাষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

'আমরা অজ্ঞদের সাহচর্য চাই না' অর্থ হল, আমরা অজ্ঞদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ কিংবা তাদেরকে গালাগাল করি না।

তাবুক যুদ্ধে নবিজির সঙ্গে জিহাদে না যাওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি আমাদের তিনজনের সঙ্গে কথা বলতে মুলমানদেরকে নিষেধ করে দেন। ফলে আমরা বাইরে বের হতাম, নামাযে হাজির হতাম, বাজারে যেতাম, কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলত না।[২]

এটি হল, অন্যায় আচরণের কারণে যখন কাউকে দ্বীনের স্বার্থে বর্জন করা হবে। ব্যক্তি স্বার্থে কাউকে যদি ত্যাগ করা হয়, সেক্ষেত্রে তিন দিনের বেশি কাউকে ত্যাগ করে থাকা জায়েয নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইকে তিন দিনের অধিক তার ভাইকে ত্যাগ করে থাকা বৈধ নয়।[৩]

---

[১] সূরা ক্বাসাস, আয়াত : ৫৫।
[২] সহীহ বুখারী : ২৭৬৯।
[৩] সহীহ বুখারী : ৬০৬৫।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحاَ، أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحاَ، أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحاَ.

প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হয়, এ দুজনকে আপোষ মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও, এ দুজনকে আপোষ মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও, এ দুজনকে আপোষ মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও।[১]

সুতরাং এ দুপ্রকারের মাঝে পার্থক্য বুঝে নিন। অনেকেই এ দুটির একটিকে আরেকটির সাথে গুলিয়ে ফেলেন।

[১] সহীহ মুসলিম : ৬৪৩৮।

চতুর্থ অধ্যায়

পেইজে লাইক দেয়া, গ্রুপে এ্যাড হওয়া সম্পর্কিত শিষ্টাচার

পাবলিক পেজ ও গ্রুপের কোনোটিতে থাকে বিরাট সংখ্যক ফলোয়ার, আবার কোনোটিতে কমও থাকে। যেগুলোতে কেবলই গাফলতি, তর্কবিতর্ক, কাঁদা ছোড়াছুড়ি ও অশ্লীল কার্যকলাপ চলে। চলে অন্যায় আরো অনেক কিছুই। এগুলোকে অনেকটা বাজারের সাথে তুলনা করা যায়। অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন ছাড়া বাজারে বসতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এসব বাজে পেজ ও গ্রুপগুলোতে কীভাবে সময় কাটানো যেতে পারে?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهاَ، وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا.

আল্লাহ তায়ালার কাছে সব চাইতে প্রিয় জায়গা হল মসজিদসমূহ, আর সব চাইতে অপছন্দনীয় জায়গা হল বাজারসমূহ।[১]

ইমাম নববি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন : 'সব চাইতে অপছন্দনীয় জায়গা হল বাজারসমূহ' কারণ বাজারগুলো হল প্রতারণা, জালিয়াতি, সূদের কারবার, মিথ্যা শপথ, ওয়াদা খেলাফি, আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতা, ইত্যাকার আরো যতো মন্দ কাজ আছে সবকিছুর আখড়া।[২]

---

১ সহীহ মুসলিম : ১৪১৪।

২ আল মিনহাজ শরহু সহীহ মুসলিমিবনিল হাজ্জাজ : ৫/১৭১।

মোল্লা আলি কারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন : বাজার হল লোভলালসা, খিয়ানত ও গাফলতি সহ সকল শয়তানি কার্যকলাপের স্থান।[১]

আমি তো মনে করি, এসব পেইজ ও গ্রুপগুলোতে বাজারের যতো মন্দ দিক তুলে ধরা হয়েছে তারচেয়ে বেশি নাজায়েয কাজ চলে। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হল। ফলে এসব অন্যায় কাজে প্রকারান্তরে সমর্থন দেয়া হচ্ছে। অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি সক্ষম না হয়, তবে যেন মুখে প্রতিবাদ করে। তাও যদি না পারে, তবে যেন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে। আর এটি হল ঈমানের সর্বনিম্নস্তর।[২]

আল্লাহর নাফরমানি হয় এমন স্থানে অবস্থান করতেই যেন নিষেধ করা হয়েছে এখানে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ...﴿٦٨﴾

আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয়।'

কিন্তু যদি এসব পেইজ ও গ্রুপে উপস্থিতি সহিহ কোনো উদ্দেশ্যে হয়, যেমন কারো লক্ষ্য হল ভিন্ন মেরুর অন্যায় মতবাদ ও

[১] মিরকাতুল মাফাতীহ : ২/৫৯১।
[২] সহীহ মুসলিম : ৪৯।

চিন্তাগুলোর জবাব প্রদান করা, সেক্ষেত্রে এসব পেজ ও গ্রুপে জয়েন করা জায়েয। বরং কখনো এটি মুস্তাহাব অথবা ওয়াজিবও হয়ে থাকে। সুতরাং বাতিলপন্থীদের নির্বিঘ্ন বিচরণ করতে দেয়া যাবে না। তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার বুখে দিতে হবে।

এতে সন্দেহ নেই, শরয়ি জ্ঞানে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি নেই এমন ব্যক্তির জন্য বাতিলপন্থীদের সাথে যুক্তিতর্কে জড়ানো অনুচিত। কেননা এতে তাদের ভ্রান্তমতবাদগুলো খণ্ডনের পরিবর্তে হকপন্থীদের দলিলগুলো তাদের সামনে দুর্বলভাবে উপস্থাপিত হবে। বাতিলদের ঠুনকো দলিলগুলো শক্তিশালীভাবে সামনে আসবে। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে।

কোনো পেইজে আপনি যখন লাইক দেবেন, অথবা কোনো গ্রুপে যখন জয়েন করবেন, জেনে রাখুন, এর মাধ্যমে আপনি সে পেইজ বা গ্রুপকে বন্ধু ও অন্যান্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করলেন। এসব পেইজে অধিকাংশই যদি মন্দ কার্যকলাপ চলে, তবে সেগুলোতে এ্যাড হওয়া, ফলো করা এবং লাইক দেয়া জায়েয হবে না। কেননা এতে করে মন্দ কাজে সমর্থন এবং সম্মতি প্রদান করা হয়ে থাকে। হতে পারে এতে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজে অংশিদার হয়ে যাবে, সহায়তাকারী বলে গণ্য হবে, এ আশংকা আছে। আর যেসব পেইজে উপকারী বিষয়াদির পরিমান বেশি, তবে কখনো নিষিদ্ধ বিষয়ের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়, ওসব পেইজে জয়েন করার বিধান উদ্দেশ্য মাফিক হবে। কিন্তু ওসব পেইজে লাইক দেওয়া পরিহার করা আবশ্যক।

আপনি এবং আপনার বন্ধুদের সৌজন্য প্রকাশও তো হবে দ্বীনের ভিত্তিতে। সুতরাং কেবল ওখানেই লাইক দিন, যেক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হবেন।

▪ যেসব পেইজ অথবা গ্রুপ বিয়ের উদ্দেশ্যে ছেলেমেয়েদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়, সেগুলোর বিধান :

ফেইসবুকে বিভিন্ন শিরোনামে এমন পেইজ ও গ্রুপ লক্ষ করা যায়, যেগুলো বিয়ের উদ্দেশ্যে ছেলেমেয়েদের পরস্পর পরিচিত হতে আহ্বান করে।

আমার নসিহত হল, এ বিষয়ে ইন্টারনেটের আশ্রয় নেয়া থেকে প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের দূরে থাকা উচিত। এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া উচিত প্রত্যক্ষভাবে। এ বিষয়ে অনেক দলিল পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরামদের অনেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে এমনটি করেছেন, নবিজি তাতে অস্বীকৃতি জানাননি।

হযরত সাহ্ল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা এক মহিলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি আমার জীবনকে আপনার জন্য দান করতে এসেছি। এরপর নবিজি তার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখল যে, নবিজি কোনো ফায়সালা দিচ্ছেন না, তখন সে বসে পড়ল। এমন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবিদের একজন বললেন, যদি আপনার কোনো প্রয়োজন না থাকে তবে ওই মহিলাটির সঙ্গে আমার শাদী দিয়ে দিন। তিনি বললেন :

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟

তোমার কাছে কি কিছু আছে?

সে বলল, হে আল্লার রাসুল! আল্লাহর কসম, কিছুই নেই।

তিনি বললেন :

اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟

তুমি তোমার পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং দেখ কিছু পাও কি-না?

এরপর লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম, কিছু পেলাম না। নবিজি বললেন :

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ.

দেখ, একটি লোহার আংটি হলেও!

এরপর লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, একটি লোহার আংটিও পেলাম না; কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ আছে।

সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার কোন চাদর ছিল না। অথচ সে বলল, আমার তহবন্দের অর্ধেক দিতে পারি।

একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

এ তহবন্দ দিয়ে কী হবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহলে মহিলাটির কোন আবরণ থাকবে না। আর যদি সে পরিধান করে, তোমার কোন আবরণ থাকবে না।

লোকটি বসে পড়ল। অনেকক্ষণ বসে থকল। এরপর সে ওঠে দাঁড়াল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে ফিরে যেতে দেখে তাকে ডেকে আনলেন। যখন সে ফিরে আসল, নবিজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন :

مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟

তোমার কুরআনের কতটুকু মুখস্ত আছে?

সে উত্তরে বলল, অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। সে এমনিভাবে একে একে উল্লেখ করতে থাকল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন :

أَتَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟

তুমি কি এ সকল সূরা মুখস্ত তিলাওয়াত করতে পার?

সে উত্তর করল, হ্যাঁ।

তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ রেখেছ, তার বিনিময়ে তোমার সঙ্গে এ মহিলাটির বিবাহ দিলাম।[১]

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মেয়ে হাফসার স্বামী ইন্তেকালের পর তার জন্য উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রস্তাব দেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ওজর পেশ করেন। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রস্তাব দিলে চুপ থাকেন তিনি। ফলে বিষয়টি তিনি নবিজির কাছে খুলে বলেন। নবিজি তাঁকে বলেন :

فَخَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، أَتَزَوَّجُ أَنَا حَفْصَةَ، وَأُزَوِّجُ عُثْمَانَ أُمَّ كُلْثُومٍ.

তার চেয়ে ভালো, হাফসাকে আমিই বিয়ে করি আর উসমানের কাছে বিয়ে দিয়ে দিই উম্মে কুলসুমকে।

ফলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করলেন। আর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বিয়ে দিলেন নবিজির নিজ কন্যা উম্মে কুলসুমকে।[২]

এ দুই হাদিস থেকে ইসলামে বিবাহের প্রস্তাব পদ্ধতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে।

---

[১] সহীহ বুখারী : ৫০৩০।
[২] মুসতাদরাক, হাকিম : ৬৭৫১।

ফেইসবুক ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণ যদি প্রথাগত কোনো ওজর বা বয়স সম্পর্কিত কোনো জটিলতা নিরসনের জন্য হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে :

ওসব গ্রুপ বা পেইজ যদি আহলে ইলম উলামাদের তত্ত্বাবধানে খোলা হয়, তারা এডমিন থাকেন, অথবা ওগুলোকে যদি কোন সরকারি সংস্থা তত্ত্বাবধান করে, তাদের উদ্দেশ্যে হয় দুপক্ষের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়া, সাথে নারী-পুরুষের বার্তা আদান প্রদানের ব্যাপারে থাকে শরয়ি নীতিমালা, তাছাড়া শরয়িভাবে নিষিদ্ধ কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা যদি সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষ থেকে প্রস্তাব আদান প্রদান করা, তাদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়া জায়েয। তবে এক্ষেত্রে কেবল ছেলেমেয়ের সাধারণ গুণাবলী প্রচারের ওপরই ক্ষান্ত হবে। যাতে কোনো ফিতনা না হয়। যেমন, নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, গায়ের রঙ ও উচ্চতা, ইত্যাদি। যেহেতু বিবাহের প্রস্তাবকারী পুরুষ মহিলাকে দেখতে পারে, সেক্ষেত্রে গুণাবলী বর্ণনা করা বৈধ হবে বৈকি। তবে আভ্যন্তরীন কোনো বিষয় বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। উল্লেখিত সব শর্ত মেনে যদি কেনো গ্রুপ অথবা পেইজ পরিচালনা করা সম্ভব হয়, তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। বরং এটি কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে সহায়তা বলে গণ্য হবে। কিন্তু জেনে রাখা উচিত, ছেলেমেয়ে উভয়ের সম্মতি হলেই যথেষ্ট হবে না, বরং অভিভাবকের সম্মতি জরুরি। সম্বন্ধ তাদের মনপুত হলে মেনে নেবেন, আর না হয় না করে দেবেন।

কিন্তু যখন এসব গ্রুপ রসিকতার জন্য হবে, এডমিন হবে কোনো মূর্খ ব্যক্তি, সচরাচর যেমন 'পরিচিতি ভূবন' বা 'জীবন সঙ্গিনী সন্ধান' ইত্যাদি নামে অনেক গ্রুপ দেখা যায়, ওসব মূলত বাজারী ছেলেমেয়েদের আড্ডাখানা। যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য কাঁদাপানি থেকে শিকার সন্ধান। অসতর্ক ও বেখেয়াল ছেলেমেয়েদের পথভ্রষ্ট করা। তাদের চিন্তার জগতটি নিয়ে ছেলেখেলা করা। ধ্বংসের তলানিতে নিক্ষেপ করা তাদের। সুতরাং যাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও

আত্মমর্যাদা আছে, তাদের ওসব গ্রুপে জয়ন করা সমীচীন নয়। এসব বাজে কাজে কোনো প্রকার সহযোগিতা হয়, এমন বিষয় থেকেও বিরত থাকা কাম্য। কারণ, এখানে যে বার্তাগুলো আদান প্রদান হয়, সেগুলো ভুলও হতে পারে। দেখা গেছে, ছেলে প্রকৃতপক্ষেই বিয়ে করতে চাচ্ছে, কিন্তু মেয়ে করছে ছলচাতুরি। অথবা মেয়ে আন্তরিকভাবে বিয়েতে আগ্রহী, কিন্তু ছেলে প্রতারণা করছে। ইত্যাদি।

জেনে রাখুন, এমন অনেক মন্দ প্রকৃতির লোক আছে, যারা ইন্টারনেট ও ফেইসবুকের মাধ্যমে প্রেমময় মেসেজ লিখে এবং ছবি আদান-প্রদান করে যৌন পিপাসা নিবারণ করে থাকে। অথচ তাদের ভাষায়, তারা জীবনসঙ্গিনী খোঁজছে। তাই এসব কোনক্রমেই বৈধতা পেতে পারে না। যা কিনা এক মহা অনিষ্টের রাজপথ। এমন ফটক, যা দিয়ে বিপথগামী নারী-পুরুষ অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করে।

পঞ্চম অধ্যায়

ফেইসবুক পোস্ট সম্পর্কিত শিষ্টাচার

জেনে রাখুন, ফেইসবুক পোস্ট সম্পর্কে আছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার। উপকারী কোনো পোস্ট করার ক্ষেত্রেও সে বিষয়গুলো পরিপূর্ণরূপে খেয়াল রাখা আবশ্যক। নিম্নে সে বিষয়গুলো তুলে ধরা হল :

১। ইখলাসের নুর দ্বারা নিজেকে আলোকিত করুন :

মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম ও কথাবার্তায় ইখলাস বা একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হওয়া জরুরি। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ নির্দেশই দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٦٢

বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব।[১]

আমার সবকিছু আল্লাহর জন্য। আমার জান, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব। জীবনে আমি যা কিছু করি, আল্লাহ আমাকে যা কিছু করবার মতন সুযোগ দেন, এমনকি আমার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জন্য। কুরআনের ভাষাতেই তো শোনেছেন :

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُ

আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব। তাঁর কোনো শরিক নেই।[২]

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ১৬২।

[২] সূরা আনআম, আয়াত : ১৬২-১৬৩।

হে বিশ্ব জগতের রব! আমার জান, আমার জীবন ও মৃত্যুতে তোমার সঙ্গে আর কেউ শরিক নেই। আমার সবকিছু তোমার জন্য। এতে কারো অংশিদারিত্ব নেই। কেবল তুমিই আমার এবং মহা বিশ্বের অস্তিত্বশীল সমস্ত কিছুর মালিক।[১]

মুসলিমদের জন্য প্রতিটি বিষয়ে এ ধ্যান রাখা আবশ্যক। বিশেষত ফেইসবুক দুনিয়ায়। যেখানে মিলিত হয় পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ। নারী-পুরুষ সবাই। মানুষের ভেতর কখনো লোক দেখানো মানসিকতা কাজ করে। ফলে সে আল্লাহর সঙ্গে শির্‌ক করে বসে। গোপন ও ছোট শিরক।

মানুষ ফেইসবুকে ভাল ভাল অনেক বিষয় পোস্ট করে, অথচ তাদের সে কাজটি মন্দ বলে বিবেচিত হয়। নিয়ত খারাপ হলে ভাল কাজ থেকেও দুর্গন্ধ ছড়ায়। কেননা আল্লাহ তায়ালা জানেন কার হৃদয়ে কি আছে। কিয়ামত দিবসে মানুষের অন্তরের ভালমন্দের হিসাবই তো নেয়া হবে! দেখুন, মহান রব কি বলেছেন :

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝

নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষা করা হবে।[২]

২। লজ্জাশীল হোন :

লজ্জাশীলতা মানুষকে সর্বপ্রকার নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহমুখী সে আল্লাহর সামনে লজ্জাশীলতা অবলম্বন করবে। যে ব্যক্তি মানুষের কাছে মূল্যায়িত হতে চায়, সে অন্তত মানুষকে লজ্জা করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছেও প্রিয় হতে চায়, বান্দার কাছেও হতে চায় সম্মানের পাত্র, সে তো আল্লাহ তায়ালা এবং মানুষ, এতদুভয়ের সামনেই লজ্জাশীল থাকবে। আর

---

[১] যুহরাতুত তাফাসীর, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ : ৫/২৭৬২, তাইসীরুল কারীমির রাহমান পৃ : ২৮২।

[২] সূরা তারিক, আয়াত : ৮-৯।

যে ব্যক্তি লজ্জার আবরণ নামিয়ে ফেলে, সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ.

নবিদের উক্তিসমূহ যা মানবজাতি লাভ করেছে, তার মধ্যে একটি হল, যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই কর।[১]

'নবিদের উক্তিসমূহ' এর অর্থ হচ্ছে, নবুওয়াতের প্রথম যুগ অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে লজ্জাশীলতার বিষয়টি বিদ্যমান। শরিয়তে সে প্রথম যুগ থেকেই এটি একটি অপরিহার্য কর্তব্য। তাছাড়া প্রত্যেক নবিকেই লজ্জাশীলতার বার্তা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শরিয়তের অন্য অনেক কিছু রহিত হয়ে গেলেও এর হুকুম রহিত হয়নি। এতে কিছুমাত্র রদবদল করা হয়নি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, 'যা ইচ্ছে তাই কর', কুরআনের ভাষ্য, 'তোমাদের যা ইচ্ছা কর'[২] এ দুটি কথা ধমকি স্বরূপ বলা হয়েছে।

হাফিয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন : বলা হয়, এটি ধমকি স্বরূপ নির্দেশ। যার অর্থ হচ্ছে, তুমি যদি লজ্জাই না পেলে, তখন তোমার যা ইচ্ছে করতে পার। আল্লাহ তায়ালাই তোমার থেকে এর বদলা নেবেন। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, লজ্জার গুরুত্ব কতটুকু।

সুতরাং কোনো কিছু ফেইসবুকে পোস্ট করার ক্ষেত্রে লজ্জার বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত। নির্লজ্জ কোন কিছু কখনোই পোস্ট করা কাম্য নয়।

শাইখ ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : কোনো মানুষ যখন লজ্জাশীল হবে, দেখবে, সে কল্যাণকর এবং ভাল কথাই বলছে।

---

[১] সহীহ বুখারী : ৩৪৮৩।

[২] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত :৪০।

তার কথা থেকেই ভদ্রতার ছাপ ফুটে ওঠছে। আর যদি লজ্জাশীল না হয়, সে যা ইচ্ছে তাই করবে।

৩। লেখায় ইনসাফ করুন :

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ

তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন ইনসাফের সাথে লিখে রাখে।[১]

فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ

তাহলে যেন তার অভিভাবক ন্যায়ের সাথে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়।[২]

এ দুই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে লেখাজোখার ক্ষেত্রে ইনসাফ, সততা ও ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি বুঝে আসে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে। তারপর বলে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে।[৩]

আল্লামা সা'দী রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীরে[৪] লিখেছেন : এ আয়াত প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে শামিল করবে, যে ইসলাম বিরোধী কিছু

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮২।

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮২।

[৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ৭৯।

[৪] তাফসীরুল কারীমির রাহমান পৃ : ৫৬।

লিখলো, যেমন বই ইত্যাদি, তারপর সেটিকে ইসলামি শরিয়ত বলে চালিয়ে দিল। আবার সেটিকে ইসলামের পূর্ববর্তী মণীষীদের মতাদর্শ বলে আখ্যা দিল। মানুষ যাতে বিশ্বাস করে।

আমি বলব, ফেইসবুকে তো এসব কাজ অহরহ হচ্ছে। সকাল-সন্ধ্যা এমন হাজারো কথা ভেসে বেড়াচ্ছে ফেইসবুক পাতায়। তাছাড়া কিছু মূর্খ লোক, ফেইসবুকে যাদের রয়েছে সরব পদচারণা, তারা ইমাম এবং উলামায়ে কেরামের মতাদর্শকে খাটো করে উপস্থাপন করতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করে না। ফুকাহাগণকে অপবাদ দেয় যে, তারা আল্লাহ ও রাসুলের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হননি। অথচ তাদের ইলমের সাথে ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। তবে তারা যে বিষয়গুলো ভাল পারে তা হচ্ছে মিথ্যা রটানো, অপবাদ দেয়া। মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করা। এরা দ্বীনকে বিকৃত করার জন্য এবং যে বিষয়টি তারা বুঝে না সে বিষয়ে কথা বলার জন্য ফেইসবুক পেইজগুলোকে একেকটি বিস্তৃত ময়দান হিসেবে বেছে নিয়েছে।

কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এ আয়াতে শরিয়তে পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং কমবেশ করার বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি পরিবর্তন-পরিবর্ধন করবে, অথবা ইসলামে নতুন কিছু সংযোজন করবে যা ইসলামের অন্তর্গত নয় এবং যা ইসলামে জায়েয নেই তার জন্য রয়েছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে এই হুশিয়ারী এবং ভয়ানক শাস্তি।[১]

এই সাবধানবাণী দুটি বিষয়কে শামিল করে। এক, মানুষকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে কোন ভ্রান্ত বিষয় রচনা করা। দুই, কোন লেখাকে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত বলে চালিয়ে দেয়া। এ উভয়টিই জঘন্যতম অপরাধ।[২]

---

[১] আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী : ২/৯।

[২] আল লুবাব ফি উলূমিল কিতাব, ইবনু আদিল হাম্বলি :২/২১০।

৪। সত্য বলুন :

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيْقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا.

সততা সৎকর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করে আর সৎকর্ম জান্নাতের পথপ্রদর্শন করে। নিশ্চয়ই কোন মানুষ সত্য কথা বলায় সত্যবাদী হিসেবে (তার নাম) লিপিবদ্ধ হয়। আর অসত্য পাপের পথপ্রদর্শন করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে পথপ্রদর্শন করে। নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরিশেষে মিথ্যাবাদী হিসেবেই (তার নাম) লিপিবদ্ধ করা হয়।[২]

ফেইসবুক ব্যবহারকারীদের বড় একটি অংশ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ফেইসবুকে মিথ্যা বলে থাকে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্-গুনাহ হতে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত।

উল্লেখিত মিথ্যার মাঝে ফেইসবুকের ওসব পোস্টকৃত বিষয়াবলীও শামিল হবে, যেগুলোতে থাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, মিথ্যা কৌতুক ও রসিকতা। অথবা অবাস্তব কোন কিছু। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

---

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ১১৯।
[২] সহীহ মুসলিম :৬৫৩১।

وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ.

মানুষকে হাসানোর জন্য যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস।[১]

মানুষ কি মহা ভ্রান্তির মাঝেই না জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, ক্রীড়া কৌতুককে গ্রহণ করছে পেশা হিসেবে। দিন-রাত এসব নিয়েই পড়ে থাকছে। নবিজির এ কথাটি একটু চিন্তা করে দেখুন 'তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস' একই কথা তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন। এটা করেছেন তার সুনিশ্চিত ধ্বংস বোঝাতে। সুতরাং এসবের সাথে যখন হাসানোর কসরতও যুক্ত হয়, যা অন্তরকে মৃতপ্রায় করে ফেলে, বিস্মৃতির রোগ সৃষ্টি করে এবং মানুষকে করে তোলে অস্থিরচিত্ত ও অমনোযোগী। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটিই মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য অন্তরায়।

৫। কল্যাণের পথনির্দেশ করুন :

এটা আপনি করতে পারেন কোনো বই, উপকারী শিক্ষামূলক কোনো বিষয় ফেইসবুকে পোস্ট করার মাধ্যমে। গবেষক এবং শিক্ষানবিশদের সহায়তার মধ্য দিয়ে। হতে পারে আপনার এ সহযোগিতাটুকু কোনো গবেষকের জন্য সফলতার কারণ হবে, অথবা তার সামনে নতুন কোন দ্বার উন্মোচিত হয়ে যাবে। এতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আপনিও পাবেন অফুরন্ত কল্যাণ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

কেউ যদি হিদায়াতের পথে আহ্বান করে, তাহলে সে তার অনুসারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, তবে অনুসরণকারীদের সাওয়াব থেকে মোটেও কম করা হবে না।[২]

---

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৯০।

[২] সহীহ মুসলিম : ২৬৭৪।

নবিজি আরো বলেছেন :

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের পথপ্রদর্শন করে, তার জন্য সে কাজ সম্পাদনকারীর সমান সাওয়াব রয়েছে।[১]

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এ হাদিসে কল্যাণের পথ নির্দেশ এবং সহায়তার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে শিক্ষক এবং যারা বিভিন্ন ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। আর 'কাজ সম্পাদনকারীর সমান সাওয়াব' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো ভাল কাজের জন্য মানুষকে পথপ্রদর্শন করবে, মানুষ সে কাজটি করার ফলে সেও ওই কাজের একটি প্রতিদান পাবে, যেমন সে কাজের কর্তার জন্য প্রতিদান বরাদ্দ রয়েছে।[২]

জেনে রাখুন, আপনি মানুষকে যে কাজের পথনির্দেশ করছেন, পথ দেখাচ্ছেন, সে কাজটি যতটা মর্যাদাপূর্ণ, আপনার এই রাহনুমায়ী ও পথপ্রদর্শনের কাজটিও ঠিক তদ্রূপ মর্যাদার দাবীদার। সুতরাং শ্রেষ্ঠ কোনো বিষয়ে মানুষকে রাহনুমায়ী করা শ্রেষ্ঠতম কাজের অন্তর্ভুক্ত, এতে সন্দেহ কিসে! তেমনি জ্ঞানের পথনির্দেশ জ্ঞানের সমমর্যাদার হবে, এটিই তো স্বাভাবিক! তাই প্রিয় মুসলিম, আপনি ফেইসবুক পেইজের সাহায্যে আলোর দিশারী হোন। লুফে নিন শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট।

৬। ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে থেকে নিষেধ করুন:

উলামা এবং তলাবাদের মধ্য হতে একটি দলের ফেইসবুকে সরব পদচারণা প্রয়োজন। যারা মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করবে। ভাল কাজে উৎসাহ দেবে। গর্হিত কাজ হতে মানুষকে বিরত

[১] সহীহ মুসলিম : ৪৭৯৩।

[২] আল মিনহাজ শরহু সহীহ মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ : ১৩/৩৯।

রাখবে। এ কাজগুলো ফেইসবুকে খুব বেশি বেশি করা প্রয়োজন। তাছাড়া বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শরিয়তের সঠিক শিক্ষা, আদব ও শিষ্টাচারগুলো জোরালোভাবে জনসম্মুখে উপস্থাপন করা দরকার।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।[১]

কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : এতে এই উম্মতের প্রশংসা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে তাদের কর্তব্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং উম্মত যখন সংস্কারের পথ পরিহার করবে এবং অন্যায়ের সাথে আপোষ করবে, তখন তারা আর প্রশংসার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তাদের কপালে নিন্দার কালো দাগ পড়ে যাবে। আর সেটিই হবে তাদের ধ্বংসের কারণ।[২]

৭। উত্তম কথা বলুন :

উত্তম কথা সৌহার্দ্য সম্প্রীতি তৈরি করে। পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। বিশেষত ফেইসবুক দুনিয়ায়। যেখানে পৃথিবীর নানান দেশের মানুষ একত্রিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

মানুষকে উত্তম কথা বল।[৩]

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৪।
[২] আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী : ৪/১৭৩।
[৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ৮৩।

হামযা, কিসাঈ ও ইয়াকুব রাহিমাহুমাল্লাহ আয়াতে উল্লেখিত শব্দ 'হুসনা' কে 'হাসানা' পড়েন। হা ও সীন এর মধ্যে যবর দিয়ে। আর বাকিরা পড়েন 'হুসনা' হা এর ওপর পেশ এবং সীনের ওপর সাকিন দিয়ে।[১] সুতরাং যারা এটিকে 'হুসনা' পড়েন তাদের ক্বিরাত অনুসারে এর অর্থ হবে, মানুষকে সুন্দর কথা বলো। আর যারা 'হাসানা' পড়েন তাদের ক্বিরাত অনুসারে অর্থ হবে, মানুষকে উত্তম কথা বলো।[২]

আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমরা মানুষকে ভাল কথা বলো। মানুষের সাথে আলোচনা ও বিতর্ক কর সর্বোত্তম পন্থায়, যেমন কথা ও আলোচনা তোমরা নিজেরা পছন্দ কর। মূলত এর মাধ্যমে উত্তম চরিত্রের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।[৩]

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَقُلْ لِّعِبَادِیْ یَقُوْلُوا الَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّیْطٰنَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّیْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا۝

আমার বান্দাদের বল, তারা যেন এমন কথা বলে, যা অতি সুন্দর। নিশ্চয় শয়তান তাদের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি করে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু।[৪]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচ, এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলেও। আর যদি তা না পাও, তবে সুমিষ্ট কথার মাধ্যমে।[৫]

---

১ আল হুজ্জাতু ফিল ক্বিরাআতিস সাব', ইবনু খালূইয়াহ : ৮৩, মাআ'নিল ক্বিরাআত, আযহারী : ১/১৬০।

২ মাআ'নিল ক্বিরাআত, আযহারী : ১/১৬১।

৩ আল জাওয়াহিরুল হিসান ফি তাফসীরিল কুরআন, সাআলাবী : ১/২৭২।

৪ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৫৩।

৫ সহীহ বুখারী : ৬০২৩।

তবে আপনি যদি ভাল কিছু পোস্ট করতে না পারেন, ভাই চুপ থাকুন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বরকত দান করুন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা চুপ থাকে।[১]

৮। গর্ব–অহংকার এবং প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলুন :

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

اَلۡهٰىکُمُ التَّکَاثُرُ ۙ﴿۱﴾

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছে।[২]

কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন : 'অর্থাৎ, সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ করে রেখেছে।[৩]

ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন : দুনিয়া এবং দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য ও চাকচিক্য প্রীতি আখেরাতের কল্যাণের প্রত্যাশা থেকে তোমাদের উদাসীন করে দিয়েছে।[৪]

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জীবনকে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য আখ্যায়িত করে বলেছেন :

اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا لَعِبٌ وَّ لَهۡوٌ وَّ زِیۡنَۃٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَیۡنَکُمۡ وَ تَکَاثُرٌ فِی الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَوۡلَادِ ؕ

[১] সহীহ বুখারী : ৬০১৮, সহীহ মুসলিম : ৪৭।
[২] সূরা তাকাসুর, আয়াত : ১।
[৩] আল জামি' লি আহকামিল কুরআন : ২০/১৬৮।
[৪] তাফসীরুল কুরআনিল আযিম :২/২১৭।

তোমরা জেনে রাখ, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র।[১]

এখানে আল্লাহ তায়ালা ইহকালীন যিন্দেগীকে চিত্রায়িত করেছেন অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয় হিসেবে। হালকা করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যাতে দুনিয়ার প্রতি মানুষের আসক্তি তিরোহিত হয়ে যায়। মহামূল্যবান ও দামী সে আখেরাতের যিন্দেগীর প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। আয়াতে দুনিয়ার জীবনকে দেখানো হয়েছে শিশুর হাতের খেলনার মতো করে। যা আখেরাতের জীবনের তুলনায় শিশুর হাতের খেলনার চেয়ে দামী কিছু নয়। অথচ গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা-এসবের ভেতরেই তো কেটে যায় অধিকাংশ মানুষের জীবনের সিংহভাগ। এসব নিয়েই তো পৃথিবীতে মানুষের এতো দৌড়ঝাঁপ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى، لاَ يَبْغِيْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.

মহান আল্লাহ আমার নিকট (এ মর্মে) ওয়াহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, কেউ যেন অন্যের ওপর যুলুম না করে এবং অহংকার না করে।[২]

৯। আত্মপ্রশংসা থেকে বিরত থাকুন :

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿۳۲﴾

কাজেই তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।[৩]

[১] সূরা হাদীদ, আয়াত : ২০।
[২] সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৯৫।
[৩] সূরা নাজম, আয়াত : ৩২।

এর কী প্রয়োজন! কী দরকার নিজের সাফাই গেয়ে বেড়ানোর! আমার কর্মের ওজনের দায়ভার তো আমার কাঁধে নয়। আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। আর তাঁর কাছে আছে সূক্ষ্ম মীযান, দাঁড়িপাল্লা। তিনি ইনসাফের সাথেই বদলা দিয়ে থাকেন। দ্ব্যর্থহীন তাঁর বক্তব্য। সমস্ত কিছু তাঁর কাছেই ফিরে যায়।

কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন : নিজের সাফাই গাওয়া থেকে মানুষের বিরত থাকা উচিত। আর জেনে রাখা কর্তব্য, প্রশংসার যোগ্য তো সে ব্যক্তি, যার কাজকর্ম আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। নিজেই নিজের স্তুতি বলে বেড়ানোর ফলে কোনো লাভ নেই। যদি আল্লাহর পক্ষ হতে কেউ প্রশংসাপত্র পেয়ে যায়, তবেই সে কামিয়াব।[১]

এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ

বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে পবিত্র করেন।[২]

অর্থাৎ, এ বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার কাছে সমর্পিত। কারণ তিনিই যাবতীয় বিষয়াবলীর প্রকৃত অবস্থা এবং রহস্য সম্পর্কে অবহিত।

▪ফেইসবুকে যে বিষয়গুলো পোস্ট করে সাওয়াব অর্জন করা যায় :

১। কুরআন পোস্ট করুন (লিখিত বা অডিও ভিডিও) :

কুরআনের কোনো আয়াত, কুরআন তিলাওয়াত বা তাফসীরের কোনো প্রোগ্রাম ফেইসবুকে পোস্ট করে বন্ধুদের প্রতি ইহসান করা যায়। হয়ত তারা সে আয়াতের বিধিনিষেধ, প্রতিশ্রুতি ও ধমকি,

---

১ আয্ যিলাল : ৬/৩৪১৩।
২ সূরা নিসা, আয়াত : ৪৯।

ঘটনা ও উপমা, আল্লাহর মহিমা এবং তাঁর দান ও অনুগ্রহ, এসব থেকে উপকৃত হবে।

২। ভাল বই পোস্ট করুন :

এতে জ্ঞান অনুসন্ধানীদের সহায়তা হবে, অথবা দ্বীনের প্রচার হবে। এর উপকারিতা বলে শেষ করবার মতো নয়।

৩। দ্বীনী অথবা শিক্ষামূলক কোনো বক্তৃতা পোস্ট করুন :

এটিও বন্ধুদের প্রতি ইহসান ও তাদের সেবার মধ্যে পড়ে। কেননা এসব বক্তৃতা ও দারসে আলোচিত হয় আল্লাহ তায়ালার তারিফ ও গুণগান। যা মানুষকে আনুগত্য এবং আত্মসমর্পন করতে মানসিকভাবে তৈরি করে। তাছাড়া এসব বক্তৃতায় থাকে কুরআনে কারীমের ঐশী জ্ঞান। থাকে ধর্মীয় বিভিন্ন উপদেশমালা।

৪। নামাযের সময় সম্পর্কে সতর্ক করে পোস্ট করুন :

এতেও বন্ধুদের প্রতি ইহসান হবে। কেননা এর মাধ্যমে নামাযের সময় জানানো হচ্ছে, নামায সর্বোত্তম ইবাদত।

জেনে রাখুন, বন্ধুদের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও নামাযের সময় সম্পর্কে এ সতর্কীকরণের প্রতিদান কখনো আযানের প্রতিদানের সমান হয়ে থাকে। যদিও মূল আযানের প্রতিদান অনেক বেশি। তবে আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারাও যাকে চান তাঁর অনুগ্রহে যথাযথ প্রতিদান দান করবেন। তাছাড়া এ কাজ যে করবে তাঁর জন্য রয়েছে মহা মর্যাদা। যাবতীয় তারিফ আল্লাহর জন্য।

ইয্ বিন আবদুস সালাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন : নামাযের ওয়াক্ত হওয়া এবং সময় ঘনিয়ে আসার কথা আযান ও ইকামত ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায়ে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া আরেকটি ইহসান ও অনুগ্রহ। তবে এ ইহসানের মর্তবা আযান ও ইকামতের ইহসানের চেয়ে কম।[১]

---

[১] শাজারাতুল মাআরিফ ওয়াল আহওয়াল পৃ : ১২৯, ১৩০।

▪ ফেইসবুকে যেসব পোস্ট করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন :

১। জ্ঞানী হওয়ার দাবি বা ভান করবেন না :

বড় আফসোস লাগে, আজকাল ফেইসবুক পেইজগুলোতে এসব কী হচ্ছে! প্রাতিষ্ঠানিক বা সিলেবাস ভিত্তিক কোনো শিক্ষা ছাড়াই একেকজন ফেইসবুকে ফতোয়া দিতে শুরু করেছে। মনে হয় শরয়ি ইলমের ছাত্রদের নিয়তে জং পড়ে গেছে। সুনাম-সুখ্যাতির আসক্তি জেঁকে বসেছে তাদের হৃদয়ে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ইবনু হাযাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন : জ্ঞান এবং জ্ঞানীদের জন্য জ্ঞানের পরিমণ্ডলে অনুপ্রবেশকারীদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর আর কিছু নেই। কেননা এরা হয় মূর্খ। অথচ নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করে। ফলে বিশৃংখলা ছড়ায়। আর মনে মনে ভাবে, তারা সংশোধনের পথে হাঁটছে।[১]
আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে আজগুবি কথাবার্তা প্রচার করা অনেক ফেইসবুক ব্যবহারকারীদের নিকট বেশ আনন্দের একটি বিষয় হয়ে ওঠেছে। কেননা ফেইসবুক এখন জ্ঞানপাপীদের ভিড়ে জমজমাট। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্পর্কে না জেনে কিছু বলাকে শিরকের মতো জঘন্য অপরাধ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ, যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালংঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জান না।[২]

---

১ আল আখলাক্ব ওয়াস সিয়ার ফি মুদাওয়াতিন নুফূস, ইবনু হাযাম পৃ : ২৩।
২ সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩৩।

অর্থাৎ, শুদ্ধতা যাচাই ব্যতীত, প্রমাণ ছাড়া ইবাদাত, হালাল-হারাম সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কিছু বলা তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন।[১]

আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে না জেনে কিছু বলার ক্ষেত্রে এটি ব্যাপক। অর্থাৎ, কুরআন এবং হাদিসের দলিল ছাড়া দ্বীনের মৌলিক বা শাখাগত কোনো বিষয়ে কথা বলা।

আল্লামা মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি এ আয়াতটি নিয়ে খুব ভালোকরে চিন্তা-ফিকির করবে, সে আল্লাহ ও রাসুলের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট বক্তব্য ব্যতীত মানুষের জন্য কোনো কিছু হারাম বা হালাল সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকবে। বরং সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া এ কথা বলা থেকেও বেঁচে থাকবে যে, এটা মুস্তাহাব, এটা মাকরূহ। শরিয়তের বিষয়ে দুঃসাহস প্রদর্শনের হারও কমে যাবে বহুলাংশে।[২]

ইলম ছাড়া হালাল-হারাম বিষয়ে কথা বলার অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۱۷﴾

আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর উপর মিথ্যা রটানোর জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না। সামান্য ভোগ এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[৩]

[১] আত তাফসীরুল কুরআনিল কারীম, তানতাবী : ৫/২৬৭।
[২] তাফসীরুল মানার : ৮/৩৫৫।
[৩] সূরা নাহল, আয়াত : ১১৬-১১৭।

২। কৃত্রিমতা পরিহার করুনঃ

এ বিষয়টিও ফেইসবুকের নীল আকাশে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ফলে দেখা যায়, অনেক ফেইসবুক ব্যবহারকারীরা বন্ধুদের কাছে এমন অনেক কিছু জাহির করছে, যা আসলে তাদের মাঝে নেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

যা তোমাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলা ঐরূপ প্রতারকের কাজ, যে প্রতারণার জন্য দুপ্রস্থ মিথ্যার পোশাক পরিধান করল।[১]

কোনো নিয়ামত না পেয়েই পাওয়ার ভান করা প্রতারণার শামিল। মিথ্যা বাহাদুরি। আর মালিকানাধীন কিছু নিয়ে বাহাদুরি ও অহংকার করাই যেখানে নিষিদ্ধ, সেখানে মিথ্যা ঠাটবাট দেখানোর বিষয়ে আপনার কী অভিমত?!

৩। মুমিনদের অসম্মান করা এবং তাঁদের দোষ প্রচার করা থেকে বিরত থাকুন :

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।[২]

---

[১] সহীহ বুখারী : ৫২১৯।
[২] সূরা নূর, আয়াত : ১৯।

অর্থাৎ, যারা মুমিনদের মাঝে মন্দ কথাবার্তা ছড়িয়ে দিতে এবং তাঁদের ওপর কলঙ্ক লেপন করতে পছন্দ করে, যাতে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১]

কুশাইরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এ ধরণের স্বভাবের লোকেরা সর্বাধিক নিন্দার উপযুক্ত। সবচে নিকৃষ্ট। এদের পাপের বোঝা হবে সবচে ভারি। কারণ তারা মুসলিম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করে আত্মার প্রশান্তি খোঁজে বেড়াত। অথচ মুসলমানদের সমর্থন দেয়া, সহযোগিতা করা, দ্বীনের রাহবারদের সহায়তা করা এবং সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য কল্যাণকামনা করা দ্বীনের রুকনসমূহের মধ্যে পড়ে। সুতরাং যারা মুসলমানদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির প্রয়াস চালায়, তারা নিকৃষ্ট প্রাণী। আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কখনো সন্তুষ্ট নন। তাওহিদের অমিয় সুধা পানে আল্লাহ তায়ালা তাদের কখনো তাওফিক দেবেন না।[২]

কারো যদি কোনো মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তার ওপর সেটি আড়াল করে রাখা আবশ্যক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবে।[৩]

তিনি আরো বলেন :

لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِيْ الدُّنْيَا، إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

কোন বান্দা যদি অপরের ত্রুটি-বিচ্যুতি দুনিয়াতে আড়াল করে রাখে আল্লাহ তায়ালা তার ত্রুটি-বিচ্যুতি কিয়ামত দিবসে আড়াল করে রাখবেন।[৪]

---

[১] আত তাফসীরুল ওয়াসীত, মুহাম্মাদ সাইয়্যিদ তানতাবী : ১০/১০০।

[২] লাতাইফুল ইশারাত, আবদুল কারীম কুশাইরি :২/৬০০।

[৩] সহীহ বুখারী : ২৪৪২।

[৪] সহীহ মুসলিম : ৬৪৮৯।

৪। গুজব রটাবেন না :

মুসলমানদের যবান এবং কলম এমন কথা প্রচার করা থেকে হিফাযত করা জরুরি, যাতে কোনো উপকার নেই। অথবা তাতে নিজের বা অন্য কারো ক্ষতি আছে। সত্যাসত্য যাচাই না করে এসব গুজব ছড়ানো মুনাফিকদের কাজ। তারা মানুষকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য এসব করে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেন :

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তবে তোমাদের মধ্যে ফাসাদই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মাঝে ছুটোছুটি করত, তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির জন্য। আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের কথা অধিক শ্রবণকারী, আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।[১]

হে মুমিনগণ! যদি এসব মুনাফিকরা, যাদের জিহাদে না যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তারা তোমাদের সঙ্গে গেলে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে গণ্ডগোল সৃষ্টি করত। কাজে বিশৃংখলা তৈরি করত। হীনমন্যতা ছড়িয়ে দিতো মুজাহিদদের মাঝে। ব্যবস্থাপনায় ফেসাদ করত। কুৎসা রটাতো তোমাদের মাঝে। ছড়িয়ে দিতো বিচ্ছিন্নতার বিষবাষ্প। পরিশেষে তোমাদের সন্দিহান, হতোদ্যম এবং ভীত করে ছাড়ত। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যাদের ঈমান দুর্বল। যাদের নেই দৃঢ় সঙ্কল্প। বিবেকবুদ্ধিও যাদের কম। তারা মুনাফিকদের কথাই বেশি শোনে। কেননা মনের সন্দেহ তাদের ওদিকেই ঠেলে দেয়।[২]

---

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ৪৭।

[২] তাফসীরুল মানার : ১০/৪০৮।

সিদ্ধান্তহীন মানুষ মুজাহিদ বাহিনীর ভেতর দুর্বলতা ও অপারগতার মনোভাব সৃষ্টি করে। আর বিশ্বাসঘাতক বাহিনীর জন্য বিপজ্জনক। সুতরাং ফেইসবুক পেইজগুলোতে যেসব মেম্বারদের চিত্ত দুর্বল, তাদের কী অবস্থা?! আল্লাহ হিফাযত করুন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ.

নিশ্চয় বান্দা পরিণাম চিন্তা ছাড়াই এমন কথা বলে যে কথার কারণে সে প্রবেশ করবে জাহান্নামের এমন গভীরে যার দূরত্ব পূর্ব (পশ্চিম) এর দূরত্বের চেয়েও বেশি।[১]

কোনো সংবাদ যদি এমন হয়, যাতে মুসলমানদের জন্য ঝুঁকি আছে বা যে বিষয়ে মুসলমানদের প্রতিকার প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে ফেইসবুক পোস্ট করে প্রতিকারের কোনো ক্ষমতা রাখে না এমন মানুষদের মাঝে সংবাদটি ছড়িয়ে দেয়া, এটা প্রতিকারের পদ্ধতি হতে পারে না। এক্ষেত্রে উলামা অথবা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَاِذَا جَآءَهُمۡ اَمۡرٌ مِّنَ الۡاَمۡنِ اَوِ الۡخَوۡفِ اَذَاعُوۡا بِهٖ ؕ وَلَوۡ رَدُّوۡهُ اِلَى الرَّسُوۡلِ وَاِلٰۤى اُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ الَّذِيۡنَ يَسۡتَنۡۢبِطُوۡنَهٗ مِنۡهُمۡ ؕ ...﴿٨٣﴾

আর যখন তাদের কাছে শান্তি কিংবা ভীতিজনক কোন বিষয় আসে, তখন তারা তা প্রচার করে। আর যদি তারা সেটি রাসুলের কাছে এবং তাদের কর্তৃত্বের অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিত, তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা তা উদ্ভাবন করে তারা তা জানত।

---

[১] সহীহ বুখারী : ৬৪৭৭।

আল্লামা মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এ আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মুসলমানদের আশা অথবা ভীতির কোনো সংবাদ, যা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে জানানো উচিত, সেগুলো প্রচার করে বেড়াতো।[১]

রাশীদ রিদা রাহিমাহুল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন : সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আম বিষয়াশয়গুলো দেখভাল করবেন দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ। যেমন জাতীয় নিরাপত্তা এবং সঙ্কটের বিষয়। এ বিষয়গুলোতে সাধারণ মানুষের নাক গলানো কাম্য নয়। বরং তাদের দায়িত্ব হল এ বিষয়গুলো রাসুলের নিকট বা দায়িত্বশীলদের নিকট সোপর্দ করে দেওয়া। কারণ দায়িত্বশীলদের মধ্যে কেউ হয়তো মুজতাহিদ হবেন এবং অন্যদের সে বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হবেন।[২]

এ বিষয়ে রাশীদ রিদা রাহিমাহুল্লাহ এর আরেকটি সুন্দর আলোচনা আছে, আলোচনাটি এখানে উল্লেখ করছি। আল্লাহ তায়ালা হয়ত এর দ্বারা আমাদের উপকৃত করবেন। তিনি বলেন, আর যে ব্যক্তি মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে সে জানে, জাতীয় নিরাপত্তা এবং সঙ্কটের বিষয় প্রচার করা শুধুমাত্র মুনাফিকদের অভ্যাস নয়, বরং এ কাজে অধিকাংশ মানুষ জড়িয়ে পড়ে। তবে তাদের নিয়তের ভিন্নতা থাকে। মুনাফিকরা এ কাজ করে মুসলমানদের ক্ষতি করার লক্ষ্যে। আর যাদের ঈমান দুর্বল, তারা এ কাজ করে সন্দেহের ভিত্তিতে। তাদের ধারণা সঠিক কিনা, যাচাই করার জন্য। এ দুই শ্রেণি ছাড়া বাকিদের মধ্যে অধিকাংশ লোক একাজ করে অতি উৎসাহের বশবর্তী হয়ে। ওই সংবাদটির গূঢ় রহস্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকে। অথবা অচিরেই তারা কিসের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে, সে ঔৎসুক্য থেকে।

তাই রাজনীতি, যুদ্ধ-সন্ধি, নিরাপত্তা ও সঙ্কট ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ লোকদের জড়ানো অত্যন্ত ক্ষতিকর, যখন এসবে জড়ানোর ফলে

---

[১] তাফসীরুল মানার : ১০/৪০৮।
[২] তাফসীরুল মানার : ৫/১৫৬।

তারা নির্লিপ্ত ও নিরুৎসাহী হয়ে পড়ে। আরো বেশি ক্ষতির কারণ হবে যদি তারা রাষ্ট্রের গোপন তথ্য জেনে ফাঁস করে দেয়। এসব মানুষ তাদের জানা বিষয়গুলো গোপন রাখতে পারে না। তারা যা বলে ফিরছে, তার ক্ষতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই তাদের।[১]

▪ বৈধ পোস্ট সম্পর্কে কিছু সতর্কবার্তা :

ফেইসবুকে অনেকে এমন কিছু পোস্ট করেন, যেগুলো জায়েয, কিন্তু সেগুলোর ব্যাপারেও কিছু সতর্কতা অবলম্বন জরুরি :

১। দুআ সম্বলিত পোস্ট :

এ ব্যাপারে দুটি কথা। প্রথম কথা হল, পোস্টদাতা দুআকে কখনো ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত করবে না। সুতরাং এভাবে বলবে না যে, আল্লাহ যদি চান তাকে ক্ষমা করে দিন, অথবা আল্লাহ চাইলে তাকে তাওফিক দান করুন। এমন পোস্ট ফেইসবুকে অহরহ চোখে পড়ে। অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمَ الْمَسْئَلَةَ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْئٌ أَعْطَاهُ.

তোমাদের কেউ যখন দুআ করে, সে যেন এ কথা না বলে, হে আল্লাহ! আপনি যদি চান আমাকে মাফ করুন। কিন্তু সে যেন দৃঢ়তার সাথে দুআ করে। সে যেন আগ্রহ নিয়ে দুআ করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাকে যা দান করেন তা আল্লাহ তায়ালার কাছে তেমন কোন বিশাল জিনিস নয়।[২]

দ্বিতীয় কথা, যদি কারো জন্য সুস্থতা কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দুআ করতে হয়, সেক্ষেত্রে চুপিসারে এবং বিনীতভাবে দুআ করাই বাঞ্ছনীয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

---

[১] তাফসীরুল মানার : ৫/২৪২।
[২] সহীহ মুসলিম : ৬৭০৫।

ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

তোমরা তোমাদের রবকে ডাক অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে। নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না সীমালংঘনকারীদেরকে।[১]

'চুপিসারে' -এর অর্থ হচ্ছে মনে মনে। লৌকিকতা থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে। একারণেই আল্লাহ তায়ালা যাকারিয়া আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন:

إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيّٗا

যখন সে তার রবকে গোপনে ডেকেছিল।[২]

শরিয়তেও এ বিষয়টি স্বীকৃত, যে নেক আমল ফরয নয় তা যদি গোপনে করা হয়, তাতে অধিক প্রতিদান হাসিল করা যায়।[৩]

হে আল্লাহর বান্দা! এখন কথা হচ্ছে, অভিযোগ তো জানাতে হবে তাঁর কাছে, যিনি গোপন কথাও শুনতে পান। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইয়াকুব আলাহিস সালামের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন :

قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ . . .

সে বলল, আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি।[৪]

---

[১] সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৫৫।

[২] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৩।

[৩] তাফসীরুল কুরতুবী : ৭/২২৩। এর কারণ ফরয আমল প্রকাশ্যে আদায় করা হচ্ছে মূল। আর নফল আমলের ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে গোপনে আদায় করা। কেননা নফলের মধ্যে লৌকিকতা, দুনিয়ার মানুষের মাঝে প্রচারের মনোভাব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। থাকে সঙ্গীদের - ওপর এ আমল নিয়ে গর্ববোধ করার আশংকা। আর স্বভাবতই নেককারদের প্রতি মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট হয়ে থাকে। দেখুন, আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী মালিকী :২/৩১৪।

[৪] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৬।

সুতরাং মুসলমানদের সবরে জামীলের পন্থাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। যাতে দুনিয়ার কারো প্রতি অভিযোগ অনুযোগ থাকবে না। আল্লাহর ফায়সালা ও বিচারের প্রতিই সন্তুষ্ট থাকবে। একমাত্র আল্লাহর কাছেই করবে সমস্ত অভিযোগ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝۱

আল্লাহ অবশ্যই সে রমণীর কথা শুনছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিল আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[১]

কারণ সে রমণী যখন তার অভিযোগ একমাত্র আল্লাহর কাছেই উত্থাপন করেছে এবং তার দুঃখ-দুর্দশার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে, তখন আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেছেন, *আল্লাহ অবশ্যই সে রমণীর কথা শুনছেন...*[২]

২। অনির্ধারিত নিন্দা সম্বলিত পোস্ট :

অনেক মানুষ, বিশেষ করে যুবকরা এমন কিছু পোস্ট করে যেগুলোতে নাম উল্লেখ না করে অনির্ধারিতভাবে অনেকের নিন্দা করা হয়। শরয়ি দৃষ্টিকোন থেকে এটি হারাম নয়। কারণ এখানে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হচ্ছে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে উম্মে যারআ এর প্রসিদ্ধ সে কথাগুলো শ্রবণ করে ছিলেন। তাতে কোনো কোনো মহিলার স্বামীদের নিন্দা করা হয়ে ছিলো।[৩]

---

[১] সূরা মুজাদালা, আয়াত : ১।
[২] লাতাইফুল ইশারাত : ৩/৫৪৮।
[৩] সহীহ বুখারী : ৫১৮৯, সহীহ মুসলিম : ২৪৪৮।

কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া এসব বিষয় বর্জন করে দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য মঙ্গলজনক কাজে মগ্ন হওয়াই শ্রেয়। কারণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে উম্মে যারআর কথাগুলো শোনে নবিজির কেবল আয়িশার মন রক্ষাই উদ্দেশ্য ছিল। না হয় এ ধরণের কথাবার্তা নবিজির শ্রবণের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এটি নবিজির উত্তম সাহচর্যের মধ্যে পড়ে।[১]

৩। কোনো মৃতের শোকবার্তা পোস্ট :

আন না'য়ু। আরবি শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা।[২] শোকবার্তা ফেইসবুক পেইজ এবং অন্যান্য ইন্টারনেট যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও জানানো হয়ে থাকে।

শোক সংবাদগুলো প্রচারের সময় কখনো শুধু বার্তাই জানানো হয়, আবার কখনো এর সাথে থাকে মৃতের কোনো কীর্তির কথা, কোনো অবদানের কথা। শোকগাঁথা থাকে কখনো। জানাযার নামাযের আগে বা পরেও হয় এ ধরণের এলান। এসব এলানের মাঝে মৃতের বাস্তবসম্মত কোনো ভালো গুণাবলীর কথা বলা যেতে পারে। বিশেষত মৃত ব্যক্তি যদি সমাজের বড় কেউ হন, যিনি সমাজ ও মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। অথবা তিনি ইসলামী অঙ্গনে ছিলেন মহান কোনো ব্যক্তি। অথবা তিনি ইলম ও জ্ঞানের জগতে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, সেক্ষেত্রে শোকবার্তায় বাস্তবসম্মত এবং সংক্ষিপ্ত প্রশংসাসূচক বাক্য বৃদ্ধি করাতে কোনো সমস্যা নেই। মানুষ যাতে তার জন্য দুআ এবং ক্ষমা প্রার্থণা করতে আগ্রহী হয়।

যেমন নাজ্জাশীর যেদিন মৃত্যু হল, নবিজি তার জন্য শোক প্রকাশ করলেন। সহিহ মুসলিমে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[১] শাজারাতুল মাআরিফ ওয়াল আহওয়াল, ইয্ বিন আবদুস সালাম পৃ : ৩০৪।
[২] ইকমালুল মুআল্লিম বিফাওয়াইদিল মুসলিম, কাযী ইয়ায : ৩/৪১২।

مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلهِ صَالِحٌ أَصْحَمَةٌ.

আজ আল্লাহর এক নেককার বান্দা আসহামাহ ইনতিকাল করেছেন।

অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে আমাদের ইমামতি করেছেন এবং তার জানাযার নামায আদায় করেছেন।[১]

শোকসংবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে নবিজি '*আজ আল্লাহর এক নেককার বান্দা ইনতিকাল করেছেন*' এ কথা দ্বারা তার প্রশংসা করেছেন। সাথে সাথে তার জন্য সাহাবাদের দুআ করার বিষয়টিকে আরো সক্রিয় করেছেন।

হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস থেকেও এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবি জানাযার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা তার প্রশংসা করলেন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

وَجَبَتْ

ওয়াজিব হয়ে গেল।

একটু পরে অপর একটি জানাযা অতিক্রম করলেন। তখন তাঁরা তার নিন্দাসূচক মন্তব্য করলেন। এবারও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

وَجَبَتْ

ওয়াজিব হয়ে গেল।

তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কী ওয়াজিব হয়ে গেল? তিনি বললেন :

هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِيْ الْأَرْضِ.

---

[১] সহীহ মুসলিম : ২০৯৭।

এ (প্রথম) ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা উত্তম মন্তব্য করলে, তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর এ (দ্বিতীয়) ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা নিন্দাসূচক মন্তব্য করায় তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। তোমরা তো পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।[১]

এ হাদিস থেকে জানা গেল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণ কর্তৃক মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করার বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় মৃতব্যক্তির ভালো কর্মগুলোর স্মৃতিচারণের বৈধতা আছে।

তবে কোনো মৃতব্যক্তির ব্যাপারে জান্নাতের সাক্ষ্য দেওয়া, অথবা এ কথা বুঝা যায়, পরোক্ষভাবে এমন কিছু বলা, উদাহরণ স্বরূপ কারো মৃত্যুসংবাদের ক্ষেত্রে কেউ কুরআনের এ আয়াত লিখল :

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। আর প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।[২]

এগুলো জায়েয নেই, হারাম।

---

[১] সহীহ বুখারী : ১৩৬৭।

[২] সূরা ফাজর, আয়াত : ২৭, ২৮, ২৯, ৩০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পোস্টে লাইক ও কমেন্ট সম্পর্কিত শিষ্টাচার

পোস্টে লাইক ও কমেন্ট সম্পর্কিত শিষ্টাচারগুলো আলোচনা করার পূর্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে নেয়া জরুরি মনে করছি। অন্যদের পোস্ট দেখার সময় যে বিষয়গুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিম্নে বিষয়গুলো তুলে ধরা হল :

১। কোনো মুসলমানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন না :

ফেইসবুকে মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কমেন্ট করতে দেখা যায় অনেককে। কোনো যুবক, যে নাকি প্রকাশ্য পাপাচারে লিপ্ত, সে যদি আল্লাহকে স্মরণ করে অথবা কোনো নেক কাজের পোস্ট করে, কিছু সংখ্যক লোক তাকে হেয় করতে শুরু করে দেয়। আবার অনেকে তার পোস্টে বিচ্ছিরি সব কমেন্ট করে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। কেউ বলে, তোমার মায়ের কী সৌভাগ্য!!

বরং অনেকে তো এমন কথাও বলে ফেলে, বাহ্যিকভাবে যে কথা থেকে বোঝা যায়, পোস্টকারীকে কাফের বলা হচ্ছে। বলে, আপনি আবার কবে মুসলমান হলেন?!! ইত্যাদি।

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।

এসব কার্যকলাপ যে জাহেল-মূর্খ এবং যালেমদের কাজ, এরা ভুলতে বসেছে। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

...وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزۡدَرِيٓ أَعۡيُنُكُمۡ لَن يُؤۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيۡرًاۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا فِيٓ أَنفُسِهِمۡ إِنِّيٓ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٣١

তোমাদের চোখে যারা হীন, তাদের সম্পর্কে আমি বলছি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো কোনো কল্যাণ দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত। (যদি এরূপ উক্তি করি) তাহলে নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।[১]

হাফিয ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : তোমরা যাদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করো তাদের ব্যাপারে আমি বলব না যে, আল্লাহর কাছে তারা তাদের ঈমানের বদলায় কোনো প্রতিদান পাবে না। তাদের হৃদয়ে কী আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। সুতরাং তারা যদি আন্তরিকভাবেই মুমিন হয় যেমন তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে বোঝা যায়, তবে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। ঈমান আনার পর কেউ যদি অন্যায়ভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে যালিম, অত্যাচারী। যে ব্যাপারে তার কোনো জ্ঞান নেই, এমন একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপকারী।[২]

তাছাড়া ফেইসবুকে আরো বিভিন্নভাবে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করে কমেন্ট করতে দেখা যায়। পোস্টে তিরস্কার করে কমেন্ট লিখে, হা হা হা... কেউ বাজে স্টিকার দেয়। ইত্যাদি। এ কাজগুলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

২। হিংসা করবেন না :

হিংসা অন্তরের গোপন একটি রোগ। ফেইসবুক দুনিয়ায় এর নানা রূপ ও ধরণ লক্ষ করা যায়। হিংসা বলা হয়, অন্যের ভালোকে অপছন্দ করা এবং তা সে ব্যক্তি থেকে হাতছাড়া হওয়ার কামনা

১ সূরা হূদ, আয়াত : ৩১।
২ তাফসীরুল কুরআনিল অযিম : ৪/৩১৮।

করা। তাই দেখা যায়, কেউ যদি শিক্ষামূলক অভিনব কোনো পোস্ট করে, অথবা কাউকে যদি মানুষ পছন্দ করতে শুরু করে, অথবা কোনো বই, এবং বক্তব্য পোস্ট করে কেউ, তখন রুগ্ন অন্তরধারী লোকেরা হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا تَحَاسَدُوْا.

তোমরা পরস্পর হিংসা করো না।[১]

ইবনু আবদিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : এ হাদিসের অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কেউ যেন তার অন্য ভাইকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে দেয়া নিয়ামত দেখে হিংসা না করে। সেও যেন আল্লাহর কাছ থেকে অনুগ্রহ চেয়ে নেয়।[২]

জনৈক মণীষী বলেছেন : সর্বপ্রথম ভুল ছিল হিংসা। আদম আলাইহিস সালামের মর্যাদার প্রতি ইবলিসের হিংসা। এ কারণেই সে তাঁকে সিজদা করতে অস্বীকার করে। ফলে হিংসা তাকে অবাধ্যতার পথে ঠেলে দেয়।[৩]

৩। সত্যকে নিঃসংকোচে বুকে জড়িয়ে নিন :

ফেইসবুকে এ রোগ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কেউ কোনো প্রবন্ধ বা শরয়ি কোনো মাসআলা পোস্ট করার পর পাঠক যদি তাতে কোনো ত্রুটি দেখতে পায় এবং তা ধরিয়ে দেয়, পোস্টদাতা সে মতামতটিকে নিজের ভুল শুধরে নেবার মনোভাব নিয়ে দেখে না, বরং উল্টো ওই ব্যক্তির সঙ্গে তুমুল ঝগড়ায় অবতীর্ণ হয়। বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। কোনো মুসলমান এ ধরণের আচরণ

---

[১] সহীহ বুখারী : ৬০৬৪, সহীহ মুসলিম : ২৫৬৩।

[২] আল ইসতিযকারুল জামি' লি মাযাহিবি ফুকাহাইল আমসার, ইবনু আবদিল বার : ৮/২৮৯।

[৩] মাওইযাতিল মুমিনীন মিন ইহইয়াই উলুমিদ্দীন, জামালুদ্দীন কাসিমী পৃ : ২১৩।

দেখাতে পারে না। এগুলো তো কাফির এবং মুশরিকদের স্বভাব। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ

তুমি মুশরিকদের যেদিকে আহ্বান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়...।[১]

অন্য জায়গায় বলেন :

...فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ...

সুতরাং তার সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোনো সংকীর্ণতা না থাকে...।[২]

৪। বাতিল গ্রহণ করবেন না :

এটি আরেক কঠিন রোগ। তুমি এমন অনেক লোক দেখতে পাবে, যারা সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সত্যকে অস্বীকার করে। ওয়াজিব হোক বা মুসতাহাব. এসবের কোনো তোয়াক্কা করে না। তাছাড়া দেখবে, কিছু মানুষ বাতিলপন্থিদের পোস্টে তাদের আরো উৎসাহ দিয়ে দেদারসে কমেন্ট করে যাচ্ছে। মুসলিম নর-নারীদের অবজ্ঞা করছে। এগুলোও কাফির মুশরিকদের আচরণ। মুসলমানদের এসব থেকে যোজন যোজন দূরে থাকা কর্তব্য। দেখ, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

যে ব্যক্তি কুফুরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখল তার ওপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি।[৩]

[১] সূরা শূরা, আয়াত : ১৩।
[২] সূরা আ'রাফ, আয়াত : ২।
[৩] সূরা নাহল, আয়াত : ১০৬।

এ পর্যন্ত প্রসঙ্গিক আলোচনা শেষ হল। এখন মূল আলোচনায় প্রবেশ করব। আল্লাহ সহায়তা করুন।

✓ এক, পোস্টে লাইক করার আদব ও নিয়ম :

প্রিয় মুসলিম ভাই, জেনে রেখ, ভাল কোনো পোস্টে লইক দেয়াতে ফায়দা আছে। এতে সত্য ও কল্যাণের সহযোগিতা হয়। কখনো মুসলমান এর প্রতিদানও লাভ করে আল্লাহর পক্ষ হতে। তবে এটা নির্ভর করে নিয়তের শুদ্ধতার ওপর। কারণ আমাদেরকে অনুগ্রহের সমপরিমাণ বা তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ বদলা দিতে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি। যেমন কুরআনে কারিমে এসেছে :

قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ

সে বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যেন তিনি আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে পারেন, আমাদের পশুগুলোকে আপনি যে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে।[১]

অন্য জায়গায় এসেছে :

قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ

তারা বলল, 'সালাম'। সেও বলল, 'সালাম'।[২]

কুরআনে কারিমের আরেকটি আয়াত লক্ষ করুন :

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

আর যখন তোমাদের সালাম দেয়া হবে, তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে। অথবা জবাবে তাই দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ হিসাবকারী।[৩]

---

[১] সূরা কাসাস, আয়াত : ২৫।
[২] সূরা হূদ, আয়াত : ৬৯।
[৩] সূরা নিসা, আয়াত : ৮৬।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

সে ব্যক্তিই উত্তম, যে ধার পরিশোধে উত্তম।[১]

এই সমতা হৃদ্যতা ও সম্প্রীতি তৈরি করে। সুসংহত করে কল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতার আহ্বানকে।

▪ কোনো পোস্টে কমেন্ট করার সময় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা কর্তব্য :

জেনে রাখুন, মন্দ কোনো পোস্টে লাইক করার মাধ্যমে মানুষ একই সাথে অনেকগুলো পাপকাজে জড়িয়ে পড়ে। যেমন :

১। অন্যায় কাজে সমর্থন দেয়া হয় :

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো পোস্টে লাইক দেবেন না। যেমন ধরুন কোনো পোস্টে গানের লিংক দেওয়া। অশ্লীল কোনো ছবি যুক্ত করা। কিংবা কুফুরী, নাস্তিকতা, অপসংস্কৃতি -ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত কোনো বইয়ের লিংক দেওয়া তাতে। এসব পোস্টে কোনোক্রমেই লাইক দেবেন না।

২। অন্যায় কাজে সাহায্য করা হয় :

তাই যদি এ ধরণের কোনো মন্দ পোস্টে লাইক দাও, এতে অপকর্মে সহযোগিতা হবে। আপনার লাইক মন্দ পোস্টটিকে আরো বিশাল পরিসরে ছড়িয়ে পড়তে সহায়তা করবে, যেমনটি জানা যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ...

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালংঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।[২]

---

[১] সহীহ মুসলিম : ১৬০০।

[২] সূরা মায়িদা, আয়াত : ২।

কুরআনে কারিমের অন্য জায়গায় এসেছে :

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِيرٗا لِّلۡمُجۡرِمِينَ ﴿١٧﴾

মূসা বলল, হে আমার রব, আপনি যেহেতু আমার প্রতি নিআমাত দান করেন, তাই আমি কখনো আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।[১]

অর্থাৎ, আমি কখনো কোনো অপকর্মে সহায়তা দেব না।[২]

৩। আল্লাহ বিমুখতায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় :
এসব বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা আল্লাহর আনুগত্য পরিহার করা এবং মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার নামান্তর।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ

তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে?[৩]

আখেরাতের যিন্দেগিকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে কেবল দুনিয়ার যিন্দেগিকেই মাকসাদরূপে গ্রহণ, এটা কোনো মুসলমানের জন্য শোভনীয় হতে পারে?! একজন মুমিন তার রবের সন্তুষ্টির ওপর নিজের বাসনাকে প্রাধান্য দিতে পারে?!

বিশ্বাসী মানুষ কখনো আল্লাহ তায়ালার প্রদর্শিত পথ থেকে সরে আসতে পারে না। বিপথে পা বাড়াতে পারে না। তবে হ্যাঁ, যদি কারো বিশ্বাসে ত্রুটি থাকে, থাকে ঈমানী কোনো দুর্বলতা, তার পা পিছলে নর্দমায় পড়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

---

[১] সূরা কাসাস, আয়াত : ১৭।
[২] আল ওয়াজিয ফি তাফসীরিল কিতাবিল আযীয, ওয়াহিদী পৃ : ৮১৫, আন নুকাত ওয়াল উয়ূন, মাওয়ারদী : ৪/২৪২।
[৩] সূরা তাওবা, ৩৮।

৪। মন্দকর্মকে ভালো মনে করা হয় :

মন্দকর্মকে ভালো দৃষ্টিতে দেখা ওই কাজে নিপতিত হওয়ার কারণ। দেখুন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ

কাউকে যদি তার অসৎ কাজ সুশোভিত করে দেখানো হয় অতঃপর সে ওটাকে ভাল মনে করে, সে কি ওই ব্যক্তির সমান যে ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ দেখে?[১]

অন্যত্র বলেছেন :

...وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

আর শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত করেছে, ফলে তারা হিদায়াত পায় না।[২]

কুরআনে কারিমের আরো একটি আয়াত দেখুন :

وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ

আর এভাবে ফির'আউনের কাছে তার মন্দ কাজ শোভিত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে বাঁধা দেওয়া হয়েছিল সৎপথ থেকে।[৩]

মন্দ বিষয়কে ভাল চোখে দেখা, এটিই সমস্ত অনিষ্টের মূল। তাই অন্যায়ের ভালমন্দ দিক নির্ণয় করতে যাওয়াটাই ভুল। এ কারণেই দোষক্রটি কখনো মানুষের চোখে সুশোভিত হয়ে ধরা দেয়। দোষগুলোকেই মানুষ সুকর্ম হিসেবে লুফে নেয়। অপরাধ আইনের রূপ নেয়, অথচ সে আইনটিই একটি অপরাধ! তবে একটি ভাল দিক হচ্ছে, ওসব অপকর্মগুলো সমাজের অন্ধকার কোণে বিতাড়িত।

[১] সূরা ফাতির, আয়াত : ৮।
[২] সূরা নামল, আয়াত : ২৪।
[৩] সূরা গাফির, আয়াত : ৩৭।

যেগুলোকে অভিযুক্ত ভবন বলে ইঙ্গিত করা হয়। সন্দেহের আঙ্গুল তোলা হয় যেদিকে। অন্যায়ের প্রকাশ্য মহড়া আজ রূপ নিয়েছে বিপ্লব, ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক হিসেবে। কিসের স্বাধীনতা?! কিসের মুক্তি?! এতো আল্লাহর মজবুত রজ্জু ছেড়ে পলায়ন এবং বিতাড়িত শয়তানের পথে ছুটে চলা!

▪ দুই, পোস্টে কমেন্ট করার কিছু আদব ও নিয়ম :

এখানে কিছু আদব ও নিয়ম উল্লেখ করব, যেকোনো পোস্টে কমেন্ট করার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখার অনুরোধ করছি :

১। কল্যাণকর এবং শিক্ষামূলক পোস্টদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন :

যে ব্যক্তির পোস্টের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। অবশ্যই তার যথাযথ শুকরিয়া জানান। কেননা আমাদেরকে ইহসান ও অনুগ্রহের বদলা দেওয়ার হুকুম করা হয়েছে। যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আর দেখুন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

কাউকে অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, তোমাকে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকর প্রতিদান দিন, তবে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা করল।[১]

আল্লামা ইবনু আলান রাহিমাহুল্লাহ বলেন : 'অনুগ্রহকারী' বলতে যে ব্যক্তি খাবার খাইয়েছে, পোশাক উপহার দিয়েছে, কোনো উপকার করেছে বা ক্ষতি থেকে বাঁচিয়েছে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া কেউ যদি কোনো জ্ঞান শিক্ষা দেয়, অথবা জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সহয়তা করে, সেও হাদিসে উল্লেখিত শব্দ 'অনুগ্রহকারী বলে গণ্য হবে।[২]

---

[১] জামে তিরমিযী : ২০৩৫।
[২] দলীলুল ফালিহীন লিতুরুকি রিয়াযিস সলিহীন, ইবনু আলন : ৭/৩০০।

আমির সানআনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এ হাদিস থেকে বুঝা যায় মুহসিন বা অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কাম্য।[1]

২। অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করুন :

আপনার কোনো ফ্রেন্ডকে মন্দ বিষয় সম্বলিত কোনো পোস্ট বা কমেন্ট করতে দেখলে শরয়ি নীতিমালা অনুসারে তার বিরোধিতা করুন। আদবের সাথে তাকে প্রত্যাখ্যান করুন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...

তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে...[2]

৩। সংক্ষিপ্তভাবে নিন্দা জানান :

আপনার কোনো বন্ধুর এমন কোনো ভুল যদি দৃষ্টিগোচর হয়, যা কিনা নিন্দনীয়, সেক্ষেত্রে তার সে কাজের নিন্দা করার সময় কথা দীর্ঘ করবেন না। বরং সংক্ষিপ্ত করুন। কেননা সংক্ষিপ্তরূপে নিন্দা জানানো আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের রীতি ছিল।

আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনায় বলেন :

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ...

সে বলল, তোমাদের জানা আছে কি, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে তোমরা কিরূপ আচরণ করেছিলে...?[3]

---

[1] সুবুলুস সালাম শারহু বলূগুল মারাম, সানআনী : ২/৫৫৭।
[2] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১০।
[3] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৯।

কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : আয়াতে এ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং তিরস্কার করা।[১]

যামাখ্‌শারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন : ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের সম্মুখে দ্বীনী জযবা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সহনশীল, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে বিশেষভাবে তাওফিক প্রাপ্ত। ফলে তাদেরকে তিনি কথাটি জিজ্ঞেস করেছেন তাদের অতীত কর্মের কদর্যতা তাদের সামনে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে। যে বিষয়টি একজন অনুতপ্ত মানুষের জন্য লক্ষ করা খুব জরুরি। তাই তিনি বলেছেন, তোমরা কি জান, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কৃত তোমাদের সে কাজের কদর্যতা সম্পর্কে? যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ। জানতে না তোমাদের সে কর্মের জঘন্যতা সম্পর্কে।[২]

শরফুদ্দীন তীবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : 'যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে' এ কথাটি তাদের প্রতি ইউসুফ আলাইহিস সালামের দয়ার বহিঃপ্রকাশ। যেন নিজের থেকেই তাদের ওযর তুলে ধরলেন। কেননা না জেনে কোনো মন্দকাজ করে ফেলার অপরাধটা জেনেশুনে করার অপরাধের চেয়ে ছোট।[৩]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন :

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ

আর যখন নবি তার একজন স্ত্রীকে গোপনে কথা বলেছিলেন, অতঃপর যখন সে স্ত্রী অন্যকে তা জানিয়ে দিল এবং আল্লাহ তার

---

[১] আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবি : ৯/২৫৫।

[২] আল কাশশাফ, সংযুক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফুতূহুল গাইব ফিল কাশফি আন কানাইর রাইব সহ, যামাখশারী : ২/৫০০।

[৩] ফুতূহুল গাইব ফিল কাশফি আন কানাইর রাইব, শরফুদ্দীন তীবি : ২/৫০০।

(নবির) কাছে এটি প্রকাশ করে দিলেন, তখন নবি কিছুটা তার স্ত্রীকে অবহিত করল আর কিছু এড়িয়ে গেল।[১]

অর্থাৎ, নবিজি তাঁর স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। তিনি সেটি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলে ফেলেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবিকে তাঁর কথা ফাঁস করে দেওয়ার বিষয়টি অবগত করলেন। তখন নবিজি এর কিছু অংশ জানালেন আর কিছু অংশ তার পক্ষ হতে দয়া স্বরূপ গোপন রাখলেন।

কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন : 'নবি কিছুটা তার স্ত্রীকে অবহিত করল আর কিছু এড়িয়ে গেল' এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর কাছে ওয়াহী মারফত যে বার্তা এসেছে এর কিছু তিনি হাফসাকে জানালেন, আর কিছু তাঁর উদারতার ফলে তিনি এড়িয়ে গেলেন। সুদ্দী রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাখ্যা করেছেন। আর হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উদার মনের ব্যক্তি কখনো এসব বিষয় অনুসন্ধান এবং খতিয়ে দেখতে যান না।[২]

৪। মানুষের ওযর মেনে নিন :

ওযর স্বীকার ও গ্রহণ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ। এতে তাদের বুদ্ধিমত্তা বাড়বে। তারা দ্বীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ

আল্লাহর চাইতে অধিকতর ওযর (স্থাপন) পছন্দকারী কেউ নেই।[৩]

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা অপেক্ষা আর কারো নিকট ওযর গ্রহণ বেশি প্রিয় নয়। ওযর গ্রহণের অর্থ হচ্ছে অভিযোগ থেকে অব্যহতি

---

১ সূরা তাহরীম, আয়াত : ৩।
২ আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী : ১৮/১৮৭।
৩ সহীহ বুখারী : ৭৪১৬, সহীহ মুসলিম : ১৪৯৯।

দেওয়া, ক্ষমা করে দেওয়া এবং শাস্তি দেওয়ার পূর্বে সতর্ক করা। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা রাসুলদের প্রেরণ করেছেন।[১]

৫। মানুষের কাছে কৈফিয়ত দেওয়া এবং তাদের ওযর গ্রহণ :
হারুন আলাইহিস সালাম তার ভাই মূসা আলাইহিস সালামের কাছে কৈফিয়তের ঘটনার বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾

সে বলল, হে আমার মায়ের পুত্র, এ জাতি আমাকে দুর্বল মনে করেছে এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, তাই তুমি আমার ব্যাপারে শত্রুদের আনন্দিত করো না এবং আমাকে যালিম কওমের অন্তর্ভুক্ত করো না ।[২]

অর্থাৎ, হে আমার মায়ের পুত্র, আমাকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা এবং আমার প্রতি দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ উত্থাপনে তাড়াহুড়া করো না। কেননা আমি তাদের বিরোধিতা করেছি। তাদের বুঝিয়েছি। কিন্তু জাতি আমাকে একা পেয়ে দুর্বল মনে করেছে। আমার কথার প্রতি তারা কোনো ভ্রুক্ষেপই করেনি। বরং তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। হে আমার ভাই, আমার সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করো না যাতে শত্রুদের আশা-আকাংখাই বাস্তবায়িত হয়। আমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হই -তারা তো এটিই চায়।
ভাই তাঁর কাছে ওযর পেশ এবং শান্ত হওয়ার আহ্বান করলে মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর ওযর মেনে নিলেন। আর বললেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾

আমার রব! ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার ভাইকে এবং আপনার রহমতে আমাদের প্রবেশ করান। আর আপনিই রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

[১] তা'লীকুশ শাইখ মুহাম্মাদ ফুআদ আবদুল বাকী আলা সহীহ মুসলিম : ২/১১৩৬।
[২] সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৫০।

অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, হে আমার রব! কথা ও কাজে ভাইয়ের প্রতি আমার যে কঠোর ও রূঢ় আচরণ প্রকাশ পেয়েছে তা ক্ষমা করে দিন। আর আমার স্থলাভিষিক্ত অবস্থায় আমার ভাইয়ের থেকে যে ত্রুটি হয়ে গেছে তাও মাফ করে দিন।[১]

সুতরাং যদি ফেইসবুকে কারো সাথে অসংযত কিছু হয়ে যায়, তার কাছে ওযর পেশ করুন। আর যার নিকট ওযর পেশ করা হয় তারও উচিত ওযর গ্রহণ করে নেওয়া।

৬। অনিষ্টকারীর রূঢ়তা ক্ষমা করে দিন :

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

আর যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, তা নিশ্চয় দৃঢ়সংকল্পেরই কাজ।[২]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, যার প্রতি অসদাচার সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করল, অপরাধীকে ক্ষমা করে দিল এবং প্রতিশোধ নেওয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মহা প্রতিদানের আশায় প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকল, তার এ সবর ও ক্ষমা দৃঢ়সংকল্পের কাজ। যে দৃঢ়সংকল্পের দিকে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা অগ্রসর হয়। যে কাজের জন্য তারা শপথ গ্রহণ করে।[৩]

এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাওনার জন্য তাগাদা দিতে এসে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে লাগল। এতে সাহাবিগণ তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন। তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

---

[১] আত তাফসীরুল মুনীর, যুহাইলী ; ৯/১০২।

[২] সূরা শূরা, আয়াত : ৪৩।

[৩] জামিউল বায়ান ফি তাওয়ীলিল কুরআন, তবারী : ২১/১০২।

তাকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারদের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে।

তারপর তিনি বললেন :

أَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ .

তার উটের সমবয়সী একটি উট তাকে দিয়ে দাও।

তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এমন উট নেই। এর চেয়ে উত্তম উট রয়েছে। তিনি বললেন :

أَعْطُوْهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.

তাই দিয়ে দাও। তোমাদের মাঝে সেই সর্বোৎকৃষ্ট, যে ঋণ পরিশোধের বেলায় উত্তম।[১]

ক্বাসতাল্লানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্র এবং দয়ার বহিঃর্প্রকাশ। রূঢ় আচরণকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহন করার শক্তি থাকা সত্বেও সবর করার অপার ক্ষমতার উদাহরণ।[২]

৭। প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন :

কেউ যদি পোস্ট, কমেন্ট অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে কারো প্রতি ফেইসবুকে মন্দ ব্যবহার করে, অনেকে এর প্রতিশোধ নিতে চায়।

কিন্তু জেনে রাখুন, প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। আমাদেরকে এই মহৎ গুণে নিজেদের সজ্জিত করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা এতে মানুষের প্রতি ইহসান ও অনুগ্রহ করা হয়।

---

[১] সহীহ বুখারী : ২৩০৬, সহীহ মুসলিম : ১৬০১।

[২] ইরশাদুস সারী লি শারহি সহীহিল বুখারী, ক্বাসতাল্লানী : ৪/১৫৯।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন :

اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ...

যা উত্তম তা দিয়ে মন্দকে প্রতিহত কর...[১]

অন্যত্র বলেন :

وَ اَحۡسِنُوۡا ۚۛ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ

আর সুকর্ম কর। নিশ্চয় আল্লাহ সুকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।[২]

৮। মূর্খ এবং গোমরাহিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলুন :

এরা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে না জেনেই কথা বলতে শুরু করে। আজকাল ফেইসবুকে এদের সরব পদচারণা। এদেরকে ফ্রেন্ডলিস্ট থেকেই বাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পাবলিক পেইজ ও গ্রুপেও এ শ্রেণির মানুষ দেখা যায়। সেক্ষেত্রে আর তাদেরকে এড়িয়ে চলার উপায় থাকে না।

সুতরাং তারা যদি এমন কিছু করে, তবে তাদের সাথে আলোচনা এবং তর্কবিতর্ক করা বাদ দিন। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَاِذَا رَاَیۡتَ الَّذِیۡنَ یَخُوۡضُوۡنَ فِیۡۤ اٰیٰتِنَا فَاَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ حَتّٰی یَخُوۡضُوۡا فِیۡ حَدِیۡثٍ غَیۡرِهٖ

আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয়।[৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে জামাতবদ্ধ হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ইখতিলাফ এবং বিচ্ছিন্নতার পথে হাঁটতে নিষেধ

---

[১] সূরা মুমিনূন, আয়াত : ৯৬।
[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৫।
[৩] সূরা আন'আম, আয়াত : ৬৮।

করেছেন। আর তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলো ধ্বংস হয়েছে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়াবিবাদ করার কারণে।[১]

আবু জা'ফর রাহিমাহুল্লাহ বলেন : ঝগড়াটে লোকদের সঙ্গ দিও না। কারণ তারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়।[২]

▪ কমেন্টকারীর জন্য যেসব বিষয় বৈধ :

কিছু বিষয় আছে এমন যেগুলো মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু সেগুলো ব্যক্তির জন্য কখনো ফেইসবুকে কমেন্ট করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করার অবকাশ আছে। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। আবার সে আচরণগুলোও প্রয়োজন অনুপাতে বৈধ হবে। যদি সে আচরণগুলো কারো অভ্যাসে পরিণত হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা হারাম।

১। সত্য প্রকাশের জন্য তর্কবিতর্ক করা :

এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে জেনেশুনে তর্কে যেতে হবে। যে বিষয়ে বিতর্ক করবে ওই বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান থাকা জরুরি। সুতরাং বিতর্ক যদি ইলম ও পূর্ণ ব্যুৎপত্তি সহকারে হয়, তাহলে সেটি প্রশংসা যোগ্য। আর যদি নিজের অজ্ঞতা নিয়েই কেউ তর্কে জড়িয়ে পড়ে, অর্থাৎ ধর্মীয় যে বিষয়টি নিয়ে সে অপরের সাথে তর্ক করছে নিজেই বিষয়টি ভালোভাবে জানে না, একাজটি অত্যন্ত নিন্দাজনক।

আল্লাহ তায়ালা নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন :

قَالُوا يَٰنُوحُ قَدْ جَٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَٰلَنَا...

তারা বলল, হে নূহ, তুমি আমাদের সাথে বাদানুবাদ করছ এবং আমাদের সাথে অতি মাত্রায় বিবাদ করছ...[৩]

---

[১] তাফসীরুল মানার : ৭/৪২১।
[২] ইবনু জারীর তবারী : ৯/৩১৪।
[৩] সূরা নূহ, আয়াত : ৩২।

রাযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, তিনি তাদের সাথে খুব তর্কবিতর্ক করেছিলেন। যা প্রমাণ করে, হকের দলিল সুদৃঢ় করা এবং সন্দেহ-সংশয় দূর করা নবিদের মিশন ছিল।[১]

কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا এটিকে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়েছেন فَأَكْثَرْتَ جَدَ لَنَا । নাহ্হাস উল্লেখ করেছেন, দ্বীনের জন্য বিতর্ক করা প্রশংসনীয়। একারণেই নূহ আলাইহিস সালাম এবং অন্যান্য নবিগণ তাঁদের আপন আপন কওমের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করেছেন। যাবত না সত্যের বিজয় হয়েছে। ফলে যে ব্যক্তি সত্যকে কবুল করে নিয়েছে সে সফল এবং কামিয়াব হয়েছে। যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে হয়েছে ব্যর্থ এবং বিফল। আর মিথ্যাকে বিজয়ী করার জন্য যে তর্কে জড়ায়, নিঃসন্দেহে সে নিন্দিত। ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগতেই সে তিরস্কারের পাত্র।[২]

ফেইসবুকের এ বিতর্ক অবশ্যই কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক হওয়া উচিত।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর।[৩]

কেননা এ বিতর্কের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে সত্য এবং কল্যাণের পথ খুঁজে নিতে সহায়তা করা। তাই একাজ যেন ইখলাসের সাথে হয়, একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা জরুরি।

---

[১] মাফাতীহুল গাইব. রাযী : ১৭/৩৪১।

[২] আল জামি' লি আহকামিল কুরআন : ৯/২৮।

[৩] সূরা নাহল, আয়াত : ১২৫।

'সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর' আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় চারটি পন্থার কথা আলোচনা করা হয় :

এক, ক্ষমার পন্থা অবলম্বন করা।

দুই, মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের ভাষায় কথা বলা, কাউকে বোকা বানানোর চেষ্টা না করা।

তিন, মানুষকে সরল পথ প্রদর্শন করা, পূর্ববর্তীদের গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকা।

চার, মানুষের ধারণ ক্ষমতা বুঝে কথা বলা।[১]

ফেইসবুকে বিতর্ক করার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখুন, বরং নিজের ওপর আবশ্যক করে নিন। আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি রহম করুন।

২। বিরোধিতার ক্ষেত্রে রাগ প্রকাশ করা :

কোনো মন্দ পোস্টের বিরোধিতার ক্ষেত্রে কখনো ক্রুদ্ধ হওয়া মুস্তাহাব। এতে প্রকারান্তরে যার ওপর রাগ করা হয়, তার ওপর ইহসান ও অনুগ্রহ করা হয়ে থাকে। কেননা এর মাধ্যমে তাকে গর্হিত কাজ থেকে নিবৃত্ত করা হয়। তাকে অন্ধকার থেকে বের করে আনার চেষ্টা করা হয়।

একবার একজন আনসারি সাহাবি এক ইহুদীকে বলতে শুনলেন, 'না, সে সত্তার কসম, যে মূসা আলাইহিস সালামকে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন...।' এ কথা শুনে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তার মুখের উপর এক চড় বসিয়ে দিলেন। আর বললেন, তুমি বলছ, সেই সত্তার কসম, যিনি মূসাকে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন, অথচ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে অবস্থান করছেন। তখন সে ইহুদী লোকটি নবিজির কাছে গেল এবং বলল, হে আবুল কাসিম! নিশ্চয়ই আমার জন্য

[১] আন নুকাত ওয়াল উয়ূন, মাওয়ারদী : ৩/২২০।

নিরাপত্তা এবং অঙ্গীকার রয়েছে, আর্থাৎ আমি একজন যিম্মী। অমুক ব্যক্তি কী করণে আমার মুখের উপর চড় মারল? তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন :

لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟

কেন তুমি তার মুখে চড় মারলে?

আনসারি লোকটি ঘটনা বর্ণনা করল। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারায় তা দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন :

لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ.

আল্লাহর নবিগণের মধ্যে কাউকে কারো উপর মর্যাদা দান করো না...।[১]

ইবনু বাত্তাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন : আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে কারো প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া এবং কঠোরতা করা সৎকাজের আদেশ অসৎকাজ থেকে বারণ করার মধ্যে গণ্য। তুমি কি লক্ষ কর না নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তাঁর চেহারার রং পাল্টে গিয়েছে![২]

৩। বিরোধীদের গালমন্দ করা :

প্রতিটি প্রেক্ষাপটের উপযুক্ত কিছু কথাবার্তা থাকে। সত্য পথের আহ্বায়ক এবং অন্যায় প্রতিরোধকারী ব্যক্তি দ্বীনের সম্মান রক্ষা, প্রতিপক্ষকে হেয় করা বা যেকোনো কল্যাণ চিন্তায় এসব বাক্য ব্যবহার করতে পারেন।

এক ব্যক্তি বলল, আমেরের আমল নিষ্ফল হয়েছে। একথা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একথা যে বলেছে সে মিথ্যা বলেছে।[৩]

---

১ সহীহ বুখারী : ৩৪১৪, সহীহ মুসলিম : ২৩৭৩।
২ শরহু সহীহ বুখারী, ইবনু বাত্তাল : ৯/২৯৪।
৩ সহীহ বুখারী : ৪১৯৬, সহীহ মুসলিম : ১৮০২।

উরওয়া ইবনু মাসউদ যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলল, মানুষের মধ্যে আমি এক যুবককে দেখছি, সে যোগ্য লোক বটে,কিন্তু সে পালিয়ে যাচ্ছে এবং আবু বকর তোমাকেও সে সাথে নিয়ে যাচ্ছে। একথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, তুমি গিয়ে লাতের ভগাঙ্কুর চোষ।

হাফিয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, শাসানোর উদ্দেশ্যে বিশ্রী কোনো শব্দ প্রয়োগ করা বৈধ। ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যার থেকে এমন কিছু প্রকাশ পেয়েছে যেকারণে সে তারই উপযুক্ত।[১] (যেমন কুকুর তেমন মুগুর!)

এসব কঠোরতা কেবল ভর্ৎসনা, ধমকি ও প্রতিরোধের জন্য। যেগুলোর ব্যবহার লাভ ক্ষতির হিসেব করেই করতে হবে। তবে এগুলো মুখলিস নাসিহ ও উপদেশদাতাদের স্বভাবে পরিণত হওয়া কিছুতেই কাম্য নয়।

▪কমেন্ট বক্সে অপরিচিত নারী-পুরুষের কথোপকথনের বিধান:

পাবলিক প্লেসে অপরিচিত নারী-পুরুষের কথোপকথন করা, যেখানে আরো বহু মানুষ অংশগ্রহণ করে, শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে শর্ত হল, এ কথোপকথন নিম্নে বর্ণিত শরয়ি নীতিমালার গণ্ডির ভেতর হতে হবে :

১। শব্দ ব্যবহারে ইসলামী আদবের খেলাফ করতে পারবে না। সন্দেহজনক ঘৃণ্য কোনো প্রকাশরীতি গ্রহণ করতে পারবে না, যেগুলো কিনা অধিকাংশ প্রেমালাপী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের স্বভাব।

২। কথোপকথন শিক্ষা দেয়া বা শিক্ষাগ্রহণ মূলক হবে।

৩। কথোপকথন সত্য প্রকাশ বা মিথ্যার অপনোদন বিষয়ক হতে হবে।

---

[১] ফাতহুল বারী : ৫/৩৪০।

▪ মাসআলা : ফেইসবুক ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে সুখদুঃখ প্রকাশক স্টিকার ব্যবহারের বিধান কি? এগুলোকে চিত্রাংকন বলে ধরা হবে?

এসব স্টিকার দুপ্রকার :

প্রথম প্রকার : স্টিকারটি একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি। যা কোনো একটি প্রাণীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন মানুষ, পাখি বা অন্যকোনো প্রাণী। এগুলো একদম বৈধ নেই।

দ্বিতীয় প্রকার : স্টিকারটি পূর্ণাঙ্গ ছবি নয়। যেমন শুধু মাথা বা অন্যকোনো অঙ্গ। অথবা একাধিক অঙ্গের ছবি। আলেমগণের মধ্যে অনেকের মতামত হচ্ছে, যে অঙ্গ ব্যতীত প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না এমন কোনো অঙ্গ যদি চিত্রের ভেতর না থাকে, তবে সে চিত্র ব্যবহারে অসুবিধে নেই। যেমন মাথাহিন চিত্র বা প্রাণীর অর্ধেক চিত্র, ইত্যাদি।

সুতরাং কোনো প্রাণীর ছবি যদি এমন হয়, যার নকশাটি পূর্ণাঙ্গ নয়, এমনকি সেটিকে বাস্তব মানুষ বা কোনো প্রাণী বলা যায় না; তাঁদের মতানুযায়ী এটিকে নিষিদ্ধ ছবির মধ্যে গণ্য করা হবে না।

আল্লামা আবু আবদুল্লাহ আল খারাশি রাহিমাহুল্লাহ শরহু মুখতাসারি খলিল গ্রন্থে ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার আলোচনা শেষ করে বলেন, এটি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ছবির ক্ষেত্রে। বাহ্যিক এমন কোনো অঙ্গ যদি না থাকে (যে অঙ্গ ছাড়া প্রাণী বাঁচে না,) সেক্ষেত্রে তা দেখা বৈধ।

ইমাম ও ফকিহ ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন : ছবি যদি মাথা ছাড়া হয় বা শরীর ছাড়া মাথা থাকে, অথবা শুধু মাথা বানানোর পর বাকি পুরো শরীর যদি প্রাণী ব্যতীত অন্য কিছুর হয়, তবে সেটি নিষিদ্ধের আওতার ভেতর পড়বে না। কেননা সেটি কোনো প্রাণীর ছবি নয়।[১]

---

১ আল মুগনী শরহুল মুখতাসারিল খিরাকী, ইবনু কুদামা মাকদিসী : ৭/২৮২।

তাঁদের দলিল হচ্ছে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক ছবিযুক্ত কাপড় টুকরো টুকরো করে ফেলার ঘটনা। তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরলেন। আমার কাছে ছবিযুক্ত একটি কাপড় ছিল। সেটি আমি বাড়ির আঙ্গিনার দরজামুখে টানিয়ে দেই। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি হাতে ধরলেন। তাতে নবিজির দৃষ্টি আকৃষ্টি হল। তিনি বললেন :

أَتَسْتُرِيْنَ الْجِدَارَ؟

তুমি দেয়ালকে পোশাক পরিধান করিয়েছ?

ফলে আমি সেটি দিয়ে দুটি বালিশ বানিয়ে ফেললাম। তারপর দেখলাম নবিজি সেগুলোতে হেলান দিচ্ছেন।[১]

এক্ষেত্রে মুসলিম শরিফে ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে এই :

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَا الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ.

আল্লাহ তায়ালা আমাদের পাথর অথবা মাটিকে বস্ত্র পরানোর নির্দেশ দেননি।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা চাদরটি কেটে দুটি বালিশ তৈরি করলাম এবং সে দুটির অভ্যন্তরে খেজুর বৃক্ষের আঁশ ঢুকিয়ে দিলাম। তাতে তিনি আমাকে আর দোষারোপ করলেন না।[২]

হাফিয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন : পর্দা কেটে ফেলার মাধ্যমে ছবিটিকে যখন দুটুকরো করে ফেলা হল, তখন সেটি ছবির হুকুম থেকে বের হয়ে গেছে।[৩]

আমির সানআনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : পর্দা টুকরো করে ফেলার পর ছবির অস্তিত্বই আর থাকেনি।[৪]

---

[১] সহীহ ইবনে হিব্বান : ৫৮৪৩।

[২] সহীহ মুসলিম : ৫৮৪৩।

[৩] ফাতহুল বারী : ১০/৩৯০।

[৪] আত তাহরীর লি ঈদহি মাআনিত তাইসীর, সানআনি : ৪/৬৫০।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لِيْ: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُوْنَ دَخَلْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيْلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، وَكَانَ فِيْ الْبَيْتِ كَلْبٌ ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ ، فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ ، وَمُرْ بِاالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ، فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوْذَيْنِ تُوْطَآنِ ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ.

জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসে বলেন, গত রাতে আমি আপনার নিকট এসেছিলাম, কিন্তু আমি প্রবেশ করিনি। কারণ ঘরের দরজায় ছবি ছিল, ঘরের মধ্যে ছিল ছবিযুক্ত পর্দা এবং ঘরের ভেতর ছিল কুকুর। সুতরাং আপনি ঘরে ঝুলানো ছবির মাথা কেটে দেয়ার আদেশ করুন, তাহলে তা গাছের আকৃতিতে পরিণত হবে। পর্দাটি কেটে দুটি বালিশ বানাতে আদেশ করুন, যেগুলোকে সাধারণ বালিশের মতো ব্যবহার করা হবে এবং কুকুরটিকে বের করে দেয়ার হুকুম দিন।[১]

এ হাদিসের আলোকেও বুঝা যায়, অপূর্ণাঙ্গ ছবির বিধান পূর্ণাঙ্গ ছবির বিধানের মতো নয়।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, সুখদুঃখ এবং অন্যান্য ভাব প্রকাশের জন্য যেসব স্টিকার ব্যবহার করা হয়, সবগুলোতেই মাথা আছে। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

الصُّوْرَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلاَ صُوْرَةَ.

মাথাটিই ছবি। সুতরাং যখন মাথা কেটে ফেলা হবে, তখন আর সেটি ছবি থাকবে না।[২]

---

১ সুনানে আবু দাউদ : ৪১৫৮, জামে তিরমিযি : ২৮০৬।

২ সুনানুল কুবরা, বাইহাকী : ৭/৪৪১।

এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, মাথাটিই মূলত ছবির ক্ষেত্রে হারাম।

আমি এর জবাবে বলব, এ হাদিস শুধু মাথার ছবি নিষিদ্ধ হওয়া বুঝাচ্ছে না। বরং এ কথা বুঝাচ্ছে, মাথা সরিয়ে ফেলার দ্বারা ছবি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর ইতোপূর্বে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদিস থেকে আমরা জেনেছি, তিনি পর্দাটিকে দুটুকরো করে দুটি বালিশ বানিয়েছিলেন। সেগুলোতে নবিজি হেলানও দিয়েছেন এবং নবিজি এ বিষয়ে তাঁকে আর তিরস্কার করেননি। এতে কোনো সন্দেহ নেই, দুটি বালিশের যেকোনো একটিতে অবশ্যই মাথার ছবি ছিল।

হাফিয ইবনু হাজার ও আল্লামা সানআনি রাহিমাহুমাল্লাহ এর বর্ণনা থেকেও এ বিষয়টি বুঝে আসে।

এ কারণেই শাইখ আলি রাহিমাহুল্লাহ, যিনি আযিযি নামে প্রসিদ্ধ, তিনি সিরাজুল মুনির শরহুল জামিয়িস সগির গ্রন্থে বলেন, 'মাথাটিই ছবি' অর্থাৎ, নিষিদ্ধ ছবি হচ্ছে যে ছবিটি মাথাসহ হয়।

'যখন মাথা কেটে ফেলা হবে, তখন আর সেটি ছবি থাকবে না।'

সুতরাং প্রাণীর ছবি হারাম। যখন সেটির মাথা কেটে ফেলা হবে বা এমন কিছু করা হবে যে অবস্থা নিয়ে প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না, তখন আর নিষিদ্ধ হবে না।

আমির সানআনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : 'যখন মাথা কেটে ফেলা হবে, তখন আর সেটি ছবি থাকবে না।' কেননা সেটি আর কোনো প্রাণীর ছবি থাকেনি। সুতরাং যখন কেউ নিষিদ্ধ কোনো ছবির মাথা কেটে ফেলবে, সেটি আর হারাম ছবি বলে গণ্য হবে না। কারণ হচ্ছে, মাথা ছাড়া ছবি বলা হয় না।[১]

ইবনু কুদামা মাকদিসি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : ছবি থেকে যদি এমন কোনো অঙ্গ কেটে ফেলা হয়, যা ব্যতীত প্রাণী বাঁচতে পারে না,

---

[১] আত তানবীর শরহুল জামিয়িস সগীর : ৭/৭৪।

যেমন বুক, পেট; অথবা ছবির মাথাটি আলাদা করে বানানো হল, তবে এ ছবি নিষিদ্ধ হবে না। কারণ এগুলো ছাড়া পূর্ণাঙ্গ ছবি হয় না। তাই এমন ছবির বিধান মাথা কাটা ছবির বিধানের মতো।[১]

আল্লামা মানসুর বিন ইউনুস বাহুতি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : ছবি থেকে যখন মাথা বা এমন কোনো অঙ্গ বাদ দেয়া হয় যে অঙ্গ ছাড়া প্রাণী বাঁচে না, এমন ছবি কোনো সমস্যা নেই।[২]

আল্লামা মানসুর বাহুতি আরো বলেন : ছবি থেকে এমন কিছু বাদ দেয়া হল যেটি ছাড়া প্রাণী বেঁচে থকতে পারে না, যেমন মাথা, বক্ষ, পেট ইত্যাদি। অথবা মাথা, বক্ষ বা পেট এগুলো ছাড়াই ছবি আঁকা হল। অথবা মাথাটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আঁকা হল। অথবা দেহ ছাড়া শুধু মাথা আঁকা হল। এসব নিষিদ্ধ ছবির আওতায় পড়ে না।[৩]

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো থেকে আরো কিছু বিষয় বুঝে আসে :

১। ফেইসবুক স্টিকারগুলোতে বাস্তব চেহারার কোনো নিদর্শন নেই। যেমন দুচোখ, মুখ ও নাক নেই। নেই মাথা, দু কান। আলেমগণের মধ্যে অনেকে বলেছেন, ছবি যদি এমন ছোট হয় যে, গভীরভাবে লক্ষ না করলে দর্শকের চোখে পড়ে না, তবে কোনো সমস্যা নেই।[৪]

২। যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে যেসব স্টিকার ব্যবহার করা হয়, এগুলো নিষিদ্ধ ছবির সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া এগুলোকে খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা হয়। (যাতে সম্মানের কোনো বিষয় যুক্ত নেই।) ছবির এ ধরণের ব্যবহার এবং দেখা মুবাহ, বৈধ।

৩। এসব স্টিকার অবাস্তব ও কাল্পনিক।

---

১ আল মুগনী : ৭/২৮২।
২ শরহু মুনতাহাল ইরাদাত : ৩/৩৫।
৩ কাশ্শাফুল কানা' আন মাতনিল ইকনা' : ৫/১৭১।
৪ ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, লাজনাতু মিন উলামাইল আহনাফ : ১/১০৭।

সপ্তম অধ্যায়

ফেইসবুক মেসেজ সম্পর্কিত শিষ্টাচার

ফেইসবুক মেসেজের কিছু আদব ও নিয়ম আছে। এ নিয়মগুলো ফেইসবুক ব্যকহারকারীদের মেনে চলা কর্তব্য। যাতে নিজের এবং অন্যদের সময় নষ্ট না হয়। আর কারো কষ্ট বা বিরক্তির কারণও যাতে না হয়।

১। মেসেজের জন্য উপযোগী সময় নির্বাচন করুন :

কাউকে মেসেজ পাঠিয়ে বা কোনো প্রশ্ন করে অপর প্রান্ত হতে তৎক্ষণাৎ উত্তরের আশা করবেন না। যদিও তার পেইজ সক্রিয় থাকে। কেননা অনেক সময় উত্তর দেয়ার মতো ফুরসত থাকে না। তাই নিয়ম হচ্ছে, মেসেজের জন্য উপযোগী কোনো একটি সময় বেছে নেওয়া। কারণ মানুষের ব্যস্ততা অনেক। বহু কাজ। তাছাড়া খাবার, বিশ্রাম ও ঘুমের জন্যও অবসর দরকার। আর মানুষের এ প্রয়োজনগুলোর গুরুত্ব আপনার প্রয়োজনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

প্রাপক যদি ওযর পেশ করে অন্য সময় কথা বলবে জানায়, আপনি খুশিমনে তার ওযর গ্রহণ করে নিন।

আর যদি বলে, অপেক্ষা কর, তবে অপেক্ষায় থাকুন। সন্তুষ্ট থাকুন, বিরক্ত হবেন না।

কারণ যার সাক্ষাতে যাওয়া হয়, শরিয়ত তাকে ওযর পেশ করার সুযোগ দিয়েছে। সুতরাং প্রাপকও সে সুযোগ পাবে। দেখুন, আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَاِنۡ قِيۡلَ لَكُمُ ارۡجِعُوۡا فَارۡجِعُوۡا هُوَ اَزۡكٰى لَكُمۡ

আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে ফিরে আসবে। এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র।[১]

তোমরা ফিরে যাও। এতে মনে লাঞ্ছনা নিও না। মনে করো না ঘরের লোকেরা তোমাদের কষ্ট দিয়েছে। তোমাদের অপছন্দ করেছে। কারণ মানুষের আভ্যন্তরীন অনেক বিষয় থাকে। ওযর থাকে।[২]

২। মেসেজের শুরুতে সালাম দিন :

কারণ মেসেজদাতার হুকুম আগমনকারীর হুকুমের মত। সুতরাং ইসলামি অভিবাদন দিয়ে মেসেজ শুরু করুন। লেখুন, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ্। এটি ইসলামের প্রতীক। নিরাপত্তা এবং শান্তির চাবিকাঠি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের আভিজাত্যের নিদর্শন। এ নির্দেশনা হাদিসেও এসেছে।

রিবয়ী ইবনে হিরাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমের গোত্রের এক লোক আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন, সে এক দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে গিয়ে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তখন নবিজি ঘরে অবস্থান করছিলেন। সুতরাং সে নিবেদন করল, আমি কি প্রবেশ করব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেমকে বললেন:

أُخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الْإِسْتِأْذَانَ. فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. أَأَدْخُلُ؟

[১] সূরা নূর, আয়াত : ২৮।
[২] আয যিলাল : ৪/২৫০৮।

বাইরে গিয়ে এ লোকটিকে অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি শিখিয়ে দাও এবং তাকে বলো, তুমি বলো, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করবো?

ফলে লোকটি এ কথা শুনে বলল, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করবো? অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে প্রবেশ করল।[১]

এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, সালাম সবার আগে তারপর অন্যকিছু। তাই মেসেজের শুরুতেই সালাম লিখে নিন। এরপর বাকি মেসেজ লিখুন।

এমনিভাবে মেসেজ প্রাপকও আগে সালামের উত্তর লিখবে।

ইসলামি মুবারক এ অভিবাদন কিছুতেই বাদ দেবেন না। এড়িয়ে যাবেন না। হাই! হ্যালো! শুভ সকাল! শুভ রাত্রি! -না, এসব নয় বরং সালাম দিন।

৩। মেসেজ প্রাপকের জন্য সুন্নত প্রেরককে স্বাগত জানানো

সাক্ষাতের সময় স্বাগত জানানো নবিদের সুন্নত।

মি'রাজের রাতে যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করানো হয়, আদম ও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নবিজিকে অভিবাদন জানিয়ে বলেন :

مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবির প্রতি খোশ আমদেদ।

ইয়াহিয়া, মূসা, ঈসা, ইদরীস ও হারূন আলাইহিস সালামগণ বলেন :

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবির প্রতি খোশ আমদেদ।[২]

---

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৫১৭৭।
[২] সহীহ বুখারী : ৩৮৮৭, সহীহ মুসলিম : ১৬৪।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়ে ফাতিমাকে বলেন :

مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ.

আমার স্নেহের কন্যাকে মোবারকবাদ।[১]

উম্মেহানীকে বলেন :

مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ.

উম্মেহানীকে মোবারকবাদ।[২]

আবদুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে লক্ষ করে বলেন :

مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ.

স্বাগতম সে গোত্র বা প্রতিনিধি দলের প্রতি।[৩]

৪। প্রয়োজন তলবে তাড়াহুড়া না করা :

তাই শুধু আসসালামু আলাইকুম লিখেই সালামের উত্তরের অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। বরং সালাম লিখেই প্রয়োজনের কথা বলুন। সালামের পর বলা শুরু করবেন না- কেমন আছো। এটা লিখে আবার অপেক্ষা করতে শুরু করলেন, এমন যেন না হয়। আবার এ কথাও বলবেন না, প্রশ্ন করা যাবে? এরপর অনুমতির অপেক্ষা করতে থাকলেন। টুকরো টুকরো মেসেজ পাঠাবেন না। তবে যদি আলাপ চলতে থাকে সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। এমনিভাবে কারো অতি প্রশংসাও করবেন না।

৫। নিজের পরিচয় দেওয়া :

বিশেষ করে যখন মেসেজ প্রাপক জানতে চায়। কারণ অনেক ফেইসবুক পেইজের নাম থাকে অস্পষ্ট। যেমন আবু ইসমাঈল- ইসমাঈলের বাবা, ইত্যাদি। সুতরাং আপনাার কাছে যখন পরিচয় জানতে চাওয়া হয়, এ কথা বলবেন না, আমি ইসমাঈলের বাবা।

---

[১] সহীহ বুখারী : ৩৬২৩, সহীহ মুসলিম : ২৪৫০।

[২] সহীহ বুখারী : ৩৫৭।

[৩] সহীহ বুখারী : ৮৭।

কারণ এটি অস্পষ্ট পরিচয়। পূর্ববর্তী নেককারগণ কখনো এমন অস্পষ্ট করে উপনাম দিয়ে পরিচয় দিতেন না। তাই পরিচয় দেওয়ার সময় অবশ্যই নাম বলবেন। বলবেন, আমি অমুকের ছেলে অমুক। তবে এটি হচ্ছে যদি ব্যক্তি উপনামে প্রসিদ্ধ না হয়, যে উপনামটি তার আসল নামের স্থান দখল করে নিয়েছে। অন্যথায় উপনাম দিয়ে পরিচয় তুলে ধরাতে কোনো অসুবিধে নেই।

৬। মানুষকে যথার্থ মর্যাদা দান :

মেসেজে আপনি যার সাথে কথা বলছেন, তার বয়স, মর্যাদা, আত্মীয়তা এসব বিচারে আদবের প্রতি লক্ষ রাখুন। বিশেষত আলেমদের মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখুন।

দেখুন, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ.

তোমরা মানুষের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করো।[১]

উবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا، يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا.

সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান দেয় না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আলেমদের অধিকার সম্পর্কে জানে না।[২]

আর কাফেরদের স্বাগত জানানো, তাদের সাথে কথা বলা ইত্যাদি বিষয়ে স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে।

---

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৪২।
[২] মুসনাদে আহমদ : ২২৭৫৫, আদাবুল মুফরাদ, বুখারী : ৩৫৫, মুসতাদরাকে হাকেম : ৪২১।

৭। আলোচনা দীর্ঘ না করা :

প্রতিটি জায়গার নির্ধারিত আলাদা বাচনরীতি আছে। আছে কথার নির্দিষ্ট পরিমান। তাই বাচালতা এবং বিরক্তি সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকুন। দীর্ঘসূত্রতা এবং বোঝা হওয়া থেকে দূরে থাকুন।

৮। মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা :

বন্ধুকে মেসেজ লেখার পর দেখতে পেলেন সে আর আগের মতো নেই। তার মাঝে আগের সে অন্তরঙ্গভাব নেই। অভিবাদনে নেই পূর্বের সে উষ্ণতাও। এতে বিচলিত হবেন না। ধরে নিন, হয়ত আপনার পক্ষ হতে কোনো ত্রুটি হয়েছে। অথবা তার অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। অথবা তার মন মেজায ভালো নেই। তার আনন্দঘন জীবনের ছন্দপতন ঘটেছে। তাই তার প্রতি সুধারণা রাখুন। সন্দেহের পিছে পড়বেন না। এতে করে আপনার এক সুহৃদ ভাইয়ের প্রতি খারাপ ধারণা জন্ম নেবে।

যদি কোনো প্রমাণ পেয়ে যান যে, সে আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাহলে ভেবে দেখুন আপনি কী ভুল করেছেন। আপনার অপরাধটা কী। যদি না পান, তবে চিন্তা বাদ দিন।

৯। প্রয়োজন ব্যতীত অন্যের পেইজে মেসেজ না পাঠানো :

এতে অনেকে বিরক্তিবোধ করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কখনো এতে সম্মতিও জানায়। তাছাড়া কোনো কারণবশতও অনেকে এটি পছন্দ করেন না।

১০। সালাম দিয়ে মেসেজ শেষ করা :

যেমনিভাবে সালামের মাধ্যমে মেসেজ লেখা শুরু করেছেন, তেমনি ইসলামের প্রতীক এ সালামের মাধ্যমেই মেসেজ শেষ করুন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ. فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ.

তোমাদের কেউ মজলিসে উপস্থিত হলে যেন সালাম দেয় এবং মজলিস হতে বিদায়ের সময়ও যেন সালাম দেয়। প্রথম সালাম শেষ সালামের চেয়ে জরুরি নয়।[১]

▪ মেসেজপ্রেরক ও এডমিন :

অনেক দায়ী, তালিবে ইলম ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের পেইজের এডমিন সেজে বসেন। আল্লাহর পথের দায়ী ও আহ্বায়কদের জন্য এটি সমিচিন নয়। বিনয়ের পথ অবলম্বন করা এবং গোপনীয়তা পরিহার করা তাদের জন্য জরুরি। তাদের উচিত সরাসরি মেসেজের সুযোগ করে দেওয়া।[২]

এটি সাধারণদের জন্য প্রযোজ্য। তবে খাস উলামা ও মাশায়েখগণের জন্য ব্যাপকভাবে মেসেজের উত্তর প্রদান সম্ভব নয়। তাই এডমিন মারফত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো তাঁদের সামনে উপস্থাপন করা হলে তাঁরা সেগুলোর উত্তর প্রদান করবেন। এতে তাঁরা অনর্থক মেসেজের বিরক্তি থেকে রেহাই পাবেন।

▪ মেসেজপ্রেরক ও ফাতাওয়া প্রদানকারী শাঈখ :

ফাতাওয়া তলব ও ফাতাওয়া প্রদানের সুন্দর একটি পদ্ধতি হচ্ছে এই, ফাতাওয়া প্রার্থী প্রশ্ন করার পূর্বে লিখবেন :

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। জনাব, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমার প্রশ্ন হল ...।

---

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৫২০৮।

[২] এ কথাটি ওই সকল দায়ীদের জন্য, যাদের ফেইসবুক ইত্যাদিতে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো যথেষ্ট সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নের জবাব দেন না।

আর ফাতাওয়া প্রদানকারী উত্তর প্রদানের পর লিখবেন :

জাযাকুমুল্লাহু খাইর। আল্লাহ তায়ালা আপনাকেও উত্তম প্রতিদান দিন। ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

এটি ফাতাওয়া তলব ও প্রদানের সংক্ষিপ্ত ও ভদ্রোচিত একটি তরিকা। যা বাহুল্য থেকে মুক্ত।

▪ ফেইসবুক মেসেজের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা :

১। কারো বুদ্ধিমত্তা পরিক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করা :

বিশেষকরে কোনো তালিবে ইলমকে। এমন হল যে, কেউ কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করল। তালিবে ইলম উত্তরও দিয়ে দিল। একদম স্পষ্ট উত্তর। তারপর প্রশ্নকারী তালিবে ইলমের সঙ্গে শুরু করে দিল যুক্তিতর্ক। তাকে পরাজিত করতে চেষ্টা করল। এমন কখনো না হওয়া চাই।

২। কোনো বিষয়ে কারো সংশ্লিষ্টতা জানতে প্রশ্ন করা :

ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে জানতে তাকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করা। অথবা তার থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাওয়া। বিদআতী কোনো মতাদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিনা খতিয়ে দেখা। ফেইসবুকে এ কাজ না করাই ভাল।

৩। আলাপরত অবস্থার ছবি তোলা এবং তা প্রচার করা :

কল্যাণকর কোনো বিষয় নিয়েও যদি আলোচনা হয় তবুও অনুমতি ছাড়া এসব ছবি প্রকাশ করা খেয়ানত ও বিশ্বাস ঘাতকতার শামিল।

সুতরাং যদি সে কথোপকথনে কোনো ভুল বা গুনাহের বিষয় থাকে?!

এখানে এতটুকুই... খেয়ানত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

■ কষ্টদায়ক মেসেজ :

মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হারাম। নিষিদ্ধ তার সাথে খেয়ানত করা। তার মান-মর্যাদায় আঘাত দেওয়া অবৈধ। মেসেজের ক্ষেত্রে মানুষ যে বিড়ম্বনার শিকার হয় তার মধ্যে মেসেজের ছবি প্রকাশ করে দেওয়া অন্যতম।

কোনো মুসলিমের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করা, ঘৃণা ছড়ানো জায়েয নেই। ব্যক্তিগত মেসেজের ছবি প্রকাশ করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়। চাই মেসেজের আলোচনা যে বিষয়েই হোক না কেন।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

কেউ কোনো কথা বলার পর মুখ ঘুরালে (কেউ শুনেছে কিনা তা দেখলে) সে কথাটি আমানত স্বরূপ।[১]

মুখ ঘুরানোর অর্থ হচ্ছে এদিক সেদিক তাকানো। এতে বোঝা যায় যে, সে একথাটি আর কারো কাছে প্রকাশ করতে চাচ্ছে না। ফলে কথাটি তার পক্ষ হতে আপনার কাছে আমানত হিসেবে থাকবে। যা সে আপনার কাছে জমা রেখেছে। সুতরাং আপনি যদি সে কথাটি কাউকে বলে ফেলেন, তবে আপনি আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করলেন। আমানত অপাত্রে হস্তান্তর করলেন। যালিমের খাতায় তুলে নিলেন নিজের নাম। তাই এসব কথা গোপন রাখা ওয়াজিব।[২]

কাসিমি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা। যদি এতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তবে এটি হারাম। আর যদি ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে এটি নিন্দনীয় কাজ বলে গণ্য হবে।[৩]

---

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৬৮, জামে তিরমিযী : ১৯৫৯।

[২] ফাইযুল কাদীর, মুনাওয়ী : ১/৩২৯।

[৩] মাওইযাতুল মুমিনীন মিন ইহয়াই উলূমিদ দ্বীন : ১৯৪।

মাওয়ারদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : অন্যের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া নিজের গোপন কথা মানুষের সামনে বলার চেয়ে ঘৃণ্য কাজ। কেননা এতে দুটি মন্দকাজের যে কোনো একটি অবশ্যই হয়। যদি ব্যক্তি তাকে মু'তামান বা বিশ্বস্ত মনে করে কথাটি বলে থাকে, আর সে অন্যের কাছে তা ফাঁস করে দেয়, এটি হবে খিয়ানত। আর মুসতাওদা' বা আমানত হিসেবে বলে থাকলে এতে সে পরনিন্দুক সাব্যস্ত হবে। এ দুটির ক্ষতি কখনো সমান সমান আবার কখনো কমবেশি হয়। তবে উভয়টিই নিন্দনীয় কাজ। যেকারণে সেও তিরস্কার ও ভর্ৎসনার উপযুক্ত।[১]

রাগিব ইস্পাহানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : গোপন বিষয় দুপ্রকার :

প্রথম প্রকার হচ্ছে, যে কথা মানুষ গোপন করতে চায়। হয়তো গোপন করার বিষয়টি মুখে বলে দেয় যে, এটি কাউকে বলো না। অথবা এটি ব্যক্তির অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে, সে কথাটি বলার জন্য একা একা নিরবে এসেছে। অথবা সে আওয়াজ নিচু করছে, বা অন্যান্য সঙ্গীদের থেকে লুকোচ্ছে। এটিই উদ্দেশ্য এ হাদিসে।[২]

সুতরাং কারো মেসেজের ছবি তোলা তার সাথে ধোঁকা ও প্রতারণা করা। আমানতের খিয়ানত করা। আর সে মেসেজ অন্যদের কাছে প্রচার করা আরো বড় ধোঁকা। আরো বড় খিয়ানত।

তাই হে আল্লাহর বান্দা! আমানতের খিয়ানত করবেন না। আপনার ভাইদের সাথে গাদ্দারি করবেন না।

▪ মহিলা এবং পুরুষদের মধ্যে লিখিত ফেইসবুক মেসেজ বিনিময় করার হুকুম কি?

জেনে রাখবেন, পুরুষ মহিলার সঙ্গে বা মহিলা পুরুষের সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া এবং ফিতনার আশংকা মুক্ত হওয়া ব্যতীত কথা বলা জায়েয নেই। তাছাড়া অপরিচিত নারী পুরুষের কথা বলার

---

১ আদাবুদ দুনয়া ওয়াদ দ্বীন, মাওয়ারদী :

২ আয যারীআতু ইলা মাকারিমিশ শরীআহ, রাগিব ইস্পাহানি : ২১২।

সময় কখনোই কোমল স্বরে কথা বলা যাবে না। দেখুন, আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝۳۲

হে নবিপত্নিগণ, তোমরা অন্যকোন নারীর মত নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।[১]

এ আয়াতে যদিও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তবে এর হুকুম সাধারণ নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বরং সাধারণ নারীদেরই এ হুকুম বেশি প্রয়োজন।

ফেইসবুকে লিখিত মেসেজ বিনিময় করার বিধান :

এ মেসেজগুলো মূলত দু ধরণের হয়ে থাকে :
এক, শিক্ষামূলক সেবা সম্বলিত মেসেজ আদান-প্রদান। যেমন নারী-পুরুষদের পরস্পর কোনো গবেষণা বা বইপত্র বিনিময়, অথবা কোনো সমস্যার সমাধান বা এমন কোনো পরামর্শ প্রদান যা জনসমক্ষে বলা যায় না।

এসব মেসেজের বিধান ব্যক্তির নিজের ওপর নির্ভর করে। নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই। সুতরাং যে নিজের ভেতর দুর্বলতা অনুভব করে এবং শয়তানের ফাঁদে পড়ে যাওয়ার আশংকা করে, তার জন্য এসব মেসেজ থেকেও বিরত থাকা এবং নিজেকে হিফাজত করা ওয়াজিব।

---

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩২।

আর যে ব্যক্তির নিজের ওপর আস্থা এবং দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে তার জন্য কিছু শর্তসাপেক্ষে এ ধরণের মেসেজ আদান-প্রদান বৈধ :

প্রথম শর্ত : দুজনের মধ্য হতে কেউই ব্যক্তিগত প্রশ্নে যাবে না। যেমন বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, বাসস্থান, পড়াশোনা, ইত্যাদি কোনো কিছু জানতে চাইবে না।

দ্বিতীয় শর্ত : নির্ধারিত বিষয়বস্তু বহির্ভূত কোনো কথা বলবে না। দুজনের মধ্যে কেউ যদি এমন কোনো কথা বলে, অপরজনের জন্য ওই বিষয়ে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানানো কর্তব্য।

তৃতীয় শর্ত : এ মেসেজ সম্পর্কে অভিভাবকগণ অবগত থাকা। যেমন পিতা বা স্বামীর জানা থাকা। যাতে এ মেসেজ শয়তানের হাতিয়ারে পরিণত না হয়।

দুই, পরিচিতি মেসেজ। ফেইসবুকের এ নীল দুনিয়ায় একদল বিভ্রান্ত যুবক যুবতীদের ফাঁদে ফেলার জন্য কখনো পরিচিতি মেসেজ লিখে থাকে। নারী-পুরুষের মধ্যে এসব মেসেজ আদান-প্রদান কখনো বৈধ নয়। ইসলামে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ হারাম। তেমনি প্রত্যেক ওই কাজ যা মানুষকে হারাম পথে নিয়ে যায়, তাও হারাম। যদিও তা মুবাহ বা বৈধ কোনো কাজ হয়। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ

হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না।[১]

সদিচ্ছা এবং নিজেকে পাক সাফ মনে করেও এসব মেসেজ আদান-প্রদান করা ঠিক নয়।

আতা ইবনে আবি রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন : সরকারি ধনাগারের ব্যাপারে যদি আমি নিজেকে নিয়ে আশ্বস্ত হতাম, তবে অবশ্যই

১ সূরা নূর, আয়াত : ২১।

আমি কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যেতাম। আমি কোনো কুশ্রী দাসীর ক্ষেত্রেও নিজের কুপ্রবৃত্তিকে নিরাপদ মনে করি না।[১]

তাঁর এ কথা প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : হযরত রাহিমাহুল্লাহ যথার্থই বলেছেন। কারণ হাদিসে এসেছে :

أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

সাবধান! কোনো পুরুষ যেন কোনো অপরিচিত নারীর সাথে গোপনে মিলিত না হয়। কারণ এক্ষেত্রে শয়তান তাদের তৃতীয়জনরূপে হাজির হয়।[২]

তাছাড়া কেউ যদি মনে করে, অথবা শয়তান তার মগজে এ কথা ঢুকিয়ে দেয় যে, এ পরিচয় এবং বন্ধুত্ব বিবাহের উদ্দেশ্যে। বিবাহের নিয়ত তো ভাল, তবে এটি একটি কল্পিত এবং ধারণাপ্রসূত বিষয়। অথচ কল্যাণ বয়ে আনার চেয়ে অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে বাঁচা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই মদ হারাম করা হয়েছে, যদিও মদের ভেতর কিছু উপকারিতাও বিদ্যমান। তবে তাতে ভালোর চেয়ে মন্দের দিকটাই প্রবল। জুয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, এ দুটোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। আর তার পাপ তার উপকারের চেয়ে অধিক বড়।[৩]

[১] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী : ৫/৮৮।
[২] মুসনাদে আহমদ : ১৫৬৯৬।
[৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৯।

এ মদ এবং জুয়া মানুষকে আরো কত হারাম কাজে জড়িয়েছে। কত মানুষকে ঠেলে দিয়েছে অন্ধকার জগতে। আছে কি এগুলোর কোনো হিসাব?

তাই যে কাজ মানুষকে হারাম পথে নিয়ে যায়, সে কাজটিও হারাম। আর সালিহীন ও সৎকর্মশীলদের চেয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার লোকই ঢের বেশি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ- আল্লাহর তাওফিক ছাড়া ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়।

অনেক যুবক-যুবতীরা বলে থাকে : নিজের ব্যাপারে আমার আস্থা আছে!

তাদের জানা উচিত, ফিতনার স্থলে গিয়ে ঈমান পরিক্ষা করা মুসলমানের জন্য জায়েয নেই। কারণ এতে ভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতির আশংকা থাকেই।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مِنكُمْ بِخُرُوْجِ الدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيْهِ فَيَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَمَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الشُّبُهَاتِ. مَنْ سَمِعَ

তোমাদের মধ্যে যে দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা শোনে সে যেন তার থেকে দূরে সরে যায়। কারণ দাজ্জাল যার কাছে আসবে, সে তাকে দেখে মুমিন মনে করবে। ফলে সে তার সন্দেহজনক বিষয়গুলোর অনুসরণ করতে থাকবে।[১]

তদুপরি ভাল উদ্দেশ্য কর্মের ন্যায্যতা দেয় না, অথবা বলা যায় ব্যক্তি এর মাধ্যমে নিজের অপরাধকে বৈধ বলে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। তাই এ পথটি বন্ধ করে দেওয়াই প্রয়োজন। যাতে নারী-পুরুষ নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে না পড়ে, অন্ধকার পথে পা না বাড়ায়।

আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ

---

১ মুসতাদরাকে হাকেম : ৪/৫৭৬।

শুভ সমাপ্তি

আল্লাহ তায়ালার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যার অনুগ্রহে সম্পদিত হয় ভাল কাজসমূহ। দুরূদ ও সালাম নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে রাসুলদের আগমন এবং ঐশীবার্তা প্রেরণের ধারা ।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আমাদের শেষ বয়সটা যেন জীবনের সেরা সময় হয় এবং জীবনের শেষ কাজগুলো যেন হয় সেরা কাজ। আর তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিনটি যেন হয় জীবনের সর্বোত্তম দিন।

বইটি এখানেই সমাপ্ত হল। একে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিটি জিনিসই সুন্দর। সমালোচক সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন। আর সঠিক বিষয় প্রতিটি লেখকের হারানো সম্পদ।

ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ, ওয়াআলিহী ওয়াসাহবিহী ওয়া সাল্লাম...

ফেইসবুক: ক্ষতি নয়, কল্যাণ বয়ে আনুক। বইটি যখন আপনার হাতে এসে পৌঁছেছে, ততদিনে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আফ্রিকার লাখো পাঠক বইটির সুখপাঠ সমাপ্ত করেছেন। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে পাঠক মহলের। বর্তমান সমাজে ফেইসবুক আত্মিকব্যাধির রূপ নিয়েছে। বহু মনোরোগের উৎস হয়ে দাড়িয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশে এ রোগ নিরাময়ের বেশ কিছু পদক্ষেপ চোখে পড়লেও বাংলাদেশে তেমন জোরালো পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। অথচ বর্তমানে এ রোগ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। যুবশক্তিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। প্রতিনিয়ত দুর্বল করে দিচ্ছে আমাদের চেতনার ভিতকে। হুমকির মুখে পড়ছে প্রাইভেসি। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে আমাদের গড়ে তোলা সমাজ ও ইসলামি সভ্যতা সংস্কৃতি। এসব হচ্ছে ফেইসবুকের অনিয়ন্ত্রিত লাগামহীন ব্যবহারের ফলে। ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা আমাদের সামনে না থাকার দরুন। অথচ সময়কে কাজে লাগালে জনশক্তির বিচারে এতদিনে আমরা থাকতাম বিশ্বের অন্যতম উন্নত ও শীর্ষস্থানীয় জাতি। সঠিক উপায়ে অন্যায়ের প্রতিবাদে আমরা পেতাম শিরোপার সম্মান। ফেইসবুকের নীলসাদা জগত থেকে আমাদের তরুণ সমাজ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক রসদ সহজে নাগালে পেতে সক্ষম হত।

একটু দেরিতে হলেও গুণীজনরা একটু একটু ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারছেন। পথ খুঁজছেন উত্তরণের। আমরা আশাবাদী, "ফেইসবুক: ক্ষতি নয়, কল্যাণ বয়ে আনুক" বইটি পতিত সমাজ উত্তরণের সঠিক পথনির্দেশ করবে। আর সভ্য ও সুন্দর সমাজ গড়তে সামান্য হলেও অবদান রাখবে। আর ফেইসবুক হবে সত্যিকারের একটি স্বস্তিদায়ক সামাজিক প্লাটফর্ম। তাই প্রতিটি ফেইসবুক ব্যবহারকারির জন্যই তা উপকারী মনে করি।

ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা